আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ২৫ || সোমবার || ফাল্গুন ৩০ || ১৪২৭ || রজব ৩০ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 25 || 15 March || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

একাত্তুরের ১৫ মার্চ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একাত্তুরের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকা আগমন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

হঠাৎ করেই করোনা সংক্রমণ বাড়ছে বাংলাদেশে

ঢাকা ডেস্ক: হঠাৎ করেই করোনার সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে বাংলাদেশে। হাস-পাতালগুলোতে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। আইসিইউ শয্যার সংকট দেখা দিচ্ছে। **(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)**

টিকা নেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কতটা স্বাভাবিক হবে?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের পুরো ডোজ পাওয়ার পর কিছুটা স্বাভাবিক জীবনে ফেরা যাবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র সিডিসি। সংস্থাটির নতুন নির্দেশনায় বলা হয়, যাদের পুরোপুরি টিকা নেয়া হয়ে যাবে, তারা টিকা সম্পূর্ণ হওয়া অন্যদের এবং টিকা হয়নি এমন ব্যক্তিদের সঙ্গেও দেখা করতে পারবে। টিকার শেষ ডোজ নেওয়ার দুই সপ্তাহ পর তারা করোনার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত বলে জানিয়েছে সিডিসি। পুরো ডোজ টিকা নেওয়ার পর মাস্ক ছাড়া এবং সামাজিক দূরত্ব **(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)**

ফোনালাপ ফাঁস ট্রাম্পের

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আটলান্টা কাউন্টিতে ডাকযোগে আসা ভোটের নিরীক্ষার সময় জালিয়াতি খুঁজে বের করতে জর্জিয়ার সেক্রেটারি অব স্টেট অফিসের প্রধান তদন্তকারীকে **(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)**



স্বাধীনতা দিবসেই যুক্তরাষ্ট্রে করোনামুক্তির উৎসব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রকে করোনামুক্ত করার জোর ঘোষণা দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আগামী ১ মে-র মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রাপ্তবয়স্ককে ভ্যাকসিন প্রদান করা হবে বলে পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসেই করোনামুক্তির উৎসব করতে চান তিনি। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর করোনা নিয়ে প্রথম ভাষণে বাইডেন বলেন, ১ মে-র মধ্যে সব প্রাপ্তবয়স্ককে করোনার ভ্যাকসিন দেয়ার কাজ শেষ করতে হবে। যদি এই সময়ের মধ্যে সব প্রাপ্তবয়স্ককে ভ্যাকসিন দেয়া সম্ভব হয়, তা হলে স্বাধীনতা দিবসে করোনার বিরুদ্ধে বিজয়োৎসব পালন করবে যুক্তরাষ্ট্র। বাইডেনের এই ঘোষণা এমন একটা সময় এসেছে, যখন করোনায় আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্রয় পাঁচ লাখের বেশি মানুষ মারা গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যাকসিন কার্যক্রমে বিশ্বে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর একটি। সেখানে এখন বয়স্ক ও যাদের অন্য রোগ আছে তাদের ভ্যাকসিন দেয়ার কাজ চলছে। বাইডেন এখন আবার যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। তিনি বলেন, সকলের সহযোগিতায় প্রাপ্তবয়স্ককে ভ্যাকসিন দেয়া সম্ভব হলে ৪ জুলাই **(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)**

'টাইম এক্সক্লুসিভ'র এক বছর
মিলিয়ন দর্শকের ভালোবাসায় সিক্ত টাইম টেলিভিশন

বিশেষ প্রতিনিধি: বিশ্বাপী মহামারী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের এক বছরের পাশাপাশি নিউইয়র্কের জনপ্রিয় ২৪ ঘন্টার চ্যানেল টাইম টেলিভিশন-এর 'টাইম এক্সক্লুসিভ' লাইভ অনুষ্ঠানেরও এক বছর হলো। করোনার করাল গ্রাসে মানুষের **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

ক্ষতিপূরণ দিয়ে ফ্লয়েড হত্যা মামলার নিষ্পত্তি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটায় শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তার হাঁটু চাপায় নিহত হন কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েড। ওই ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে **(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)**

গভর্নর কুমোর বিরুদ্ধে ৭ নারীর যৌন হয়রানির অভিযোগ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যৌন কেলেঙ্কারিতে জেরবার নিউইয়র্কের গভর্নর এন্ড্রু কুমো। একে একে সাতজন নারী তার বিরুদ্ধে যৌন অসদাচারণের অভিযোগ এনেছেন। ফলে **(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)**

ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের মহান নেতা হিসেবে প্রস্তাব গ্রহণ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা অঙ্গরাজ্যের রিপাবলিকান পার্টি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের **(বাকি অংশ ২৬ পাতায়)**

সৌদি হজ ও ওমরাহমন্ত্রী বরখাস্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী মোহাম্মদ বেনতেনকে বরখাস্ত করেছেন বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ। শুক্রবার এক ডিক্রির বরাতে বার্তা সংস্থা এসপিএ **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**



শ্রীলঙ্কায় বোরখা নিষিদ্ধ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বোরখা নিষিদ্ধ শ্রীলঙ্কায়। বন্ধের পথে হাজারের বেশি ইসলামিক স্কুল। শ্রীলঙ্কার জন নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী **(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)**

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে
একাউন্টিং
সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email : apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

CORE MULTI SERVICES
CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments
Tax Liens
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
আমরা IATA
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email. digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
সুপার সেল $৬৪৯+
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Associcate

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
SAUDIA Emirates ETIHAD KUWAIT American Airlines QATAR
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE

BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY”

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA

HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

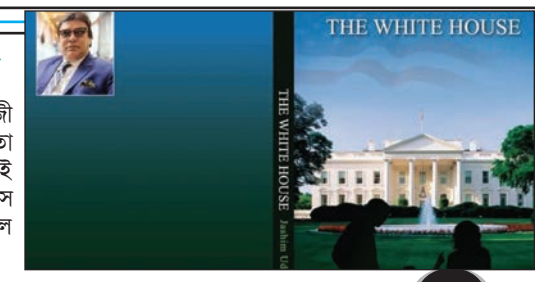
বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 15 // 2021

জসীম উদ্দীনের নতুন বই দ্য হোয়াইট হাউজ



নিউইয়র্ক: প্রবাসী লেখক ও সাবেক ছাত্রনেতা জসীম উদ্দীনের লেখা তৃতীয় ইংরজী উপন্যাস "দ্য হোয়াইট হাউজ" প্রকাশিত হবে চলতি বছর আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ জুলাই। নিউজার্সী স্টেটের ম্যাচ ইস্টিক লিটারেসি প্রকাশ করবে এই বইটি। উল্লেখ্য, জসীম উদ্দীনের লেখা "ডানকিন ডানা" উপন্যাস একই পাবলিশাস প্রকাশ করেছিল। বইটি আমাজন এবং ইবেসহ যুক্তরাষ্ট্রর বার্নস এন্ড নোভেল লাইবেরীতে বিক্রি হচ্ছে। জসীম উদ্দীনের প্রথম ইংরজী (বাকি অংশ ৮ পাতায়)



হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কে ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর প্রথমবারের মতো সোমবার (৮ মার্চ) নিজ শহর নিউইয়র্কে ফিরেছেন। বর্তমানে তিনি ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে বাস করছেন। তবে তিনি ম্যানহাটনের ফিফথ এভিনিউতে ট্রাম্প টাওয়ারের শীর্ষে তার বিলাবহুল আবাসস্থলও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন।

গত ৭ মার্চ রোববার রাতে এসে পৌঁছানোর পর খুব অল্প সময়ের জন্যে দেখা গেছে তাকে। নিউইয়র্ক পোস্টে প্রকাশিত একটি ছবিতে তাকে তার কালো এসইউভি'র পেছনের জানালা দিয়ে একজনের সমর্থকের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে দেখা গেছে। ওই সমর্থক একাই ট্রাম্পকে শুভেচ্ছা জানাতে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। তবে সোমবার দুপুরে প্রায় ২০ সমর্থককে ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করতে দেখা গেছে। তবে তাদের মধ্যে কেউ বলতে পারেনি ট্রাম্প শুভেচ্ছা জানাতে নিচে নেমে আসবেন কি-না। যেমনটা তিনি আগে করতেন। এদিকে টাওয়ারটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুলিশ পরিবেষ্টিত রয়েছে।

ট্রাম্পের নিউইয়র্কে আসার বিষয়ে তার অফিস থেকে কোন বিবৃতি দেয়া হয়নি। এছাড়া সাবেক প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিসের কাছে জানতে চাওয়া হলে কোন তথ্য সরবরাহ করে নি তারা।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের আলোচনা সভায় বক্তারা

৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ



নিউইয়র্কঃ 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ। কারণ এই ভাষণ বিশ্বের শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ের ভাষণ। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ঐতিহাসিত ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

গত ৭ মার্চ রোববার জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবী এবং সভা পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বীকৃতি বড়ুয়া। আলোচনা সভায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতৃবৃন্দ সংযুক্ত হন।

সভায় ড. নুরুন নবী জাতির জনকের সাতই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে নিজের উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর পরেই বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানের যে স্ট্রাকচার, তাতে বাঙালীদের স্বার্থ রক্ষা হবে না। তখন তিনি পরিকল্পনা করতে থাকেন কিভাবে বাঙালীদের অধিকার আদায়ে এগিয়ে যাওয়া যায়। তারপর তিনি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন, ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পেছন থেকে এবং তখনি তিনি বাঙালী জাতীয়তাবাদের বীজ রোপণ করেন। সেই থেকে শুরু করে বাঙালী জাতির অধিকার আদায়ে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু এবং সেই আন্দোলন সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে ৭ মার্চ, যেই সাতই মার্চের ভাষণে ৭ কোটি বাঙালীকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন। সভায় অন্যান্য বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালের সাতই মার্চে মাত্র ১৮ মিনিটের অলিখিত ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু দেশের স্বাধীনতা অর্জনের দিক নির্দেশনাই দিয়ে যাননি, স্বাধীনতা পরবর্তী অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির কথাও তিনি বলে গেছেন। এই ভাষণ আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণের একটি। অসংখ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ। এটি ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যা গোটা দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় বঙ্গবন্ধুকে আমরাই রক্ষা করতে পারিনি, এটা আমাদের বাঙালীদের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বক্তারা আরও বলেন, আজ বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশকে যদি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হয়, তাহলে শেখ হাসিনা ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের উপদেষ্টা যথাক্রমে বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ ও এম এ সালাম (নিউজার্সী), সহ সভাপতি যথাক্রমে ফাহিম রেজা নূর ও আব্দুর রহমান বাদশা, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রাফায়েত চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজ উদ্দিন আহমদ সোহাগ, সদস্য শেখ আতিকুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রহমান, অধ্যাপক শাহদাৎ হাসান, বঙ্গবন্ধু পরিষদ বৃহত্তর ওয়াশিংটন শাখার সভাপতি দস্তগির জাহাঙ্গীর ও সাধারণ সম্পাদক নাসরিনা আহমেদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ ক্যালিফোর্নিয়া শাখার সহ সভাপতি শওকত আলম ও সাধারণ সম্পাদক রানা মাহমুদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ মিশিগান শাখার সদস্য সচিব সাঈদ রহমান, প্রমুখ।

সভায় বঙ্গবন্ধু পরিষদ মিশিগান শাখার আহ্বায়ক আহাদ আহম্মদ ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ বোস্টন শাখার আহ্বায়িকা সফেদা বসু উপস্থিত ছিলেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বাপা এবং সিডব্লিউ লোকাল ১১৮২ এর যৌথ সভায় নেতৃবৃন্দ সহ সংশ্লিস্টরা

জুনে বাপা-সিডব্লিউএ লোকাল ১১৮২ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট : অংশ নেবে ১২ টিম

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এনওয়াইপিডিতে কর্মরত বাংলাদেশী পুলিশদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা) এবং সিডব্লিউএ লোকাল ১১৮২ এর যৌথ উদ্যোগ ও আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টের নাম দেয়া হয়েছে 'বাপা-সিডব্লিউএ লোকাল ১১৮২ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট'। খবর ইউএনএ'র।

ইতিমধ্যেই এই টুর্নামেন্টের একাধিক প্রস্তুতি সভা হয়েছে। সর্বশেষ গত ৮ মার্চ সোমবার বিকেল ৪টায় নিউইয়র্ক পুলিশ একাডেমীতে এ বিষয়ে আবার সভা হয়। এতে এনওয়াইপিডি ও ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট বিভাগে কর্মরত বাংলাদেশী পুলিশ কর্মকতা ছাড়াও সিডব্লিউএ লোকাল ১১৮২ এর কর্মকর্তা সহ সংশ্লিস্টরা উপস্থিত ছিলেন।

বাপা সভাপতি ক্যাপ্টেন কারাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তাদের মধ্যে সিডব্লিউএ লোকাল ১১৮২ এর টেম্পরারী এডমিনিস্ট্রেটর রিকি মরিসন, এনওয়াইপিডি'র ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর চার্লি হার্জ, ম্যানহাটান নর্থ-এর ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট-এর এক্সিকিউটিভ অফিসার রবার্ট মার্টিন, ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট কমান্ডার মোহাম্মদ ইসলাম, বাপা'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এরশাদ সিদ্দিকী, জেনারেল সেক্রেটারী লেফটেন্যান্ট প্রিন্স আলম, কমিউনিটি লিয়াজন ডিটেক্টিভ মাসুদ রহমান, ট্রেজারার রাশিক মালিক, ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর মামুন সর্দার এবং ট্রাষ্টি মাকিজ মোহাম্মদ ও জসিম মিয়া, সিডব্লিউএ লোকাল ১১৮২ এর ভাইস প্রেসিডন্ট সুকুনবি ওলুফেমি ও ভাইস প্রেসিডেন্ট এলবের্ট সোলো, চীফ ডেলিগেট সৈয়দ ইসলাম, ম্যানহাটন ডেলিগেট এঞ্জেল দিয়াজ ও সৈয়দ উতবা, ব্রুকলীন ডেলিগেট নেরিসা ক্লাইরমন্ট, ব্রঙ্কস ডেলিগেট কামরুজ্জামান এবং কুইন্স ডেলিগেট মোহাম্মদ উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এনওয়াইপিডি'র ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট-এর বিভিন্ন কমান্ড থেকে তাদের প্রতিনিধিরা এই সভায় যোগ দেন।

সভায় 'বাপা-সিডব্লিউএ লোকাল ১১৮২ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট' সফল করার বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও ভবিষ্যতে সংগঠন দুটি ঐক্যবদ্ধভাবে মেম্বারদের জন্য কাজ করতে পারে সে ব্যাপারেও

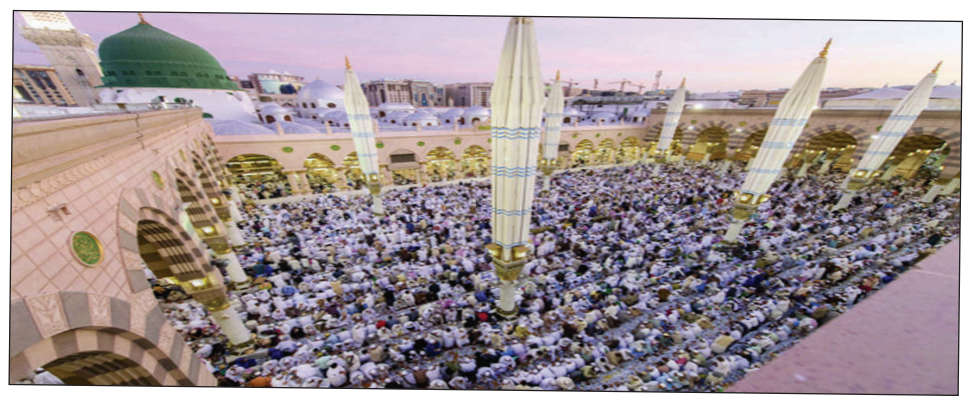


সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

মদিনা রাষ্ট্র ও কুফার গভর্নর

হামিদ মীর

আব্বাসী খলিফা আবু জাফর আল-মানসুর সমকালীন অন্যতম বিখ্যাত মুহাদ্দিস শারিক বিন আবদুল্লাহ রাহ:কে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন কুফার কাজী হন। (কাজী অর্থ বিচারপতি। অত্যন্ত সম্মানিত পদ। ইংরেজদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে এটি বিয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে আমাদের সমাজে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। -অনুবাদক) শারিক বিন আবদুল্লাহ রাহ: ইমাম আবু হানিফা রাহ:-এর মতো অপারগতা প্রকাশ করলেন। মানসুর ইমাম আবু হানিফা রাহ:-এর অস্বীকৃতি মেনে নেননি। তবে তিনি শারিক রাহ:-এর প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের পরিবর্তে জোরালো অনুরোধ করেন, রাষ্ট্রের এমন বিচারকদের প্রয়োজন, যারা ইসলামী শরিয়তের চাহিদা মোতাবেক জনগণকে খুব দ্রুত ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করে দেবেন। খলিফার চাপাচাপিতে শারিক বিন আবদুল্লাহ রাহ: কাজীর পদ গ্রহণ করেন। খলিফা মানসুরের ইন্তেকালের পর তার পুত্র মাহদি মসনদে বসলে তিনিও শারিক বিন আবদুল্লাহ রাহ:-এর পদ বহাল রাখেন। একবার শারিক বিন আবদুল্লাহর আদালতে একজন নারী এলো এবং কুফার গভর্নর মুসা বিন ঈসার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল যে, 'তিনি আমার খেজুর বাগান জোরপূর্বক ক্রয় করতে চেয়েছেন। আমি তা বিক্রয় করতে অস্বীকার করলে তিনি আমার বাগানের দেয়াল ভেঙে দেন, যাতে বাধ্য হয়ে তার কাছে বাগান বিক্রয় করে দিই।' বিষয়টা হলো, ফোরাত নদীর তীরে ওই নারীর পিতার একটি খেজুর বাগান ছিল। পিতার ইন্তেকালের পর এ বাগান ভাইবোনদের মাঝে বণ্টন করা হলে ওই নারী তার বাগানের চারধারে দেয়াল তুলে দেয়। গভর্নর মুসা এই নারীর ভাইদের থেকে এই বাগান ক্রয় করে নেন। কিন্তু সেই নারী তার অংশ গভর্নরের কাছে বিক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানায়। সে গভর্নরের জোরজবরদস্তি থেকে মুক্তির জন্য কাজী শারিক বিন আবদুল্লাহর রাহ:-এর কাছে ফরিয়াদ জানায়। কাজী গভর্নর মুসাকে তার আদালতে তলব করেন। কাজীর দূত তলবের নির্দেশনামা নিয়ে তার কাছে গেলে গভর্নর ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি তার এক রক্ষীকে বললেন, কাজী সাহেবের কাছে যাও এবং তাকে বলো, তিনি যেন আমার পদের প্রতি খেয়াল রাখেন এবং এক মিথ্যাবাদী নারীর পাশে যেন আমাকে দাঁড় না করান। রক্ষী গভর্নর সাহেবের পয়গাম নিয়ে কাজী শারিক বিন আবদুল্লাহ রাহ:-এর কাছে গেলে কাজী সাহেব তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী রাখার নির্দেশ দিলেন। গভর্নর যখন জানতে পারলেন, তার রক্ষীকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তখন তিনি আরো রেগে গেলেন। তিনি একজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে কাজী সাহেবের কাছে পাঠালেন। ওই কর্মকর্তা কাজী সাহেবকে বললেন, 'আমাদের রক্ষী তো শুধু গভর্নর সাহেবের একটি পয়গাম নিয়ে এসেছিল। আপনি তাকে কেন গ্রেফতার করলেন?' কাজী বললেন, 'আপনি একটি নাজায়েজ দাবি নিয়ে আমার কাছে এসেছেন এবং শরিয়তের চাহিদার বিরোধিতা করছেন।' কাজী সাহেব ওই কর্মকর্তাকেও গ্রেফতার করলেন। গভর্নর যখন জানতে পারলেন, তার পাঠানো দ্বিতীয় দূতকেও গ্রেফতার করা হয়েছে, তখন তিনি আহত সাপের মতো মোচড়াতে লাগলেন। তিনি কুফার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, আপনারা কাজী সাহেবের কাছে যান এবং তাকে



বলুন, তিনি আমাকে অপমানিত করেছেন। আমার পদের প্রতি কোনো খেয়ালই করা হচ্ছে না। আমি সাধারণ নাগরিক নই যে, আদালতে হাজিরা দেবো।' এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গভর্নরের পয়গাম নিয়ে কাজী সাহেবের কাছে গেলে কাজী শারিক বিন আবদুল্লাহ রাহ: তাদের বললেন, 'আপনারা বিশৃঙ্খলপরায়ণ মানুষ। সত্যের বিপক্ষে বিক্ষোভ করছেন এবং শরিয়তের আইন বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আপনাদেরও কারাদন্ড ভোগ করতে হবে।' কাজী সাহেব এই বিশিষ্ট নাগরিকদেরও গ্রেফতার করলেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গ্রেফতারের সংবাদ শোনার পর গভর্নর দিশেহারা হয়ে গেলেন। তিনি খলিফা মাহদির চাচা। ক্ষমতার নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন। তিনি তার ঘোড়সওয়ার দল নিয়ে কারাগারে পৌঁছেন। কাজী সাহেব যাদের গ্রেফতার করেছিলেন তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করলেন।

পরের দিন কোতোয়াল কাজীকে অবহিত করলেন, গত রাতে গভর্নর সাহেব তার সব দূতকে কারাগার থেকে বের করে নিয়ে গেছেন। কাজী সাহেব আদালত স্থগিত করে দিলেন। তিনি বললেন, 'এ পদ আমিরুল মুমিনিনের কাছে চেয়ে নিইনি। বরং তিনিই এ শর্তে এ পদ আমাকে সোপর্দ করেন যে, তিনি বা তার কোনো আমলা আদালতের কর্মে হস্তক্ষেপ করবেন না।' শারিক বিন আবদুল্লাহ রাহ: কাজীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং বাগদাদ সফরের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করলেন। যাতে আমিরুল মুমিনিনকে ইস্তফার কারণ অবহিত করতে পারেন। গভর্নর মুসা জানতে পারলেন, কাজী সাহেব ইস্তফা দিয়ে বাগদাদ যাচ্ছেন, তখন তার জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি দ্রুত কাজী সাহেবের কাছে গেলেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। কাজী সাহেব বললেন, যাদের আপনি কারাগার থেকে বের করে নিয়ে গেছেন, তাদের কারাগারে আবার পৌঁছিয়ে দিন। গভর্নর তাদের সবাইকে কারাগারে বন্দী করে দিলেন। এরপর গভর্নর আদালতে উপস্থিত হলেন। তাকে ফরিয়াদি নারীর সামনে দাঁড় করানো হলো। গভর্নর স্বীকার করলেন, ওই নারী সত্য বলছে। কাজী সাহেব ওই নারীর বাগানের দেয়াল পুনরায় নির্মাণ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। গভর্নর নির্দেশ পালন করলেন এবং এভাবে এই ঘটনাটি ইসলামী ন্যায়বিচারের এক আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হলো।

কাজী শারিক বিন আবদুল্লাহ রাহ: ন্যায়বিচারের ব্যবস্থার জন্য ক্ষমতাধর ব্যক্তির সামনে অটল থাকার সিদ্ধান্ত এই জন্য নেন যে, আল্লাহর শেষ নবী হজরত মুহাম্মাদ সা: যে মদিনা রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন, তার ভিত্তিও ছিল ন্যায়বিচার। একবার কুরাইশ বংশের এক নারী চুরি করল। কিছু মানুষ কুরাইশের মান-সম্মান রক্ষার্থে ওই নারীকে দন্ড থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। হজরত উসামা বিন জায়েদ রা: ওই নারীর পক্ষে সুপারিশ নিয়ে নবী করিম সা:-এর কাছে হাজির হলেন এবং ওই নারীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'বনি ইসরাঈল এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা দরিদ্রদের ওপর আইন প্রয়োগ করত এবং ধনীদের ক্ষমা করে দিত'। তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও (অর্থাৎ আমার মেয়েও) চুরি করত, তাহলে আমি তার ওপরও আইন প্রয়োগ করতাম।' রাসূলুল্লাহ সা: ওই নারীর হাত কর্তনের নির্দেশ দিলেন। ইসলামে কারো পদ, বর্ণ, গোত্র বা ধর্ম দেখে ন্যায়বিচার করা হয় না। কায়্যুম নিজামী তার 'মুআমালাতে রাসূল সা:' গ্রন্থে আবু বকর জাসসাসের একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, এক মুসলমান কারো লৌহবর্ম চুরি করেছিল। যখন সে আশঙ্কা করল যে, এই চুরি প্রকাশ পেয়ে যাবে, তখন সে ওই লৌহবর্ম এক ইহুদির ঘরে ছুড়ে ফেলে দিলো। এই লৌহবর্ম ইহুদির ঘর থেকে উদ্ধার করা হলো। তবে ইহুদি চুরির বিষয়টি অস্বীকার করল। আসল চোর ইহুদিকে ফাঁসানোর জন্য অনেক মুসলমানকে সাথে ভিড়িয়ে নেয়। এই সময় আল্লাহ তায়ালা ওহির মাধ্যমে সে ইহুদিকে নিরপরাধ আখ্যায়িত করলেন। তিনি কুরআন মাজিদে বিভিন্ন স্থানে ন্যায়বিচার কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ নির্দেশই মদিনা রাষ্ট্রে মুসলমান-অমুসলমানের অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটাই সেই নির্দেশ, যা শারিক বিন আবদুল্লাহ রাহ:সহ অনেক কাজীর ঐতিহাসিক ফায়সালার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো, আজ যারা 'মদিনা রাষ্ট্র' কায়েম করার দাবি করেন, তাদের কথা ও কাজে কি আপনি শারিক বিন আবদুল্লাহ রাহ:-এর চরিত্রের ঝলক দেখতে পান, কিংবা কুফার গভর্নর মুসার চরিত্রের আলোকচ্ছটা?

নিজের আশপাশে নজর বুলান। নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত কোনো মজলুম নারী বিচারক পর্যন্ত সরাসরি পৌঁছতে পারে কি? উকিলের ফি আদায় ব্যতীত ন্যায়বিচার অর্জন বেশ কঠিন। ন্যাব (ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি ব্যুরো) থেকে ইলেকশন কমিশন অব পাকিস্তান পর্যন্ত কোথাও দ্রুত ন্যায়বিচার মেলে না। শুরু থেকেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ন্যাবকে। আর এই দফতরের 'পলিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং' সাক্ষ্য তো সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরাও দিয়েছেন। অবশিষ্ট কর্মটুকু ইলেকশন কমিশন অব পাকিস্তান পুরো করে দিয়েছে। ইলেকশন কমিশনে ২০১৪ থেকে তেহরিকে ইনসাফের বিরুদ্ধে ফরেন ফান্ডিং কেস ঝুলে রয়েছে। মদিনা রাষ্ট্রের পতাকাবাহী তেহরিকে ইনসাফের উচিত ছিল, তারা এই কেস ঝুলে থাকা ও কেসের কার্যক্রম গোপন রাখার আবেদনের পরিবর্তে ইলেকশন কমিশনকে এটা বলা, তারা যেন দ্রুত কেসের ফায়সালা করেন। কিন্তু এই কেস ছয় বছর পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখে ইলেকশন কমিশন নিজেদের তামাশার পাত্র বানিয়েছেই, উপরন্তু পাকিস্তানকে মদিনা রাষ্ট্র বানানোর দাবিদারকে কুফার গভর্নর মুসার সাথে দাঁড়ও করিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের দৈনিক জং থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

লেখক : পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট, প্রেসিডেন্ট জি নিউজ নেটওয়ার্ক (জিএনএন)

RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers.

ElderServe Health, Inc, doing business as RiverSpring Health Plans, contracts with both the Centers for Medicare and Medicaid Services and the New York State Department of Health to offer you personalized care coordination and help you remain in your own home and live as independently as possible.

RiverSpring Health Plans offers a care management concierge service that provides our members, their families and caregivers with truly personalized support. **We are the family that families reach out to in times of need**. RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers, bringing care and compassion into the homes of our members 24 hours a day, 7 days a week.

RiverSpring Health Plans operates RiverSpring MAP (HMO-D-SNP), a dual Medicare and Medicaid plan that offers affordable prescription drug coverage, access to the best doctors and hospitals, in addition to a $155 a month over the counter benefit, and more. With RiverSpring MAP, our members will have a "one-stop shop" and receive covered Medicare and Medicaid benefits through a single plan and a trusted care team.

Call 1-800-362-2266 (TTY: 711) from 8am-8pm Eastern Time, 7 days a week and a RiverSpring MAP benefits professional will be happy to answer questions about the services available to you. RiverSpring Health Plans has several plan options and we can help you choose the right one for you.

RiverSpring MAP is an (HMO D-SNP) plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in RiverSpring MAP depends on contract renewal.

ElderServe Health, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

You can get this information for free in other languages. Call 1-800-362-2266 and TTY/TDD: 711 during 8 a.m. – 8 p.m. Eastern Time, 7 days a week. The call is free.

RiverSpring Health Plans

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

করোনার এক বছর
ভয়কে জয় : তবু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে

বিশ্বে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ধরা পড়ার এক বছর পূর্ণ হলো। গত বছরের ৮ মার্চ গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম জানানো হয় তিনজনের শরীরে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এর ১০ দিনের মাথায় ১৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনায় মৃত্যু ঘটে রাজধানীর মিরপুরের টোলারবাগে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য-উপাত্ত পর্যবেক্ষণ করে খবরে বলা হয়েছে, গত বছরের ৮ মার্চ থেকে শুরু করে গত ৭ মার্চ রোববার সকাল ৮টা পর্যন্ত দেশে মোট করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত হয়েছে পাঁচ লাখ ৫০ হাজার ৩৩০ জন। এর মধ্যে মারা গেছে আট হাজার ৪৬২ জন এবং সুস্থ হয়েছে পাঁচ লাখ তিন হাজার তিনজন। শনিবার পর্যন্ত পজিটিভ রোগী ছিল ৩৯ হাজার ৩০৭ জন। গত ২০ জানুয়ারী দেশে আসে করোনাভাইরাসের টিকা। ২৭ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী ওই টিকা দেশের মানুষের শরীরে প্রয়োগ করার উদ্বোধন করেন। গত শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত টিকা দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন ৪৯ লাখ দুই হাজার ৯৪৮ জন। ওই দিন দুপুর পর্যন্ত টিকা নিয়েছেন ৩৬ লাখ ৮২ হাজার ১৫২ জন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নেতৃত্ব এবং নির্দেশনায় অন্য দেশের তুলনায় দ্রুত সময়ের মধ্যেই দেশ আবার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসতে শুরু করে। কভিড মহামারি মোকাবেলায় নিজ দেশে অসাধারণ নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখায় কমনওয়েলথভুক্ত ৫৪টি দেশের সরকারপ্রধানদের মধ্যে শীর্ষ তিনজনের অন্যতম নেতা হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ভয়কে জয় করে সাহস নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মানুষ। তবে সাবধানতার কোনো বিকল্প নেই। অনেক দেশে করোনা মহামারি প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর নতুন সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। টিকা এলেও সব ভেরিয়েন্ট বা ধরনের ক্ষেত্রে টিকার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষ এখন করোনা-পূর্ববর্তী সময়ের মতোই প্রায় স্বাভাবিক জীবনে চলে গেছে। এমনকি মাস্ক পরাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রেও মানুষের ব্যাপক অনীহা দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, মার্চের প্রথম দিকেই বাংলাদেশে আবার করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে।

যত দিন করোনাভাইরাস বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণে না আসছে, তত দিন সব দেশই সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকবে। তাই মাস্ক পরাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কোনো বিকল্প নেই। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে দেশে মানুষের মধ্যে টিকা নেওয়ার আগ্রহ বাড়ছে। বাড়ছে টিকা গ্রহীতার সংখ্যা। সবার টিকা নিশ্চিত করার পাশাপাশি মেনে চলতে হবে



আবদুল মান্নান

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
যেমন বাংলাদেশ চাই আগামী পঞ্চাশ বছরে

আগামী ২৬ মার্চ বাংলাদেশ তার জন্মের ৫০ বছর উদযাপন করবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বকে কভিড-১৯ মহামারি কাবু করে না ফেললে এই সময় বেশ উৎসব হতো। হতো সভা-সমাবেশ। আসতেন বিশ্বের বেশ কয়েকজন নেতা। সবকিছু তছনছ করে দিয়েছে কভিড-১৯। এখন যা কিছুই হচ্ছে তা হয় ছোট আকারে অথবা ভার্চুয়ালি। অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো। দেশে এই সময়ে চলছে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ উদযাপন। তারও অবস্থা একই।

বিগত দিনের ৫০ বছরের অর্জন দেখলে আমার প্রজন্মের কাছে সবকিছু রূপকথার গল্প মনে হয়। ১৯৭২ সালের পর রিলিফের চাল-গম না এলে বেশিরভাগ বাড়িতে চুলায় হাঁড়ি চড়ত না। রিলিফের শাড়ি, রিলিফের কাপড়, জুতা! দেশটা সম্পূর্ণ যুদ্ধবিধ্বস্ত। ৮৫ শতাংশ মানুষের বাস দারিদ্র্যসীমার নিচে। এর মধ্যে আবার ৫০ শতাংশের মতো দিন আনে দিন খায়। গায়ে কাপড় নেই; পায়ে নেই স্যান্ডেল। সরকারি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার বেতন মাসে ৪৫০ টাকা। সংসার চালানো দায়। বঙ্গবন্ধুর সরকার অনেক জায়গায় সরকারের সব শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিশ্বের কোনো অর্থনীতিবিদ বা রাজনৈতিক বিশ্লেষক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি। সেই বাংলাদেশকে কদিন আগে জাতিসংঘ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিল। একটি রিলিফ বা খয়রাতনির্ভর দেশ বর্তমানে মাঝেমধ্যে অন্যদেশকে প্রয়োজনে ছোট আকারে হলেও রিলিফ দেয়। ৫০ বছরে দেশের এই পরিবর্তন আমার কাছে যে রূপকথার গল্প। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা না করলে এই রূপকথা অনেক আগেই বলা যেত।

বিশ্বায়নের এই যুগে বাংলাদেশের বর্তমান অগ্রগতি ধরে রাখতে হলে প্রথমে প্রয়োজন দূরদর্শী নেতৃত্ব, যেমনটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছেন। দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা একেবারেই অপরিহার্য। এই মুহূর্তে দেশের যা কিছু অর্জন তার সিংহভাগ খেয়ে ফেলছে দুর্নীতি। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে দেশে অতি প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরি হবে না। তৈরি হবে না দেশপ্রেমিক মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ, যারা এ দেশের ইতিহাস নিয়ে গর্ব করতে পারে। জাতির পিতা বলতেন, 'সোনার দেশ গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই'। প্রকৃত শিক্ষা না হলে সোনার দেশ পাওয়া যাবে না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সার্টিফিকেটসর্বস্ব বেকার তৈরি হয়। যার ফলে লাখ লাখ বিদেশি বাংলাদেশে কাজ করে। অর্থবহ শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে চাই সর্বস্তরে মেধাবী শিক্ষক। আর মেধাবীদের এই পেশায় আনতে হলে চাই তাদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল, সুযোগ-সুবিধা, যেমনটা অন্য দেশে আছে। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সবার জন্য এ সুবিধা প্রযোজ্য হতে হবে।

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে এক ধরনের অস্থিরতা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে। এটি দেশের জন্য নিকট ভবিষ্যতে ভয়াবহ সংকট তৈরি করবে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে শিক্ষা প্রশাসনে যোগ্য ব্যক্তিদের পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এটি বেশি প্রযোজ্য সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠান জনগণের অর্থে পরিচালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখনও সম্পূর্ণ অকেজো সিলেবাস ব্যবহার করা হয়। যার কারণে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেকাংশে শিক্ষিত বেকার তৈরির কারখানা হয়ে পড়েছে। এ দুরবস্থা থেকে উত্তরণের দায়িত্ব শিক্ষক তথা শিক্ষা প্রশাসনের। বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে চাকরিমুখী। কিন্তু আমাদের যেমন যোগ্য চাকুরে প্রয়োজন; একইভাবে প্রয়োজন ভালো উদ্যোক্তা। ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম বলতেন, দেশের সবাই যদি চাকরির পেছনে ছোটে, তাহলে তো দেশটা চাকরে ভর্তি হয়ে যাবে; মালিক থাকবে না। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারে এ অঞ্চলের অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি; যে স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ৩০ লাখ শহীদ দেখেছিলেন।

সব শেষে বলতে হয়, বর্তমানে সরকার অতিরিক্ত আমলানির্ভর হয়ে পড়েছে। আমলাতন্ত্র একটি সরকার পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। তার চেয়েও অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যোগ্য পেশাদারদের কাজে লাগানো। আগামী ৫০ বছরে সোনার বাংলার স্বপ্ন সফল হোক।

লেখক: সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন



বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

মার্চ	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
ফজর	৫.৫১	৫.৫০	৫.৪৮	৫.৪৬	৫.৪৫	৫.৪৩	৫.৪১
সূর্যোদয়	৭.০৮	৭.০৬	৭.০৪	৭.০৩	৭.০১	৬.৫৯	৬.৫৮
জোহর	১.০৫	১.০৫	১.০৪	১.০৪	১.০৪	১.০৩	১.০৩
আসর	৫.১৬	৫.১৭	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৮	৫.২০	৫.২১
মাগরিব	৭.০৩	৭.০৪	৭.০৫	৭.০৬	৭.০৭	৭.০৮	৭.০৯
এশা	৮.১৭	৮.১৮	৮.১৯	৮.২১	৮.২২	৮.২৩	৮.২৪

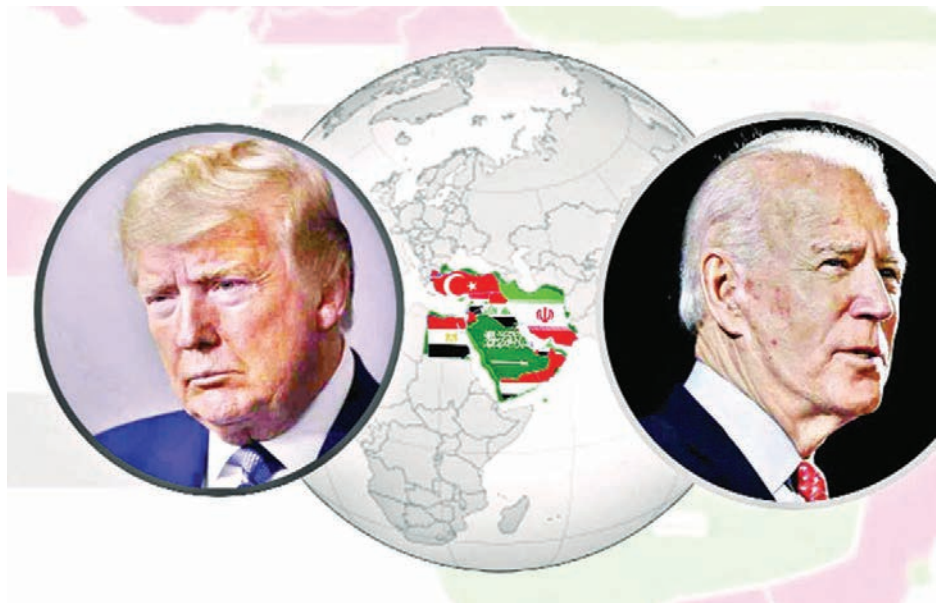
সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্প-জো বাইডেনের নীতি-কৌশল পরম্পরা

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

একসময়ের বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী (পরে প্রধানমন্ত্রী) লর্ড পামারস্টোন একদা বলেছিলেন, 'গ্রেট বৃটেনের কোনো চিরস্থায়ী শত্রু বা মিত্র নেই–আছে চিরস্থায়ী স্বার্থ'। যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তির কাছে এ কথাটা এক শ ভাগ সত্য। বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষের মতো বাংলাদেশের লোকেরাও বিশ্বাস করে আমেরিকান নেতৃত্বের পরিবর্তন গোটা বিশ্বের অনেক কিছুতে পরিবর্তন আনবে। কিন্তু ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়কালকে বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই বোধগম্য হবে যে, পামারস্টোনের বাক্যটিই সত্য। প্রাথমিক সময়কালে যুক্তরাষ্ট্র শতবর্ষব্যাপী নিভৃতচারী নীতি কৌশল অনুসরণ করেছে। সে সময়টি ছিল তাদের নেশন স্টেট গড়ে তোলার সময়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তারা অথৈ অতলান্তিক অতিক্রম করার সাহস দেখায়। ঘোষিত হয় মনরো ডকট্রিন। এই নীতি কৌশলের সারকথা হলো–আমেরিকা আমাদের এবং সবটাই আমাদের।ট্রাম্প যখন বলেন, আমেরিকা ফার্স্ট অর্থাৎ আমেরিকা শুধুই আমেরিকানদের জন্য। তখন যেন সেই মনরো ডকট্রিনের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বস্তুত পরাশক্তি বা বৃহৎ শক্তি বা উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে বিশেষত পররাষ্ট্রনীতির পরম্পরায় ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। একটি দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রসমূহ তার পররাষ্ট্রনীতির স্তম্ভগুলো একে একে সাজিয়ে নেয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ফরাসি বিপ্লব পূর্ব এবং পরবর্তী 'সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা'-এর নীতিসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখে। প্রথম মহাযুদ্ধের মাধ্যমে পরাশক্তি হিসেবে তার প্রথম প্রকাশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তার পরাশক্তির পরাক্রম অর্জন। সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ একক নেতৃত্বে যখন সে অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঠিক সে সময়ে ধূমকেতুর মতো সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা তাকে দুর্দমনীয় চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেয়। শুরু হয় তথাকথিত স্নায়ুযুদ্ধ। যুদ্ধ নয় অথচ যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব–গোটা পৃথিবীকে ভাবিয়ে তোলে। পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হয়। পুঁজিবাদী বিশ্ব ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব–এই দ্বৈত আদর্শের মোড়কে পৃথিবী নতুনভাবে আন্দোলিত হয়। এ সময়কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন গোটা বিশ্বের শোষিত মানুষের কথা বলেছে ঠিক তেমনি যুক্তরাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক মুক্তির পথ দেখিয়েছে। ১৯৯০ পরবর্তীকালে অবশেষে যখন সমাজতান্ত্রের পতন ঘটেছে তখন একক পরাশক্তির শক্তিমদমত্ততা নিয়েও 'স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার'-এর কথা বলেছে। তারা যখন নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার কথা বলে তখন দৃশ্যত তারা সেই পুরনো সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাকে নতুন উচ্চতায় নিতে চায়।

ইতিহাসের পরম্পরা বোঝানোর জন্যই এত কথার অবতারণা।ট্রাম্প এবং জো বাইডেন দুজনই আমেরিকার প্রভুত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন। পার্থক্য প্রক্রিয়াগত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত নয়।ট্রাম্প তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতিতে বলেছিলেন, আমেরিকার অর্থে অন্য দেশ ও নেতৃত্বের পাহারাদার তারা হবেন না। গোটা বিশ্বের সব জায়গা থেকে আমেরিকান সৈন্যদের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের পরম মিত্র পশ্চিম ইউরোপকে তিনি বলেছিলেন, তাদের স্বার্থে আমেরিকার অর্থ আর ব্যবহারিত হবে না। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামরিক জোট: নর্থ আমেরিকান ট্রিটি অর্গানাইজেশন-ন্যাটো তার অস্তিত্বের প্রতি হুমকি অনুভব করেছিল। আফগানিস্তান থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের অর্থাৎ ২০২০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সাধারণভাবে গোটা বিশ্বের মুসলমানদের তিনি প্রকারান্তরে সন্ত্রাসী বলতে চেয়েছেন। ছটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। পৃথিবীর অন্যত্র থেকেও এরকম প্রতিশ্রুতির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু অবশেষে তিনি কী করলেন? যথা পূর্বাং তথা পরং। মার্তন্ড তাপে তাপিত হলেন বটে কিন্তু অবশেষে করপোরেট স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। বিশ্বের কোনো জায়গা থেকেই ট্রাম্প নিরঙ্কুশভাবে সেনা প্রত্যাহার করেননি। আফগানিস্তানে তালেবানদের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। নিজেই আবার চুক্তি স্থগিত করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র সদরে ফিলিস্তিনকে কথায় তুষ্ট করলেও অন্দরে ইজরায়েলকে মদত দেয়। এবার ট্রাম্প সদর অন্দর এক করে ফেললেন। ভদ্রতা, সভ্যতা ও সৌজন্যের বা



আন্তর্জাতিক রেওয়াজ রীতির কোনো তোয়াক্কাই তিনি করলেন না। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সমাধানে তিনি যে শতাব্দীর সেরা চুক্তি উপহার দিয়েছিলেন তা আসলে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য শতাব্দীর নিকৃষ্ট চুক্তি।ট্রাম্প উত্তর কোরিয়াকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার কথা বললেন। আবার সেই উত্তর কোরীয় একনায়ককে বেস্ট ফ্রেন্ডের খেতাব দিলেন। এভাবে ট্রাম্প ক্ষণিককালের জন্য চমক সৃষ্টি করলেও থমকে গিয়েছেন শেষ পর্যায়ে। যুক্তরাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র এবং ট্রাম্পের ভাষায় সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য বিচার করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির রাষ্ট্রিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির পর্যবেক্ষকরা নিশ্চিত করেই বলেন, ডেমোক্রেট বা রিপাবলিকান দলের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ ও অনুসরণে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য গুণগত নয় মাত্রাগত মাত্র। পার্থক্য আছে প্রক্রিয়ায়। রিপাবলিকানরা অভ্যন্তরীণ বিষয় মাথা ঘামান বেশি। অপরদিকে বৈদেশিক নীতি-কৌশলে ডেমোক্র্যাটরা বেশি উচ্চকিত। ডেমোক্র্যাটরা অধিকতর নমনীয় ও কমনীয়ভাবে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেন। অপরদিকে রিপাবলিকানরা অধিকতর আনুষ্ঠানিক ও সুনির্দিষ্ট এককালের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানের রুশ ফেডারেশনকে মোকাবিলার ব্যাপারেও এই নমনীয়তা ও কমনীয়তার পার্থক্য আছে। পাঠকদের মনে থাকার কথা-ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে অবশেষে পরাজয় পর্যন্ত রাশিয়া তথা পুতিনের সঙ্গে সখ্যর অভিযোগ শুনতে হয়েছে। এটি প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল যে, রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কৌশলগত সহায়তা দিয়েছে। পত্রিকায় এরকম খবরও এসেছে যে, ট্রাম্পকে রুশ গোয়েন্দারা লালন করেছে ৪০ বছর ধরে। মজার কথা রুশ বাম নেতারাও বলেছিলেন, সোভিয়েত রাষ্ট্রের শেষ প্রতিনিধি গর্বাচভকে লালন করেছিল সিআইএ অনেককাল ধরে। যা হোক লক্ষ করার বিষয় জো বাইডেন ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাশিয়ার প্রতি অধিকতর বৈরী আচরণ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন যথেষ্ট জোর গলায় রুশদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। রুশ বিরোধিতার বাস্তব উদাহরণ হিসেবে সিরিয়ায় নতুন করে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ শুরু করার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসা যায়। ২০১৮ সালে বিরোধীরা যখন আসাদ সরকারের ওপর চূড়ান্ত জয়লাভ করতে যাচ্ছে তখন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন সিরিয়ায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন। ফিরে যায় যুদ্ধের গতি। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কোনো রকম আলোচনা বা কৌশলগত ব্যবস্থা না নিয়েই আকস্মিকভাবে সিরিয়া থেকে আমেরিকান সহায়তা প্রত্যাহার করেন। এটি তখন তীব্রভাবে সমালোচিত হয়।ট্রাম্পের রুশপ্রীতি হিসেবে এ পদক্ষেপকে গণ্য করা হয়। এখন যখন সিরিয়ার সরকারি বাহিনী চূড়ান্ত জয়লাভ করতে যাচ্ছে তখন জো বাইডেন ট্রাম্প নীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সিরিয়ায় আমেরিকান হস্তক্ষেপ জোরদার করছেন। অপরদিকে ইয়েমেনে সৌদি আরবের নেতৃত্বে তথাকথিত ইয়েমেন সরকারের পক্ষে যে গৃহযুদ্ধ চলছিল সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও পারিপার্শ্বিক সহায়তা অব্যাহত ছিল। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতাসীন হওয়ার পরপরই ইয়েমেন গৃহযুদ্ধে আমেরিকান সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ও প্রবীণ মিত্র সৌদি আরবের সঙ্গেও সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস লক্ষ করা যায়। জামাল খাশোগি হত্যা মামলায় সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান অভিযুক্ত হলেও ট্রাম্প তাকে নিয়ে হইচই করতে রাজি ছিলেন না। ট্রাম্পের পতনের পর আরো খোলাসাভাবে সৌদি যুবরাজের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণ জনগণ বিশ্বাস করছিল যে, জো বাইডেন যুবরাজকে কাঠগড়ায় তুলবেন। সবাইকে বিস্মিত করে জো বাইডেন এখন ট্রাম্পের ভাষায় কথা বলছেন। তিনি বলছেন, সৌদি যুবরাজ এবং সৌদি রাজতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ ও প্রতিষ্ঠিত বন্ধু। তারা বিব্রত হয় এমন কিছু যুক্তরাষ্ট্র করতে পারে না। এখানেও প্রমাণিত হলো যে, রাজনীতি বা পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে স্থায়ী শত্রু ও মিত্র নেই। আছে স্থায়ী স্বার্থ। আর তা রাষ্ট্রিক স্বার্থ। আর একটু খোলাসা করে বললে বলা যায়–আমেরিকান করপোরেট পুঁজির স্থায়ী স্বার্থ।

মধ্যপ্রাচ্যে এসব পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ঘটনার মধ্য দিয়ে আর একটি নিরেট সত্য ফুটে উঠেছে। আর তা হলো ইরান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা। ইরানকে শায়েস্তা করার ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের আমেরিকান পক্ষ এক পায়ে দাঁড়িয়ে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মিত্রতা এক শ ভাগ। সে কাতারে শামিল রয়েছে মিশরের সামরিক শাসক পক্ষ। কারণ তারা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান থেকে ইসলামি বিপ্লব রপ্তানির ভয়ে ভিত। মিশরে সামরিক সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশ্য সমর্থন রয়েছে এই কারণে যে, তারাও সেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মতো মৌলবাদী শক্তি ক্ষমতাসীন হোক তা তারা চায় না। আরব বিশ্বে আয়তনে ছোট হয়েও বড় হতে চায় অর্থবিত্ত ও চিত্তে বলিষ্ঠ আরব আমিরাত নেতৃত্ব। তারা তাদের ক্ষমতা, শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে নিশ্চিত করতে চায়। এই জন্য তারা আজীবন কথিত শত্রু ইজরায়েলের সঙ্গেও গলাগলি করতে দ্বিধা করছে না। ইতিমধ্যে আরব রাষ্ট্র আমিরাত, বাহরাইন, সুদান ট্রাম্পের কূটনীতিক কুশলতায় ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের এসব ঘটনাবলী যুক্তরাষ্ট্রের প্রভুত্ব ও ইজরায়েলের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষে ধাবিত হয়েছিল। অস্থির ট্রাম্পের সময়ে অর্জিত এসব অর্জন এখন বাইডেনের জামানায় অস্বীকৃত হবে এ কথা ভাবার কোনো কারণ নেই। ইজরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের চিরকালীন অভিভাবকত্বের রেকর্ড রয়েছে। এমন কোনো সরকার এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি যারা ইজরায়েল বিরোধী ছিল।ট্রাম্পের অতি উষ্ণতায় ঠান্ডার আমেজ এসেছে সত্য। কিন্তু জো বাইডেনের গতানুগতিক নীতি কৌশলে তা হয়তো স্থায়িত্ব লাভ করবে। পৃথিবীব্যাপী জানা কথা এটা যে, যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগে ইহুদি লবির চিরকালীন অবদান রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ তথা পুঁজিবাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, দল ও গোষ্ঠী ঐ স্বার্থের পরিপূরক। সুতরাং যত দিন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মৌলিক কার্যব্যবস্থায় পরিবর্তন সূচিত না হবে তত দিন পর্যন্ত তাদের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন থাকবে।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ,

জাহাঙ্গ

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

‘আমেরিকান প্রত্যাবর্তন’

(১১ পাতার পর)

গ্লোবাল টাইমসে বলা হয়েছে, আমেরিকার নতুন নীতির পরিপ্রেক্ষিতে চীনকে তার সংস্কার এবং এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে আর নির্ধারিত সূচি অনুসারে তার ১৪তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০২১-২৫) এগিয়ে নিতে হবে। চীনকে কাজ করতে হবে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উত্তেজনা লাঘব করার জন্য। এটি করার মাধ্যমে, চীন কৌশলগতভাবে স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত মানসিক সেট তৈরি এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য আরো বেশি সুযোগ পাবে। আমেরিকান প্রবণতার বিরুদ্ধে গিয়ে এই জাতীয় কৌশলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চীন নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে দুর্বল করা বেইজিংয়ের জন্য সহজ।

চীনা নীতিনির্ধারকদের পর্যবেক্ষণ হলো, এখন সময় এসেছে যে, চীনা জনগণের তাদের নিজস্ব কাজ আরো ভালো করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। চীনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছে যুক্তরাষ্ট্র, অন্য দিকে চীন কিভাবে নিজের বিকাশ করবে সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছে। এটি স্পষ্ট, যার নকশা নির্ভুল ও আরো ভালোভাবে প্রয়োগ করা যাবে তার পক্ষে জয় আসবে।

আমেরিকান সামাজিক বাস্তবতার প্রভাবও অনিবার্যভাবে বৈদেশিক নীতিতে পড়বে। আমেরিকান সমাজে ক্রমবর্ধমান মেরুকরণ হচ্ছে। ডেমোক্র্যাট, কৃষ্ণাঙ্গ, সাদা, লাতিনো, সংখ্যালঘু, মুসলমান, বামপন্থী প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ জোট বাইডেনকে সমর্থন করেছিল, তবে সমাজের একটি শক্তিশালী সাদা-আধিপত্যবাদী অংশ তার শক্তি সুসংহত করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো সক্রিয় ভূমিকার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। এই অবস্থায় বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেটি করবেন কিভাবে, সেটি হবে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রথমত, বাইডেন প্রশাসনকে আমেরিকার রাজনীতিকে স্বাভাবিক করতে হবে। অন্য কথায়, বাইডেনকে ঐতিহ্যবাহী আমেরিকান সামাজিক কাঠামো আর সহিষ্ণু আমেরিকান সমাজ ফিরিয়ে আনতে হবে। এখন একটি উচ্চ ধরনের রাজনৈতিক এবং মেরুকৃত আমেরিকান সমাজ তৈরি হয়ে আছে। সমাজ যত বেশি রাজনীতিকায়িত হয়, তত বেশি দাবি ওঠে এবং ঘরোয়া রাজনৈতিক আবহাওয়া তত সংবেদনশীল হয়।

ব্লিংকেনের বক্তব্যেও স্পষ্ট যে, এখন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন সরকারকে আগের তুলনায় ঘরোয়া রাজনীতিতে আরো বেশি শক্তি ব্যয় করতে হবে। এটি এই কারণে যে, আমেরিকান সমাজের বিভিন্ন অংশকে নানা উদ্যোগে সম্মত করা সরকারের পক্ষে আরো কঠিন হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয়ত, বাইডেন প্রশাসনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে আবার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে এবং এর ঐতিহ্যবাহী মিত্রদের জোটে ফিরিয়ে আনতে হবে। তবে বাইডেন সরকারের পক্ষে এটি এত সহজ হবে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার ঐতিহ্যবাহী মিত্রদের ফিরিয়ে আনতে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালানো দরকার এই কারণে যে, যুক্তরাষ্ট্রকে তার মিত্রদের বোঝাতে হবে– সে তাদের আর ছেড়ে যাবে না এবং তাদের একটি অভিন্ন হুমকি রয়েছে।

পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, ঐতিহ্যবাহী আমেরিকান মিত্ররা তাদের জাতীয় স্বার্থ এবং হুমকির সংজ্ঞা দেয়ার ক্ষেত্রে আলাদাভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিল। বিশ্বের বর্তমান উন্নতি সম্পর্কে ‘প্রথম বিশ্ব’ এর সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্য নেই। তাদের জাতীয় স্বার্থ এবং হুমকির সংজ্ঞা দেয়ার ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকারগুলো পরিবর্তন হতে শুরু করে। বর্তমান সমস্যাগুলো তাদের বহুমুখী নীতির পরিবর্তে বিভিন্ন নীতি অনুসরণ এবং জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নেতৃত্ব দেয়।

বাইডেন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক প্লাটফর্মে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এটি স্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাঠামো নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আর যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অংশীদারদের স্বার্থকে আগের মতো প্রতিনিধিত্ব করে না। এই সংস্থাগুলোতে সময়ের সাথে সাথে মার্কিন আপেক্ষিক প্রভাব হ্রাস পেয়েছে, আর চীনের মতো চ্যালেঞ্জকারী রাষ্ট্রগুলোর শক্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সব মিলিয়ে, যদি বাইডেন প্রশাসন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর হয় তবুও এই পরিবর্তিত অবস্থার অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তার পুরনো হেজিমোনিক অবস্থানটি ফেরানো খুব কঠিন হবে।

অনেক রাষ্ট্র ইতোমধ্যে মার্কিন প্রভাবকে নমনীয় ও ভারসাম্যপূর্ণ করতে শুরু করেছে; চীন এবং রাশিয়ার মতো কিছু বৈশ্বিক শক্তি তাদের কঠোর শক্তি ব্যবহার করে আমেরিকান আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রায় প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে। ইরান, ভারত ও তুরস্কের মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলোও নিজ নিজ এলাকায় স্বতন্ত্রভাবে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে আমেরিকার প্রত্যাবর্তন বেশ কঠিন হতে পারে বাইডেনের জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি নিয়মতান্ত্রিক খেলায় ফিরে আসতে সক্ষমও হয়, তবুও মাঠের বাস্তব পরিস্থিতি একই না-ও থাকতে পারে এবং খেলার নিয়মগুলোও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

জুনে বাপা-সিডব্লিউএ

(৩ পাতার পর)

সভাসূত্র বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধি-কে জানান, এই টুর্নামেন্টে ১২টি টিম অংশ নেবে। এর মধ্যে এনওয়াইপিডি'র ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ১১টি এবং বাপা'র একটি টিম থাকবে। আগামী ১৯ মার্চের মধ্যে অংশগ্রহনকারী টিমকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আশা করা হচ্ছে আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে এই টুর্নামেন্ট আনুষ্ঠিত হবে।

সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন যে উল্লেখিত ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলতি ২০২১ সালে বাপা এবং সিডব্লিউএ লোকাল ১১৮২ এর একটি বড় ইভেন্ট হবে, যেখানে এই দুই সংগঠনের সবাই পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে অংশ গ্রহণ করবেন। ফলে সবার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় আর জোরদার হবে।

জসীম উদ্দীনের নতুন বই দ্য

(৩ পাতার পর)

উপন্যাস “দ্য আমেরিকান ড্রীম” ২০১৬ সালে “নিউইয়ক টাইমস” এর পরিসংখানে দশ শ্রেষ্ঠ বই এর মধ্যে মনোনীত হয়। আশা করা যায় “দ্য হোয়াইট হাউজ” উপন্যাস পাঠকের মন ছুয়ে যাবে।

বাংলা ভাষাও লেখক জসীম উদ্দীনের দশটি উপন্যাস বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে। যা ইতিমধ্যে পাঠকের মন জয় করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রতন, রূপালী ইলিশ, রক্সী টেরস, অনাথ প্রমূখ। আমাজন সহ সকল অন লাইনে বিক্রি হবে “দ্য হোয়াইট হাউস”। লেখক জসীম উদ্দীন আশা প্রকাশ করছেন যে, তার নতুন উপন্যাসটি সকল পাঠকের মন জয় করবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন



DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S



DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ঋ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

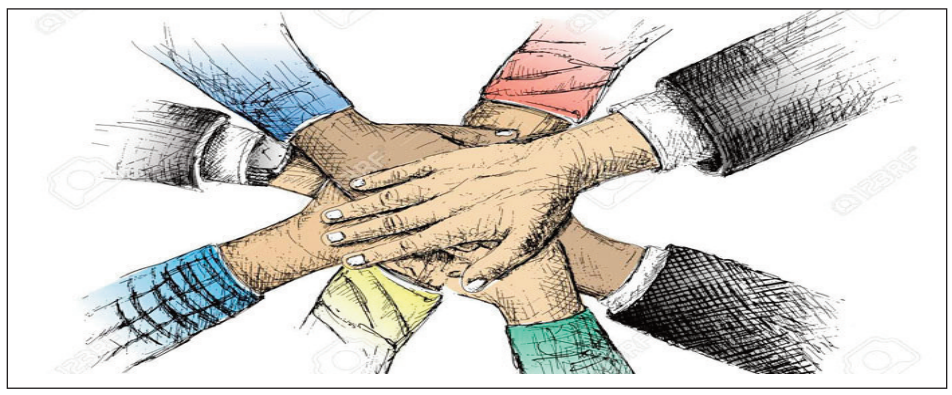
ঐক্য যে কারণে জরুরি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে। গত একটা বছর কেটেছে করোনা দুর্যোগে। পরিস্থিতি অনেকটা সামলে ওঠা গেলেও এর মেঘ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। এ পরিস্থিতিতেই উদযাপিত হতে যাচ্ছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। করোনাকালে এ আয়োজনের পরিসর কিছুটা গন্ডিবদ্ধ হলেও অর্থাৎ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনে অনেক কিছুই সীমিত হলেও সার্বিকভাবে বিষয়টি সামান্য নয়; অসামান্যই বটে। ৫০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের। এই প্রেক্ষাপটে আমরা কতটা কী অর্জন করলাম, লক্ষ্যই বা কতটা পূরণ হলো- এসব বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই সামনে এসে যায়। আমাদের উন্নয়ন-অগ্রগতি নানা ক্ষেত্রেই ঘটেছে। একই সঙ্গে এও তো সত্য; আমাদের অনেক অর্জনের বিসর্জনও ঘটেছে। মানুষের অধিকার আজও বিপন্ন। উপরন্তু অধিকারের বিসর্জন ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রেই। এই বিসর্জন ঘটেছে হীনস্বার্থবাদী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অপপ্রয়াসের কারণে। রাজনৈতিক ও সরকারি পর্যায়ের নীতিনির্ধারকদের অনেক ক্ষেত্রে অদূরদর্শিতা ও স্ববিরোধিতার কারণেও। বিসর্জন ঘটেছে অনিয়ম-দুর্নীতি-স্বেচ্ছাচারিতার কারণেও। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে আমাদের মুক্তির ডাক দেওয়া হয়েছিল। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য ছিল মূলত মুক্তি অর্জন।

প্রশ্ন হচ্ছে- স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছরে আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি, নিজেদের যে লক্ষ্যে ১৯৭১ সালে মুক্তির কথা বলা হয়েছিল, সেই মুক্তি কি আমাদের এসেছে? উত্তর সহজ-সরল নয়, বরং জটিলই। আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনে চলে গেছি। অথচ মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ছিল সমাজতন্ত্রের। সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মান্ধতা-মৌলবাদের কবর দেওয়া শুধু অঙ্গীকারই ছিল না; এ প্রত্যয় বাস্তবায়নে দৃঢ়তাই ছিল বড় শক্তি। তাও হলো না; এখনও এ সবকিছুর বিষবাষ্প আক্রমণ করে। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের খবর কী? রাজনৈতিক স্বচ্ছতাই বা কতটা নিশ্চিত করা গেল? কোনোটার উত্তরই প্রীতিকর নয়। ভোটাধিকারের প্রশ্ন কিংবা নির্বাচন নিয়ে কথা উঠলে হতাশাই যেন জাপটে ধরে। নির্বাচন কমিশন, যে সংস্থাটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত; এর চিত্র আজ খুবই বিবর্ণ। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কারও কারও বিরুদ্ধে বিস্তর জনঅভিযোগ তো আছেই; তাদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব-বিতর্কও নির্বাচন ব্যবস্থার মলিন চিত্রটা সম্প্রতি ফের স্পষ্ট করেছে। সামাজিক বৈষম্যচিত্র দিন দিন প্রকট হচ্ছে। মুষ্টিমেয় লোকের করায়ত্ত হয়ে পড়ছে যেন সবকিছু। অর্থ পাচার, খেলাপি ঋণের স্ফীত চিত্র ইত্যাদি অনিয়ম-অস্বচ্ছতার বিষয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন।

মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা খুবই সত্য। তাই বলে ঐক্য যে মিথ্যা, তাও তো নয়। আমাদের সমাজে আমরা ঐক্য দেখেছি। বলেছি, ঐক্যগুলো অসামান্য। সেগুলো বেড়ে উঠেছিল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মুক্তির লক্ষ্যে আন্দোলন হয়েছে। বায়ান্ন, উনসত্তর, একাত্তরে আমাদের ঐক্য ছিল অবিস্মরণীয়। প্রতিপক্ষ ছিল নিষ্ঠুর; নির্যাতন ছিল নির্মম। কিন্তু ঐক্য ভাঙেনি, বরং এর দৃঢ়তাই অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু তারপর? আমরা দেখেছি, ঐক্য ভেঙে গেছে নিপীড়নের কারণে নয়, অন্য কারণে। সেই কারণটা কী? আসলে ঐক্যের কারণ ও বিচ্ছিন্নতার কারণ ভিন্ন ভিন্ন নয়; একই। সেটা হলো স্বার্থ। ঐক্য গড়ে উঠেছে স্বার্থে; ভেঙেছেও স্বার্থের আঘাতে। দুই স্বার্থের মধ্যে অবশ্য পার্থক্য রয়েছে। ঐক্যর পেছনে ছিল সমষ্টিগত স্বার্থ, আর ভাঙনের পেছনে কাজ করেছে বিচ্ছিন্ন স্বার্থ। সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে ব্যক্তির স্বার্থও থাকে। কিন্তু সেখানে ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে বিরোধটা বড় হয়ে ওঠে না। তারা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যে ঐক্যগুলোকে আমরা ঐতিহাসিক বলে স্মরণ করি, সেগুলো গড়ে উঠেছিল আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এবং আন্দোলনের কারণে। সামনে একটা লক্ষ্য ছিল; সমষ্টিগত লক্ষ্য। যখন শেষ হয়েছে আন্দোলন, অমনি ঐক্য ভেঙে গেছে। আরও বলা যায়, যা ছিল ফুলের মালা, তা পরিণত হলো বিক্ষিপ্ত ফুলে। মালাটি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।



সবচেয়ে বড় ঐক্যটি তৈরি হয়েছিল একাত্তরে; মুক্তিযুদ্ধ পর্বকেন্দ্রিক। মনে হয়েছিল, এটি কখনও ভাঙবে না। সেটিও ভেঙে গেল স্বাধীন দেশে এবং টুকরোগুলো বিষম যন্ত্রণার সৃষ্টি করল। ব্যাপারটা যেন দৃশ্যত সেই রকমের, যে রকম ঘটে লঞ্চযাত্রীদের মধ্যে। যতক্ষণ চলছে ততক্ষণ সবারই চিন্তা অভিন্ন- কতক্ষণে পৌঁছা যাবে। কিন্তু যেই না লক্ষ্য আলাদা, গন্তব্য ভিন্ন ভিন্ন। আর নৌযানটি? বড়ই জীবন্ত ছিল সে যতক্ষণ চলছিল। ঘাটে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে গেল দৃশ্যপট। কিন্তু নৌযানের যাত্রী এবং আন্দোলনকারী মানুষ, এরা তো এক নয়। আন্দোলনকারীদের ঐক্যটা শুধু সহযাত্রীদের নয়, সহযোদ্ধাদের বটে। তাহলে? সহযোদ্ধারা কেন আলাদা হয়ে যান? এক সঙ্গে যারা লড়ছিলেন একটি সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে; তারা কেন শত্রু হয়ে গেলেন পরস্পরের? অস্ত্র কেন তাক করলেন একে অপরের বুকের ওপর? ঘটনাগুলো ঘটে কোনো অলৌকিক কারণে নয়;স্বার্থের প্ররোচনায়। যুদ্ধের সময় সবার স্বার্থ একটি লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে তেমনি আর থাকল না। প্রত্যেকের লক্ষ্য হয়ে গেল স্বতন্ত্র এবং একের লক্ষ্যের সঙ্গে অন্যের লক্ষ্যের ভয়ংকর বিরোধ। আজ তা যেন আরও পুষ্ট। বাংলাদেশে এখন ঐক্য খুবই সামান্য; বিরোধটাই প্রধান বাস্তবতা।

কিন্তু কেন এমনটা ঘটল? কেন এভাবে সমষ্টি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সংঘর্ষে উদ্যত কিংবা হিংস্রতার কারণে? দায়ী কে? প্রধান দায়িত্ব নিঃসন্দেহে নেতৃত্বের। নেতৃত্ব জনগণকে একত্র করেছিল বটে; কিন্তু এক করতে পারেনি। যুদ্ধউত্তর বাংলাদেশে এ পর্যন্ত নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ-সংঘাত তো কম হয়নি। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঐক্য; একই সঙ্গে রাজনীতিও। রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানেই সাধারণ মানুষের অকল্যাণের পথটা প্রশস্ত হওয়া। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তা-ই হলো। রাজনীতিতে বিস্তৃত হলো অপরাজনীতির ছায়া। এই ছায়া সৃষ্টি করতে থাকল একের পর এক ভয়ংকরতার। জনগণকে নানাভাবে এর মাশুল গুনতে হলো। এখন আমরা কী দেখি? দেখি, প্রার্থী ভোট চান ভোটারের কাছে, অথচ ভোটার কেন্দ্রে যাওয়ার আগেই তার ভোটটা লোপাট হয়ে যায়। কোনো কোনো বলবান প্রার্থীর দাপটের কাছে ব্যবস্থাটাই যেন হয়ে যায় নতজানু। নিকট অতীতে স্থানীয় সরকার কাঠামোর পৌরসভা ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা-ই যেন দেখা গেল। আসছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। সে ক্ষেত্রেও দৃশ্যপট যে একই থাকবে, তা অনুমান করা যায়। কারণ ব্যবস্থা যেখানে এত প্রশ্নবিদ্ধ, সেখানে অবস্থা ভালোর আশা করা দুরাশা; বিদ্যমান ব্যবস্থা না বদলিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ তো বটেই, এই ভূখণ্ডে অনেক বড় বড় আন্দোলন অল্প কিছু মানুষের ব্যক্তিগত মুনাফার অনুপ্রেরণাতে ঘটেনি। ঘটেছে অংশগ্রহণকারীদের সামনে মুক্তিলাভের স্বপ্ন কার্যকর থাকার কারণেই। ফললাভের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তা অন্যরকম। অংশগ্রহণকারীরা আত্মত্যাগ করেছেন, কিন্তু অর্জনের অংশ পাননি অনেকেই। ফসল চলে গেছে নেতাদের গোলায়। লক্ষ্যের যে কথা বলছি, কী ছিল সেই লক্ষ্য? মুক্তির? হ্যাঁ, সে তো বটেই। কিন্তু মুক্তি তো কোনো নির্বস্তুক ধারণা নয়। মুক্তির বস্তুগত ভিত্তি আছে, যা আকাশে থাকে না; থাকে স্থূল বাস্তবে। মুক্তির জন্যই তো আমরা নতুন রাষ্ট্র, নতুন সমাজ চেয়েছিলাম। কেননা, পুরোনো রাষ্ট্র ও সমাজ ছিল মুক্তির প্রতিপক্ষ। রাষ্ট্র ভাঙল। আমরা নতুন রাষ্ট্র পেলাম। কিন্তু দেখা গেল, সে-রাষ্ট্র নামে যতটা নতুন, কাজে ততটা নয়। কারণ ব্যবস্থার তো বদল হলো না। জনগণের কাঙ্ক্ষিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো না। সমাজ বদলায়নি, রাষ্ট্রও বদলায়নি। মাঝখানে যা হয়েছে তা হলো, সমাজ ও রাষ্ট্র বদলানোর অঙ্গীকারবদ্ধ প্রত্যয়- যে আন্দোলন, সেটা স্তব্ধ হয়ে গেল। একদা যে নদী বহমান ছিল তাতে যেন এখন স্রোত নেই। এ রকম যে শুধু আমাদের দেশেই ঘটেছে, তা নয়। আরও কোনো কোনো দেশে এমনটাই দেখা গেছে।

আবারও ফিরে আসি সেই ঐক্যের প্রসঙ্গে। মূল সমস্যাটি অবশ্যই ঐক্যের। ঐক্য না হলে শক্তি আসবে না। আর ঐক্য না থাকার সাদামাটা অর্থটা হচ্ছে অনৈক্য থাকা। অর্থাৎ সংঘর্ষমুখর হওয়া। সংঘর্ষের এই মুখরতায় আমরা এখন বিপন্ন। কিন্তু ঐক্য আসবে কীভাবে? মুখের কথায় যে আসবে না, সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। আসবে আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। আর আন্দোলন কিছুতেই এগোবে না যদি তা শত্রুকে সঠিকভাবে চিহ্নিত না করে। শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন চাই, যে আন্দোলন রাষ্ট্রের চরিত্রে পরিণত আনবে এবং সমাজে বৈপ্লবিক রূপান্তরের পক্ষটা পরিষ্কার করে দেবে। ওই আন্দোলনই তো আসল আন্দোলন; অন্য আন্দোলন হবে হয় ক্ষণস্থায়ী, নয়তো সীমিত প্রকৃতির; যাতে না আসবে ঐক্য, না আমরা এগোতে পারব মুক্তির অভিমুখে। ঐক্য গড়ে উঠলে অনিয়ম-দুর্নীতি সবই পরাস্ত হবে। বাড়বে সৃজনশীলতা, কাটবে হতাশা। ওই পথে না এগোলে আমাদের অসন্তোষ ও ক্ষোভ অন্য কিছুই করবে না। পারবে না করতে; দলিত ও দমিত করা ভিন্ন। আমরা স্রোতের মতো প্রবহমান থাকব, বালুকণার মতো বিচ্ছিন্ন না হয়ে যদি অগ্রসরমান ঐক্য গড়ে তুলতে পারি সমষ্টিগত মুক্তির লক্ষ্যে; যা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফল এনে দিতে পারে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ট্রাম্পের "পাবলিক চার্চ" বন্ধ করে দিয়েছেনঃ

বাইডেন প্রশাসন গত ১১ মার্চ বৃহস্পতিবার ট্রাম্প যুগের 'পাবলিক চার্চ' আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছেন। ডজন খানে জিওপি স্টেটের গভর্ণর 'পাবলিক চার্চ' বলবত রাখার জন্য হৈ চৈ করা সত্ত্বেও তার কার্যকারিতা রহিত করে দিয়েছেন। পাবলিক চার্জের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে রেসিডেন্সি লাভের জন্য দরিদ্র ইমিগ্র্যান্টদের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। পাবলিক চার্জের বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য প্রেসিডেন্ট গত ২ ফেব্রুয়ারী হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টকে পর্যালোচনা করার নির্দেশ দিয়ে একটি নির্বাহী আদেশ জারী করেন।

২০১৯ সালের আগস্ট মাসের পর ইউএসসিআইএস আর পাবলিক চার্চের চূড়ান্ত রুল প্রয়োগ করেনি। অর্থাৎ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের আবেদনকারীরা কর্ম আই-৯৪৪, স্বনির্ভরতার অথবা এই ফর্মে অন্য কোন প্রমানের জন্য কর্ম আই -৪৮৫ এর দরকার হবে না।

পাবলিক চার্জ কি?

পাবলিক চার্জ হচ্ছে অগ্রহণযোগ্যতার শর্ত। পাবলিক চার্জে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রিনকার্ড আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে। যদি ইমিগ্রেশন প্রত্যাখান অফিসার মনে করে কেউ যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে সরকারী সুবিধার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, তবে তিনি আবেদনকারীর আবেদন অস্বীকার করতে পারবেন। এটি হচ্ছে পাবলিক চার্জ।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পাবলিক চার্জ রুল

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ২০১৯ সালে যে পাবলিক চার্জ রুল প্রবর্তন করেন, সেটাকেই বলা হতো ট্রাম্পের পাবলিক চার্জ রুল। ট্রাম্প প্রবর্তিত পাবলিক চার্জের ফলে ইউএসএর সম্ভাব্য ইমিগ্র্যান্টরা কঠোর আর্থিক শর্তের মুখোমুখি হয়। এই রুল ইউএসসিআইসকে যারা সরকারী সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভরশীল হতে পারে তাদের গ্রিনকার্ড অথবা ভিসা দিতে অস্বীকার করার নির্দেশ দেয়া হয়। ট্রাম্পের এই নীতি বিভিন্ন আদালতে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং যো বাইনে হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করেন তখনও অনেক মামলা ঝুলছিলো। বাইডেনের প্রতিশ্রুতি ছিলো তিনি নির্বাচিত হলে এই রুল বন্ধ করে দেবেন এবং গত সপ্তাহে তিনি সেটাই করেছেন। আদালত আর ট্রাম্পের নির্মম রুলের মামলা গ্রহণ করবেন না।

এই আদেশের সাথে আবেদনকারীর সম্পর্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ভেতের অবস্থান করে কেউ যদি মার্চ মাসের ৯ তারিখের পর গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করেন তবে তাকে আর আই-৯৪৪ ফর্ম (স্বনির্ভরতা ঘোষণা) যুক্ত করতে হবে না। যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে আবেদন করবেন তাদের জন্য ডিএস-৫৪৪০ ফর্ম (পাবলিক চার্জ কোশ্চেনিয়ার) প্রযোজ্য হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থেকে যারা স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে আবেদন করবেন তাদের নিচের কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবেঃ

অতি সাম্প্রতিক ট্যাক্স এর ট্রান্সক্রিপ্স,
পরিবারের সদস্যদের আইডি, স্পন্সরকে অন্যান্য ফর্মসমূহ পূলন করতে হবে,
আবেদনকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অতি সাম্প্রতিক ট্যাক্স ট্রান্সক্রিপ্ট
আবেদনকারী এবং পরিবারের সদস্যদের বাড়তি (এডিশনাল) আয়ের প্রমাণ,
আবেদনকারী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সম্পদ, ঋণ এবং দায়,
যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেডিট রিপোর্ট এবং স্কোর,
হেলথ ইন্স্যুরেন্টের প্রমাণ,



শিক্ষা ডিপ্লোমা/ ট্রান্সক্রিপ্ট এবং পেশার সার্টিফিকেরট/লাইসেন্স,
ইংরেজি বলার দক্ষতার প্রমাণ
অতিরিক্ত ভাষা দক্ষতার প্রমাণ।

যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে আবেদন করবেন তাদের জন্যঃ

সম্প্রতি যারা আবেদন করবেন তাদের আবেদনের সঙ্গে ডিএস-৫৫৪০ ফর্ম দাখিল করতে হবে না।

যদি কেউ ইতোমধ্যেই ফর্ম আই-৯৪৪ ফাইল করে থাকেন?

ইউএসসিআইএস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যদি গ্রিনকার্ডের জন্য ইতোমধ্যেই কেউ ফর্ম আই-৯৪৪ যুক্ত করে থাকেন তবে তাদের আবেদন পর্যালোচনা কালে ফর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য তারা বিবেচনা করবে না।

আমাদের জরুরী পরামর্শ হচ্ছে, যদি কেউ ৯ মার্চ অথবা তারপর পাবলিক চার্চে প্রযোজ্য কোন তথ্য প্রমাণের অনুরোধ পান তবে তিনি সে ব্যাপারে কোন ইমিগ্রেশন এটর্নীও সঙ্গে পরামর্শ করবেন। কাউকে পাবলিক চার্জ সম্পর্কিত কোন কিছু জবাব দেবার না থাকলেও অন্য কারণে আরএই-র উত্তর দিতে হবে। সময়মত কোন আবেদনকারী জবাব দিতে ব্যর্থ হলে তার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাবে।

নিউইয়র্ক থেকে কে চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আর একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে আমি আমার স্ত্রী সন্তানের জন্যে আবেদন করায় তারা গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছে।

বাংলাদেশে আমার মায়ের মৃত্যুর পর আমার বাবা খুব একাকী হয়ে গেছেন। তার জন্যে সব সময় আমরা খুব উদ্বিগ্ন থাকি। এখন আমি একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে বাবার জন্যে আবেদন করতে চাই। আমার স্ত্রী সন্তানের জন্যে আবেদন করার পরে আবার আমি কি আমার বাবার জন্যে আবেদন করতে পারব কিনা?

এই প্রশ্নটি জানতে চাওয়ার কারণ হচ্ছে আমার উপার্জন অনেক কম। আর আমার বাবার জন্ম তারিখ জানা নেই। ইমিগ্রেশনে তার জন্মসাল ১৯৪০ সাল দেয়া হয়েছে। কারণ কোন বার্থ সার্টিফিকেটর নাই। তার জন্যে আবেদন করতে হলে কোন কোন তথ্যপত্র দরকার?

কে চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রাথমিক ধারণা পাবার জন্যে আমাদের জানা দরকার একজন ইউএস সিটিজেন কাদের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)
সন্তান,
মা-বাবা এবং
ভাই বোন।

একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মা-বাবা এবং অনুর্ধ ২১ বছরের অবিবাহিত সন্তানেরা সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। সাক্ষাত আত্মীয়দের কোন অপেক্ষার নিয়ম নেই। শুধুমাত্র তথ্যপত্রের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে যতটা সময় লাগে ঠিক ততোটা সময়ই তাদের অপেক্ষা করতে হয়।

আপনি একজন ইউএস এর সিটিজেন। নিয়ম অনুযায়ী আপনি আপনার বাবার জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনার বাবা আপনার সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে বিবেচতি হবেন। আপনার বাবার জন্য আবেদন করতে লাগেব

ফর্ম আই-১৩০, জি-২৮
পিটিশনারের ইউএস সিটিজেনশীপের সার্টিফিকেটের কপি,
বার্থ সার্টিফিকেটের কপি,
যথাযথ ইমিগ্রেশন ফিস

 # বেনিফিশিয়ারীর জন্যে যারা লাগবেঃ

বার্থ সার্ফিফিকেটের কপি,
ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি
সন্তান থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেটের কপি,
পাসপোর্টের কপি।

 # আই-১৩০ গৃহীত হলে যা যা লাগবে

কারেন্ট জব লেটার
ব্যাংক স্টেপমেন্ট,
ট্যাক্সস রিটার্ন

আপনি আপনার বাবার জন্ম তারিখের সমস্যার ব্যাপারে লিখেছেন। তার যেটা জন্মাতারিখ সেটাই উল্লেখ করবেন। প্রয়োজনে এখনই তার জন্ম তারিখ সংশোধন করতে পারেন। ভুল তথ্য বা তথ্যগোপন করা অপরাধ।

আপনি আপনার উপার্জনের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন সাম্প্রতিক বছরের প্রোপার্টি গাইড লাইন অনুযায়ী উপার্জন থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনে একজন জয়েন্ট স্পন্সরের ব্যবস্থা করতে পারেন। যৌথ বা যুগ্ম স্পন্সরকারী আপনার সাথে একইভাবে স্পন্সর করবেন। এই ব্যাপারে প্রয়োজনে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর হতে পারেন। এটর্নি সময় এবং প্রয়োজন অনুসারে আপনার জন্যে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

‘আমেরিকান প্রত্যাবর্তন’ কতটা সম্ভব?



মাসুম খলিলী

আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ১০০ দিনের হানিমুনকাল ফুরিয়ে আসছে। বাইডেনের ক্ষমতা গ্রহণের আগে ও পরে তার প্রশাসনের সম্ভাব্য নীতি ও পদক্ষেপ নিয়ে দেশটির ভেতরে বাইরে বিপুল আলোচনা ছিল। গত ফেব্রুয়ারীতে পরিচালিত নিউ পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপ অনুসারে, বিদেশনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ আমেরিকান বাইডেনের ওপর আস্থা রেখেছেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম বছরে দায়িত্ব পালনকালে তার পক্ষে এই সমর্থন ছিল ৪৬ শতাংশ।

গত ৩ মার্চ বাইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকেন নতুন আমেরিকান প্রশাসনের বৈদেশিকনীতি পদক্ষেপ কী হবে তার সারমর্ম তুলে ধরেছেন। জো বাইডেন ’৮০ বা ’৯০ এর দশকের আমেরিকাকে ফিরিয়ে আনার যে কথা বলে আসছিলেন, তার ধারণাগত রূপরেখা তুলে ধরেছেন ব্লিংকেন। বাইডেনের নেতৃত্ব আমেরিকায় ট্রাম্পের মতো আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। ৫ মেয়াদে ৩০ বছর তিনি ছিলেন সিনেটের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ওবামা প্রশাসনের ৮ বছরের শাসনকালে অতিসক্রিয় ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন জো বাইডেন। আমেরিকান ডিপ স্টেট বা ক্ষমতা বলয়ের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এক ব্যক্তি মনে করা হয় তাকে।

এসব কারণে এবারের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে ক্ষমতা গ্রহণ পর্যন্ত প্রতিটা চ্যালেঞ্জ বাইডেনকে জয় করতে দেখা গেছে ঠান্ডা মাথায়। বাইডেনের পররাষ্ট্র কৌশলেও এর প্রভাব থাকবে বলে ধারণা করা হয়। তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে ও প্রাথমিক কার্যক্রমে এক ধরনের গভীরতা এবং আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি ডকট্রিন বা মতবাদের প্রকাশ লক্ষ করা যাচ্ছে বলে মনে হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন তার বক্তব্যে বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে আটটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন। সবশেষে রাষ্ট্রভিত্তিক চ্যালেঞ্জগুলোও তিনি উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে ইরান, রাশিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইথিওপিয়া ও ইরাকের পাশাপাশি উল্লেখ রয়েছে চীনের। বলা হয়েছে, আমেরিকার কাঙ্খিত বিশ্বব্যবস্থার সামনে চীন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এটিও বলা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন হবে সে ক্ষেত্রে চীনের সাথে আমেরিকার হবে প্রতিযোগিতা, যেখানে সুযোগ থাকবে সেখানে হবে সহযোগিতা আর যেখানে অনিবার্য হয়ে উঠবে, সেখানে হবে সংঘাত। এই নীতিনির্ধারণী বক্তব্যে কোনো একক দেশের সাথে সম্পর্ক নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোকপাত করা হয়েছে চীনকে ঘিরে।

আমেরিকার পররাষ্ট্র সম্পর্কের রূপরেখার উল্লেখযোগ্য দিক হলো, আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার দিকে যাবে যুক্তরাষ্ট্র। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ঐতিহ্যগত মিত্রদের সাথে মিলিতভাবে কাজ করবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্লিংকেন বাইডেনের যে আটটি বিদেশনীতি অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে, কোভিড-১৯ মহামারী বিস্তারের ইতি ঘটানো, দেশে ও বিদেশে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করা; গণতন্ত্রকে পুনঃজাগরিত করা; অভিবাসন ব্যবস্থায় সংস্কার আনা; জোটগুলোকে পুনর্গঠন করা; জলবায়ু পরিবর্তনকে মোকাবেলা করা; প্রযুক্তিতে মার্কিন নেতৃত্বের সুরক্ষা বিধান করা; আর চীনকে মোকাবেলা করা।



ব্লিংকেন ‘ব্যয়বহুল সামরিক হস্তক্ষেপ’ এড়াতে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের ওপর একটি নতুন অধ্যায় তৈরির প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছেন। ব্লিংকেন বারবার রাষ্ট্রপতি বাইডেনের বৈদেশিক নীতিকে দেশীয় নীতির সাথে যুক্ত করার ইচ্ছার ওপর জোর দিয়েছেন। বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই সব আমেরিকান টিকা দেয়ার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী টিকা দেয়ার প্রচেষ্টায় অর্থায়নের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

ব্লিংকেন তার বক্তব্যের শেষ অংশে বেইজিংকে মোকাবেলা করার কথা বলে উল্লেখ করেন যে, চীন এই শতাব্দীর আমেরিকান ‘বৃহত্তম ভূ-রাজনৈতিক পরীক্ষা’। তিনি চীনকে ‘স্থিতিশীল এবং উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে চ্যালেঞ্জ করার জন্য অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক ও প্রযুক্তিগত শক্তিসম্পন্ন একমাত্র দেশ’ বলে অভিহিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র ব্লিংকেনের একই সুরে চীনকে বর্ণনা করে ‘অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলগত গাইডেন্স’ প্রকাশ করেছে। তবে ব্লিংকেনের বক্তব্য বা অন্তর্বর্তীকালীন গাইডেন্স রিপোর্টে চীন সম্পর্কে একবারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি করা হয়নি।

বাইডেন প্রশাসন চীনকে সংজ্ঞায়িত করতে যে পদ ব্যবহার করেছে সেটি চীনা নীতির বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের চিন্তাধারার উত্তরাধিকার বলে মনে হতে পারে। তবে নতুন প্রশাসন চীনকে মোকাবেলা করার জন্য সম্ভাব্য সব উপায় অবলম্বন করবে বলে মনে হয় না। নতুন প্রশাসন তার পূর্বসূরির থেকে আলাদা কোন ক্ষেত্রে, সেটি ‘শর্তসাপেক্ষে চীনের সাথে সহযোগিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ এবং প্রকাশ্যে চীনের সাথে সর্বাত্মক, দ্বন্দ্বে জড়ানোর ব্যাপারে অনীহা’ থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

চীনের সরকারি মুখপাত্র গ্লোবাল টাইমসের মতে, ট্রাম্প প্রশাসন চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী ও অহঙ্কারী ছিল এবং চীনের সাথে তার যোগাযোগের উপায় ছিল চীনকে যতটা সম্ভব ব্ল্যাকমেইল করা। বাইডেন প্রশাসন স্পষ্টতই বুঝতে পারছে যে ট্রাম্পের পথটি কার্যকর হয়নি। তারা চীনের সাথে একটি সিস্টেমেটিক খেলায় জড়িত হওয়ার চেষ্টা করতে চলেছে যাতে মিত্রদের ওপর আরো নির্ভর করে চীনকে লক্ষ করে আন্তর্জাতিক মেরুকরণ শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা থাকতে পারে।

চীনের প্রতি এ পদ্ধতি তিনটি বার্তা প্রকাশ করে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি পরিবর্তনের পরে, ওয়াশিংটন চীন-মার্কিন সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার জন্য তার অভ্যন্তরীণ একত্রকরণ সম্পন্ন করেছে। চীনকে একটি ‘কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী’ হিসেবে দেখার ব্যাপারে তাদের অবস্থানকে একীভূত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাইডেন প্রশাসন বুঝতে পেরেছে যে, চীনকে পরাস্ত করা বাস্তবসম্মত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের চীনকে মোকাবেলা করার জন্য এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, যাতে দীর্ঘমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র চীনের বিরুদ্ধে তার সুবিধা বজায় রাখতে পারে। তৃতীয়ত, বর্তমান সরকার তার জোট পদ্ধতি শক্তিশালীকরণসহ আমেরিকান শক্তি অক্ষ তৈরির বিষয়ে আরো বেশি জোর দিচ্ছে।

এ কথা ঠিক, আলোচনার মাধ্যমে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনা উপশমের জন্য জায়গা খুব সঙ্কীর্ণ বলে মনে হচ্ছে, তবে দুই দেশের মধ্যে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র একটি দীর্ঘমেয়াদি খেলায় জড়িত হবে, যেখানে সব ডোমেইনের ওপর চাপ দেয়া হবে। যে পক্ষ শক্তি গঠনের ক্ষেত্রে আরো বেশি অর্জন করবে, সে পক্ষ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ভবিষ্যতের প্রবণতাকে প্রভাবিত করতে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়াবে।

বাইডেন প্রশাসন কার্যত তার পূর্বসূরির অবিচ্ছিন্নভাবে ‘চীনকে চূর্ণ’ করার প্রয়াসকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে এবং চীনকে চাপ দেয়ার বিষয়ে তার কৌশলটি পুনর্গঠন করেছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের চালু করা বাণিজ্য যুদ্ধের চাপকে সহ্য করা এবং নিজস্ব শক্তি বাড়ানোর চীনা প্রচেষ্টা থেকে এসে থাকতে পারে। জাতীয় শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে চীনের সম্প্রসারণ অনুধাবন করে এবং চীনকে মোকাবেলায় মিত্রদের শক্তিশালী করার ওয়াশিংটনের পরিকল্পনাকে হতাশ করে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুন রাউন্ড সংজ্ঞায়িত করার জন্য বেইজিং নতুন কৌশল নিতে পারে।

আমেরিকান নতুন প্রশাসনের মহা উচ্চাভিলাষ এবং বড় বড় আলোচনা সত্ত্বেও, এই ধরনের লক্ষ্য অর্জনের বিষয় কোনোভাবেই নিশ্চিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করার পদ্ধতিটি পুরনো এবং বর্তমানে এ ক্ষেত্রে কোনো ইতিবাচক গতি তৈরি করা কঠিন। আমেরিকান মিত্রদের দিয়ে চীনকে মোকাবেলা করার মতো অবস্থানে ওয়াশিংটন কতটা রয়েছে তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতো চীনকে শক্তিশালীভাবে মোকাবেলা করার প্রয়োজন অনুভব তার মিত্রদের ততটা করছে বলে মনে হয় না।

ভারত ছিল এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান কৌশলগত মিত্র। প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিরাপত্তা জোট ‘কোয়াড’ গঠনের মাধ্যমে চীনের চার পাশে বেইজিংকে নিয়ন্ত্রণ করার এক আমেরিকান উদ্যোগ ছিল এটি। দিল্লি এখন কোয়াডের চেয়েও পুরনো ব্রিকসের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে বলে মনে হয়। ভারত ২০২১ সালে ‘ব্রিকস’ সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ হচ্ছে। আর ব্রিকস ২০২১ শীর্ষ সম্মেলনের হোস্টিংয়ে ভারতকে সমর্থন জানিয়েছে চীন। এর মাধ্যমে সঙ্গতভাবে ভারতের সাথে চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা আর ব্রাজিলের সম্পর্ক গতি লাভ করবে; ব্রিকস ব্যাংক হিসেবে পরিচিত ‘নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক’ ও ‘এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক’-এর সাথে দিল্লির সম্পৃক্ততা বাড়বে।

চীন জানিয়েছে যে, তারা ব্রিকসের উদীয়মান অর্থনীতির পাঁচ সদস্যের গ্রুপের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করতে নয়াদিল্লির সাথে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারত ২০২১ সালের জন্য ব্রিকসের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলার সময় চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিন বলেছেন, ‘আমরা এই বছরের বৈঠকে ভারতের ব্রিকস সম্মেলনের স্বাগতিক হওয়াকে সমর্থন করি এবং সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংলাপ জোরদার করতে আর ব্রিকসের অধীনে সহযোগিতার সম্প্রসারণ ও এর মাধ্যমে বৃহত্তর অগ্রগতির জন্য কাজ করব। এর সাথে সাথে চীন অন্য সদস্যদের সাথেও কাজ করবে যা কোভিড-১৯ কে পরাস্ত করতে বিশ্বকে সহায়তা করবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পুনরায় চালু করতে সহায়ক হবে এবং বৈশ্বিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে।’

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত মিত্র দেশ হলো, ইসরাইল, সৌদি আরব ও তুরস্ক। ইরান ইস্যুকে কেন্দ্র করে সব মিত্রের সাথে এক ধরনের অবিশ্বস্ততা তৈরি হয়েছে ওয়াশিংটনের। ন্যাটোমিত্র হওয়া সত্ত্বেও আঙ্কারার প্রবল সন্দেহ হলো কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী পিকেকেকে দিয়ে তুরস্কের ভৌগোলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে চাইছে ওয়াশিংটন। ২০১৬ সালের এরদোগানের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধন ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়। এ সময় বাইডেন ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। আর আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় তুরস্কে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসন পরিবর্তনে সচেষ্ট হবেন বলে উল্লেখ করেছিলেন বাইডেন। এখন পর্যন্ত এরদোগানের সাথে ফোনালাপ করেননি বাইডেন। বলা হচ্ছে, এর মাধ্যমে নীরব বার্তা দিতে চাইছেন তিনি।

সব কিছু মিলিয়ে তুরস্ক-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে এক ধরনের অবিশ্বাসের ছায়া রয়েছে। একই অবস্থা মার্কিন-সৌদি সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। মোহাম্মদ বিন সালমানকে পরোক্ষভাবে খাশোগি হত্যার জন্য দায়ী করে গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রকাশ এবং ইয়েমেনের আনসারুল্লাহকে ‘সন্ত্রাসী’ তালিকা থেকে বাদ দেয়ার উদ্যোগ আর ইরানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক চুক্তিতে ফিরে আসার কথাবার্তা সৌদি আরব-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে অনিশ্চিত করে তুলেছে।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সাথে বাইডেনের সম্পর্ক খুব একটা ভালো নয়। ইসরাইলের নির্বাচনে আবার নেতানিয়াহু সরকার গঠন করলে নতুন করে টানাপড়েন দেখা দিতে পারে। সব মিলিয়ে যেসব পরিকল্পনার কথা ব্লিংকেন বলছেন, তার গতি কত দূর কোনমুখী হয়ে দাঁড়ায়, মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে তার কোনো

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

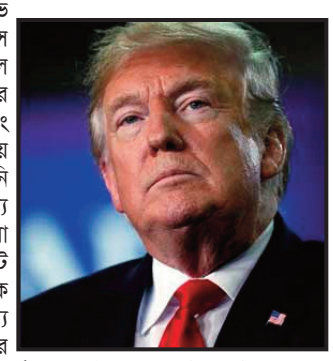
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

ট্রাম্পের ফিরে আসা অথবা না আসা

অনলাইন থেকে: কোনো সন্দেহ নেই যুক্তরাষ্ট্রে রিপাবলিকান পার্টি ক্ষমতার দ্বারা দূষিত হয়েছে। দলটির নেতৃত্ব ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তাঁর অপকর্ম এবং অপ-আচরণের জন্য কিছু বলেনি; তাঁর ধূর্ত রাজনীতি, তাঁর নিষ্ঠুরতা, তাঁর মিথ্যাচার এবং তাঁর কন্সপিরেসি থিওরির জন্যও কিছু বলেনি তারা। যতক্ষণ না সিনেট রিপাবলিকানরা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিশংসনযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে অস্বীকার করেন ততক্ষণ ভোটারদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। সিনেট রিপাবলিকানদের নেতা মিজ ম্যাককনেল হয়তো ক্ষমতার কাছে সত্য উচ্চারণ করবেন। রিপাবলিকান পার্টির মূল বিশ্বাস নিয়ে কোনো সাংঘর্ষিক দ্বন্দ্ব ছিল কি না অথবা রিপাবলিকানরা এর জন্য লড়ার সাহস ও মনোবল ধারণ করে কি না–প্রশ্নটি তখনো এমন ছিল না।

ট্রাম্প বললেন, মিজ ম্যাককনেল এবং অন্য রিপাবলিকান আইন প্রণেতাদের তাঁদের আনুগত্যহীনতার জন্য যা প্রাপ্য তা দেওয়া হবে। কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল অ্যাকশন কনফারেন্সে দেওয়া ভাষণে ট্রাম্প ২০২৪ সালে আবার প্রেসিডেন্ট পদে লড়ার ব্যাপারে ছলনামূলক কথা বলেন এবং বাইডেনের হোয়াইট হাউস নিয়ে আক্রমণাত্মক কথা বলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সাঁড়াশি হামলা নিজ পক্ষের জন্য (পার্টির জন্য) সংরক্ষিত রাখেন, যাঁরা তাঁকে অভিশংসিত করার পক্ষে ভোট দিয়েছেন এবং যাঁরা লোকজনকে জানুয়ারীতে ক্যাপিটলে হামলার জন্য উসকানি দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর সমালোচনা করেন, তাঁদের নামমাত্র টার্গেট করেন ট্রাম্প। ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর পার্টির ভিত্তিকে র‍্যাডিক্যালাইজ করে



ফেলেছেন বিপজ্জনক মাত্রায়; এটা তিনি করেছেন তাদের বিশ্ব সম্পর্কে ধারণাকে সীমিত করে এবং বিকৃত করে। তাদের (রিপাবলিকানদের) চিন্তন কাঠামো এবং ভ্যালু সিস্টেমও বদলে দিয়েছেন তিনি। আসন্ন এক লেখায় ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, সান দিয়েগোর অধ্যাপক গ্যারি জেকবসন বলেছেন, রিপাবলিকান রাজনীতিকরা সাবেক প্রেসিডেন্টের বক্তব্যকে নিজেদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার কাজে লাগিয়েছেন, পার্টির সামষ্টিক স্বার্থকে তাঁরা বিবেচনায় নেননি।

জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে, ট্রাম্পকে একজন ভোট লসার বলা যায়। এ প্রশ্ন ওঠার সুযোগই নেই যে রিপাবলিকানরা তাঁকে ছাড়া আরো ভালো অবস্থায় থাকবে। জনমত জরিপে দেখা গেছে, বেশির ভাগ আমেরিকান নাগরিক চায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হোন এবং ভবিষ্যতে তিনি প্রেসিডেন্টের দপ্তরে আসীন হওয়ার মতো কোনো নির্বাচনী সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হোন অর্থাৎ এসব ব্যাপারে তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হোক। কিন্তু পার্টি র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইলে তাঁর খুবই দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, ৭৯ শতাংশ রিপাবলিকান ট্রাম্পকে বেশ ভালো চোখেই দেখে; দুই-তৃতীয়াংশ তাঁর অপ্রমাণিত বক্তব্যের সঙ্গে একমত যে জো বাইডেনের নির্বাচিত হওয়া আইনসিদ্ধ নয়; একটা বড় অংশ মনে করে যে ট্র্যাডিশনাল আমেরিকান ওয়ে অব লাইফের পতন থামিয়ে রাখার একটা উপায় হিসেবে ফোর্সের ব্যবহার সমর্থনযোগ্য। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 'কানন' কন্সপিরেসি থিওরির ব্যাপারে সহানুভূতি প্রকাশ করেছে; কানন থিওরিতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, ট্রাম্প গ্লোবাল চাইল্ড সেক্স-ট্রাফিকিং রিংয়ের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্ভবত যুদ্ধ-পরবর্তী যেকোনো আমেরিকান নেতার চেয়ে দক্ষিণপন্থী নিউজ মিডিয়ার সহায়তা পেয়েছেন সবেচেয়ে বেশি। তারা স্বাভাবিকের চেয়ে বানোয়াট খবরের ব্যবসা বেশি করে, এটা তারা করে–কারণ তারা সত্যকে স্বাগত জানাতে চায় না। এ ধরনের নর্মস অর্থাৎ সত্য কথনে আস্থা রাখা ছাড়া শাসন পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। ট্রাম্পের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীরা দ্বারে দ্বারে গিয়ে চেষ্টা করবে ভীতি ও বেদনার জনপ্রিয় ধারা বিবরণী দিতে, এর লক্ষ্য প্রধানত হোয়াইট ইভাঞ্জেলিকেল বেইসে সমর্থন সংহত করতে। সাদা চোখে দেখলে, তারা চরম দক্ষিণপন্থী একটি পার্টি গঠন করছে।

রিপাবলিকান নেতৃত্ব দশকের পর দশক ধরে একটি দানবীয় রাজনীতিকে শ্রদ্ধাভাজনতার একটি মনোহর আবরণে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু ট্রাম্প হচ্ছেন এমন এক 'দানব', যাঁকে তারা ধারণ করতে পারে না। কোনো সন্দেহ নেই, কিছু লোক ভাবে যে টুইটার মেগাফোন ছাড়া এবং মামলা-মোকদ্দমার মুখোমুখি হয়ে তিনি হাল ছেড়ে দেবেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি যা বোঝালেন সেটা হলো একটা অসম্ভব বিষয়, যাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ।

রিপাবলিকানরা হয়তো তাদের হুঁশে ফিরবে। আমেরিকান জনমিতি ইঙ্গিত করে যে অধিকতর তরুণ ও ডাইভার্স পপুলেশনের দিকে, অথচ ট্রাম্পিজম গোটা ইলেক্টরেটের ক্ষীয়মাণ একটি অংশের দিকে মুখ করে আছে। রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের অপপ্রয়াস এবং ভোটার সাপ্রেশন নির্বাচনে জেতার দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নয়; ট্রাম্পের লক্ষ্য হচ্ছে রিপাবলিকান পার্টির ভেতরে একটি শক্তিতে পরিণত হওয়া।

রিপাবলিকানদের ২০২২ সালে হাউস ও সিনেট পুনর্দখল করার ভালো চান্স রয়েছে। এই দুই বছরের মধ্যে ব্যর্থ হলে ট্রাম্পের বিদ্রোহের অবসান ঘটতে পারে। আর বিজয় হলে রিপাবলিকান পার্টির পুনর্জন্ম ঘটতে পারে। যা হোক, রিপাবলিকান নেতৃত্ব রেসপন্স করছে, তারা বিষয়াদি স্পষ্ট করছে–এর যে প্রভাব পড়বে তা শুধু আমেরিকার জন্য নয়, বরং বাকি বিশ্বের জন্যও পড়বে।

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান ইউকে অনলাইন
ভাষান্তর: সাইফুর রহমান তারিক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.
917-282-9256
Moin Choudhury, Esq
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.





নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

হাবিব ও আলমগীর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সম্পাদক

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান এবং সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম ব্যক্তিগত জরুরী কাজে বাংলাদেশ গমন করেছেন। তাদের অনুপস্থিতিতে সংগঠনের সহ সভাপতি হাবিব রহমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর সরকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। উল্লেখ্য, প্রেসক্লাবের সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান এবং সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম ১২ মার্চ থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। এই সময় জনাব হাবিব রহমান ও আলমগীর সরকার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

রাজপরিবারের অজানা তথ্য

আত্মহত্যাও করতে চেয়েছিলেন মেগান বর্ণবাদী নিগ্রহের অভিযোগ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ব্রিটিশ রাজপরিবার সম্পদশালী ও আভিজাত্যে মোড়া। সেই আভিজাত্যে কালোর কোনও জায়গা নেই। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে রাজপরিবারের পুত্রবধূ মেগান মার্কেল চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'আমার গায়ের রং কালো। সেক্ষেত্রে আমার সন্তান হলে তাদের গায়ের রং কতটা কালো হবে তা নিয়ে দিনরাত আলোচনা চলত রাজপ্রাসাদে।' মেগান জানিয়েছে প্রিন্স হ্যারিকে বিয়ে করার পর ব্রিটিশ রাজ-পরিবারে এতটা বর্ণবাদী নিগ্রহ তাকে সইতে হয়েছে যে তিনি আত্মহত্যার খুব কাছে চলে গিয়েছিলেন। বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে এর আগে সরব হয়েছেন বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ব্রিটেনের রাজপরিবারের অন্দরমহলেও গায়ের রং নিয়ে এই বাছবিচারে অবাক গোটা বিশ্ব। মেগানের এই সাক্ষাৎকারের পর উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। মেগানের দাবি, তিনি তখন গর্ভবতী। সেই সময় তার স্বামী তথা ব্রিটিশ প্রিন্স হ্যারিকে ডেকে বলা হয়েছিল, যদি তাদের ছেলের গায়ের রং কালো হয়, তাহলে তাকে রাজকুমার বলে মেনে নেয়া হবে না। রাজপরিবারের বড় ঘরে এই নিম্নস্তরের আলোচনার কারণে মাঝে মাঝে আত্মহত্যার কথাও মনে হত বলে বিস্ফোরক মন্তব্য ডাচেস অব সাসেক্স মেগানের।

আমেরিকান জনপ্রিয় উপস্থাপক অপরাহ উইনফ্রেকে দেওয়া দুই ঘন্টার এক সাক্ষাৎকারের বিস্ফোরক অনেক তথ্যই দিলেন মেগান ও হ্যারি। রোববার রাতে তার ওই সাক্ষাৎকার যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএস চ্যানেলে প্রচারিত হয়। যুক্তরাজ্যের আইটিভিতে সাক্ষাৎকারটি দেখানো হয় সোমবার রাত নটায়। গার্ডিয়ান সাক্ষাৎকারের আদ্যোপান্ত লিখেছে।

ব্রিটিশ রাজপরিবারের জৌলুশপূর্ণ জীবনে থেকেও ভালো ছিলেন না প্রিন্স হ্যারির স্ত্রী ও সাবেক আমেরিকান অভিনেত্রী মেগান মার্কেল। বলেছেন, পরিবারের মধ্য থেকেও তিনি এত বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন যে একটা সময় বেঁচে থাকার ইচ্ছাই হারিয়ে ফেলেন। ভাবছিলেন আত্মহত্যা করবেন।

অপরাহ্ উইনফ্রেকে দেয়া বিশেষ এক সাক্ষাৎকারে কয়েক শ বছরের পুরোনো ব্রিটিশ রাজপরিবার সম্পর্কে অনেক অজানা ও অপ্রিয় কথা বলেছেন হ্যারি ও মেগান দম্পতি। ৭ মার্চ (রোববার) যুক্তরাষ্ট্রে সিবিএস টিভিতে সাক্ষাৎকারটি প্রচার করা হয়। 'অপরাহ্ উইথ মেগান অ্যান্ড হ্যারি: এ সিবিএস প্রাইমটাইম স্পেশাল' শিরোনামের বিশেষ টিভি শোটি যুক্তরাজ্যের আইটিভিতেও স্থানীয় সময় সোমবার রাতে প্রচার করা হয়।

রাজপরিবারের দায়িত্ব ছাড়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করার পর থেকে এ পর্যন্ত এটিই মেগানের দেয়া প্রথম সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারে হ্যারিও প্রাসাদ জীবনে নিজের অনেক অপ্রিয় অভিজ্ঞতা-অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন। উইনফ্রের এক প্রশ্নের জবাবে মেগান বলেন, বাকিংহাম প্যালেসের একজন শিকারে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। তার ছেলে আর্চির গায়ের রং কত কালো হতে পারে, সে অনুমান করা থেকে শুরু করে তিনি বন্ধুদের সঙ্গে কতবার মধ্যাহ্নভোজে গেছেন-সবকিছুতে নাক গলাত প্যালেস। মেগান বলেন, যখন আর্চি গর্ভে ছিল, তখন তাকে জানানো হয়, তার সন্তানকে প্রিন্স বা সিকিউরিটি উপাধিতে ভূষিত করা হবে না; যদিও এটি ছিল প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম। এটি তাকে মর্মাহত করেছিল। তারা আশা করছিলেন তাদের দ্বিতীয় সন্তান হবে মেয়ে।

উইনফ্রের সঙ্গে আলোচনায় রাজপরিবারে কাটানো জীবনের নানা জটিলতার কথা বলতে গিয়ে বারবার কান্না আটকাতে চেষ্টা করেন মেগান। বলেন, বেঁচে থাকার ইচ্ছেই চলে গিয়েছিল। জীবন অবিশ্বাস্য রকমের কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অনুভূতিগুলো ভাগ করে নিতে পারছিলেন না। মেগান বলেন, 'ওই সময় কথাগুলো প্রকাশ করতে আমি সত্যি লজ্জা পাচ্ছিলাম। বিশেষ করে হ্যারিকে বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। কেননা, আমি জানতাম, সে নিজেই এই পরিবারে কতটা ভুক্তভোগী। তবে এও জানতাম, আমি যদি না বলি, তবে তা (আত্মহত্যা) করেই ফেলব...আসলে আমি আর বেঁচে থাকতে চাইছিলাম না', বলেন মেগান।

মেগান বলেন, রাজপরিবারে থাকাকালীন তার মনে হয়েছিল, ব্রিটিশ গণমাধ্যম ও শতাব্দী প্রাচীন বাকিংহাম প্যালেসের চক্রান্তের শিকার তিনি। রাজপরিবারের সদস্যদের ভালো-মন্দ দেখার চেয়ে তাকে কেমনভাবে গ্রহণ করা হচ্ছে, সেটি নিয়েই বেশি আলোচনা চলছিল। হ্যারিকে বিয়ে করার পর রাজপরিবারে কীভাবে নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিলেন সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে আরও কিছু অভিযোগ করেন মেগান মার্কেল। যেমন: তিনি বলেন, গণমাধ্যমের খুব বেশি নজরে পড়ায় একপর্যায়ে বন্ধুদের সঙ্গে তার মধ্যাহ্নভোজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। 'অবস্থা এমন যে আমি সবখানে আছি, কিন্তু আমি কোথাও নেই', বলেন তিনি। রাজপ্রাসাদে থাকা নিজের জন্য অসহনীয় বোঝা হয়ে উঠলে মেগান বাকিংহাম প্যালেসের মানবসম্পদ বিভাগের সহায়তা চান। এ সময় তাকে বলা হয়, তিনি প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মী নন। তাই তাকে অন্য কোথাও সহায়তা চাইতে হবে।

ডাচেস অব সাসেক্স বলেন, হ্যারিকে বিয়ে করার পর রাজপরিবার নিজে থেকেই তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু বাকিংহাম প্যালেসকে যারা চালান, তাদের থেকে পরিবারটির সদস্যরা ছিলেন আলাদা রকমের। তবে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ সব সময়ই ছিলেন একজন চমৎকার, আন্তরিক ও শুভাকাঙ্খী মনের মানুষ। প্রিন্স হ্যারির বড় ভাই প্রিন্স উইলিয়ামের স্ত্রী ডাচেস অব কেমব্রিজ কেটের সঙ্গে নিজের বিরোধ নিয়ে প্রচলিত গুজব সম্পর্কেও কথা বলেন মেগান। বলেন, পোশাক নিয়ে কেটকে কাঁদিয়েছিলেন তিনি, এমন খবর সঠিক নয়। বরং সত্য হলো, তিনি নিজেই কেঁদেছিলেন। হ্যারি সাক্ষাৎকারে বলেন, মেগান মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেও রাজ-পরিবার থেকে কোনো সাহায্য পায়নি। এ নিয়ে কথাও হতো না। হ্যারি আরও বলেন, মেগানের সঙ্গে তার সম্পর্কই তাকে বাঁচিয়েছে। এ সময় মেগান তার কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, 'বরং হ্যারির সিদ্ধান্তই গোটা পরিবারকে টিকিয়েছে।' তখন হ্যারি বলেন, 'আমাদের যা করা উচিত ছিল, আমরা সেটিই করেছি।' রাজপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে হ্যারি বলেন, তিনি সব সময় তার বাবা প্রিন্স চার্লসকে ভালোবাসবেন। কিন্তু তার আচরণ তাকে 'হতাশ' করেছে। ভাই প্রিন্স উইলিয়াম সম্পর্কে হ্যারি বলেন, তিনি তাকেও ভালোবাসেন; তবে তাদের দুজনের পথচলা ভিন্ন। তিনি আরও বলেন, 'আমি তাকে ভালোবাসি, আগেও যেমনটা বলেছি। তিনি আমার ভাই এবং আমরা একসঙ্গে একই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে গেছি। আমাদের অভিজ্ঞতা একই। তবে আমরা আলাদা পথে আছি।'



সাক্ষাৎকারের একপর্যায়ে হ্যারি ও মেগান দুজনই বলেন, যদি প্যালেসের সবার সমর্থন পেতেন, তবে রাজপরিবারের সদস্য হয়েই তারা থেকে যেতে পারতেন। হ্যারি অপরাহকে জানান, মেগান ও রাজপরিবারের মধ্যে সম্পর্কের মোড় পাল্টে যায় অস্ট্রেলিয়ায় তাদের সফরে যাওয়ার পর। সেখানে সাধারণ মানুষ ও কমনওয়েলথের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মেগান যেভাবে নির্দ্বিধায় মিশে যান, তাতে রাজপরিবারের সদস্যরা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গড়ায় যে মেগানের মধ্যে মা প্রিন্সেস ডায়ানার পরিণতিই দেখতে পাচ্ছিলেন বলে জানান হ্যারি।

এক বছর আগে হ্যারি ও তার স্ত্রী মেগান রাজপরিবারের দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কারও সঙ্গে কোনো আলোচনা না করে তাদের নেয়া এ সিদ্ধান্তে তোলপাড় সৃষ্টি হয় রাজপরিবারে। ওই সিদ্ধান্তে বিস্মিত হয়েছিলেন বিশ্ববাসী। এই দম্পতি জানিয়েছিলেন, তারা স্বাবলম্বী হয়ে বাঁচতে চান। সম্প্রতি হ্যারি ও মেগান জানিয়ে দেন, তারা আর কখনো রাজদায়িত্বে ফিরছেন না। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথও ডিউক অব সাসেক্স ও ডাচেস অব সাসেক্সকে তাদের রাজকীয় উপাধি এবং রাজপরিবার থেকে পাওয়া সুযোগ-সুবিধা বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজকীয় দায়িত্ব ছাড়ার পর গত বছর হ্যারি ও মেগান যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে আসেন। এরপর থেকে এক নতুন জীবন শুরু করেছেন এই দম্পতি।

প্রসঙ্গত, মেগানের বাবা শেতাঙ্গ হলেও মা আফ্রিকান বংশোদ্ভূত। আর মায়ের গায়ের রং পেয়েছেন মেগান। ব্রিটিশ রাজপরিবার তাকে বাড়ির অন্দরমহলে স্বাদরে গ্রহণ করেছিল। হ্যারি-মেগানের বিয়ে ছিল চোখ ধাঁধানো। কিন্তু নতুন রানির গায়ের রং নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না রাজপরিবার, জানিয়েছেন মেগান। তিনি আরও বলেন, এই যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য রাজপরিবারের অন্যতম প্রবীণ এবং ক্ষমতাশালী মানুষের কাছেও গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনিও মেগানের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি।

বৃটিশ ট্যাবলয়েডগুলো-কে লক্ষ্য করে মেগান বলেন, যখন ট্যাবলয়েডগুলো তাকে লক্ষ্য করে বর্ণবাদী আঘাতগুলো করতে লাগলো, তখনও রাজপরিবারের এক সদস্য তাদের রক্ষা তো দূরে থাক, উল্টো তার সন্তান আর্চিকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে না জানিয়ে দিলো। ট্যাবলয়েডের এই আক্রমণের বিষয়ে কিছু একটা করার জন্য বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও রাজপরিবারের কেউ কর্ণপাত করেননি বলেও অভিযোগ করেন মেগান। "আমি কেন বেঁচে আছি, যেন সে কারণেই এসব হচ্ছিল"- কান্নায় ভেঙে পড়া মেগান বলেন। "আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনি। মরেই যাবো,স্পষ্টভাবে এই ভয়াবহ চিন্তাটাই ছিল সার্বক্ষণিক।"

তার মিশ্র উত্তরাধিকার বা আগে বিয়ে হয়েছিল, এসব কারণেই কী অমন পরিস্থিতি হয়েছিল কিনা- অপরাহ'র এমন প্রশ্নে মেগান বলেন, "আমি মরার কথা ভেবেছিলাম, কারণ আমাকে তারা বাধ্য করেছিল এমন করে ভাবতে।" তবে মেগান বা হ্যারি সাক্ষাৎকারে রাণী এলিজাবেথের প্রশংসা করেছেন এবং রাজপরিবারের কোনো সদস্যদের নাম ধরে অভিযোগ করেননি। বরং তারাও যে কোনো সময় ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলোর শিকারে পরিণত হতে পারেন সেই ভয়েই থাকেন, যে কোনো সময় দৈত্য-দানব বানিয়ে ফেলতে পারেন। যেমনটা মেগানের ক্ষেত্রে হয়েছে।

মেগান ও হ্যারি দু'জনই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন রাজপরিবার তাদের বিয়ের সময় কীভাবে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু যখন মেগান জনপরিসরে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে শুরু করলেন, বিশেষ করে যখন আর্চি গর্ভে এলো তার, তখন থেকেই শুরু হয়ে গেলো সমস্যা।

একটির কথা মেগান বলেন। সেটা ছিল- যখন তিনদিনের মহাধুমধামের অনুষ্ঠানমালার পর তাদের বিয়ে পড়ানো হলো, তার পরপরই একটি ট্যাবলয়েডে খবর ছাপা হলো মেগান নাকি তার ভাবী, প্রিন্স উইলিয়ামের স্ত্রী কেইট মি-ডলটন যাকে 'ডাচেস অব কেমকিব্রজ' বলা হয়, তাকে কাঁদিয়েছেন।

মেগান বলছেন, আসলে ঘটনা ছিল পুরো উল্টো। কেইটই তাকে কাঁদিয়েছিলেন। পরে তার কাছে ক্ষমা চান, তাকে ফুল উপহার দেন। মেগানকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে যা- কেইট যে তাকে কষ্ট দিয়েছিলেন সেটা না, বরং রাজপরিবারের একটা মানুষ ট্যাবলয়েডের এই মিথ্যাচার নিয়ে একটা কথা বললো না!

মেগান বলেন, তার সবচেয়ে বড় ভুল ছিল রাজপরিবার যে তাকে বলেছিল তারা তাকে সুরক্ষা দেবে সেই কথায় বিশ্বাস করা। প্রথম থেকেই তারা বলে আসছিল সে যেন তার অভিনয় পেশা চালিয়ে যেতে থাকে, কেননা তাদের পরিপোষণের জন্য কোনো অর্থ রাজপরিবারের কোষাগারে নেই। তিনি যখন প্রাসাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে গেলেন এ নিয়ে, তারা তাকে জানিয়ে দিলো, বিষয়টা নিয়ে তারা অত্যন্ত মর্মাহত কিন্তু তাদের কিছু করার নেই। রাজপরিবারে কর্মরতরা তাকে এ-ও বলেছে তার জন্য কোনো মানসিক সহায়তাও দিতে পারবে না তারা, কেননা তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য তা কোনো ভালো ব্যাপার হবে না।

প্রিন্স হ্যারি যোগ করেন, "মনে হতো রাজপরিবারে আমার যত আত্মীয়-স্বজন আছেন তারা এ ব্যাপারে এরকমই করবেন এমন একটি ভাবনা ভেবে রেখেছিলন, আর তাদের করণীয় ছিল আমাদের জন্য পরিস্থিতিটা আরো কঠিন করে তোলা।" প্রিন্স হ্যারি বলেন, "আমার কাছে বর্ণের প্রসঙ্গটাই অন্যরকম লাগতো। আমি তাদের বলেছি, এটা আখেরে ভালো কিছু বয়ে আনবে না।"

সাক্ষাৎকারে মেগান জানান, আর্চি পেটে থাকতে হ্যারির সঙ্গে রয়াল আলবার্ট হলে যে ছবি তোলা হয়েছিল, সেটা মানুষের সামনে নিজেকে জাহির করার জন্য নয়, বরং একা থাকলে যে বিপদ ঘটতে পারতো সে কথা ভেবেই অংশ নেওয়া হয়েছিল। সেখানে হ্যারি শক্ত করে ধরেছিলেন মেগানের হাত।

ওই সকালেই তিনি হ্যারিকে জানিয়েছিলেন তার আত্মহত্যার চিন্তার কথা। মেগান বলেন, "আমি খুব লজ্জিত ছিলাম ওটা বলার জন্য। কিন্তু আমি জানি আমি যদি না বলতাম, আমি আত্মহত্যা করে ফেলতাম।"

এরপরই হ্যারি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন। ওই চাপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য পরিকল্পনা করতে শুরু করেন। হ্যারি তাকে বলেন, তার মার [ডায়না] সঙ্গে যা ঘটেছিল, সেরকম কিছু হতে দেবেন না তিনি। তাদের ছেলে আর্চি আসার ঘোষণা দেওয়ার পর এই দম্পতি রাজকীয় বিষয়াদি থেকে বিযুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে ২০২০ সালের জানুয়ারীতে। তারা প্রথম যায় কানাডায়। সেখানে তারা ভেবেছিল কমনওয়েলথভুক্ত দেশ হওয়ায় তারা কোনো একটা ভূমিকা পালন করতে পারবে, কিন্তু পরে ব্রিটিশ রাজপরিবার তাদের নিরাপত্তা তুলে নেয়। সেসময় আবার করোনা পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকলো। তারপর নিজেদের অরক্ষিত বিবেচনা করে তখন তারা লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে যান। সেখানে প্রযোজক টাইলার পেরি তাদের কোনো একটা ব্যবস্থা হওয়ার আগ পর্যন্ত নিজ বাড়িতে থাকতে দেন এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তারপর তারা দুজন মন্টেসিটোতে নিজেদের বাড়ি কেনে। তার পাশে সান্তা বারবারায় থাকেন সাক্ষাৎকার নেওয়া অপরাহ নিজেও। উভয়ে পরিচিত বন্ধুর বাড়ির বাগানে একটা বারান্দায় এই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় জানানো হয়েছে গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে।

এদিকে প্রিন্স হ্যারি ও মেগানের এই সাক্ষাৎকার নিয়ে আরেক দফা উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজপরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তারা দু'জন রাজপরিবারের দু'জন সদস্যকে লক্ষ্য করে বাজে কথা বলেছেন। আরেকজনকে ছোট করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দু'জনের মুখপাত্র বলেছে, "হিসেব কষে বদনাম ছড়ানো হচ্ছে, বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর তথ্য দিয়ে।" যাই হোক, রাজপরিবার বলছে, সব অভিযোগই খতিয়ে দেখা হবে।

অপরদিকে সানডে টাইমসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে রাণী বলেছেন- এই সাক্ষাৎকার তিনি দেখবেন না। তবে কাউকে যদি আঘাত করা হয়, রাজ-পরিবার ব্যবস্থা নেবে।

হ্যারি সাক্ষাৎকারে আরো জানায়, রাজপরিবার থেকে তাদের কোনো ধরনের আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া যে টাকাগুলো ছিল তা দিয়ে তারা একটি থাকার জায়গা করেছেন। এছাড়া নেটফ্লিক্স ও স্পটিফাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে প্রযোজনায় নামার বিষয়ে।

ওই সাক্ষাৎকারে হ্যারি জানিয়েছেন, তার ভাই উইলিয়ামের সঙ্গে তার 'দুরত্ব' আছে। বাবা প্রিন্স চার্লস তার কল ধরেন না। এ নিয়ে কিছু একটা করার কথাও বলেন তিনি। প্রিন্স চার্লস সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "খুব খারাপ লাগে। অনেক আঘাতের ঘটনা ঘটেছে।" সূত্র: বিবিসি, সিএনএন ও সিবিএস নিউজ।

কাগমারী সম্মেলন স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনা



এম গোলাম মোস্তফা ভুঁইয়া

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন। এর মধ্যে একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি ১৯৫৭ সালের 'কাগমারী সম্মেলন'। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর তাৎপর্য বিশেষভাবে স্বীকৃত।

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিন দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায়। এই অধিবেশনে বলা হয়– '...পাকিস্তান সরকার গত কয়েক বছর পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি, বাগদাদ চুক্তি, সিয়াটো চুক্তি প্রভৃতি এমন সব চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে, যেসব চুক্তির দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং দেশের অর্থনৈতিক, ব্যবসায়গত ও বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়েছে।' '৫৬-এর ১৯-২০ মে ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনেও যুদ্ধজোটের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নেয়া হয়। তাতে বলা হয়, 'কোনো বৈদেশিক শক্তির লেজুড়'– হিসেবে না থেকে পাকিস্তান সরকারের উচিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা। এ ধরনের প্রস্তাব আওয়ামী লীগের অনেক প্রবীণ নেতার বিতৃষ্ণার কারণ হয় এবং মওলানা ভাসানী হন তাদের বিরাগভাজন।

দুটি প্রধান বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর সাথে মওলানা ভাসানীর মতপার্থক্য শেষ পর্যন্ত মীমাংসার অযোগ্য বিরোধে পর্যবসিত হয়, যার একটি অবহেলিত শোষিত পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আর অপরটি সব সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ। এই দুটি বিষয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন নমনীয়। পক্ষান্তরে মওলানা ভাসানী ছিলেন আপসহীন। এই দুটি কোনো ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না। এগুলো ছিল আওয়ামী লীগেরই নীতি।

দলের দুই প্রধান নেতার মধ্যে যখন মতবিরোধ চরমে তখনই মওলানা ভাসানী দলীয় প্রধান হিসেবে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন আহ্বান করেন ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারী। মওলানা ভাসানী যখন টাঙ্গাইলের কাগমারীতে সম্মেলনের আয়োজন করেন তখন তারই প্রতিষ্ঠিত দল আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ও পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তদুপরি ওই সময়ে বৈদেশিক নীতি বিশেষ করে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি সম্পাদনসহ 'দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সামরিক চুক্তি' ও 'বাগদাদ চুক্তি' সংস্থার সদস্যভুক্তির প্রশ্নে মওলানা ভাসানী ও কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো মতভেদ চরম আকার ধারণ করে বলে কাগমারী সম্মেলনটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মতবিরোধ নিয়ে সৃষ্ট অনিশ্চিত রাজনৈতিক



অবস্থার মধ্যে কাগমারী সম্মেলনের ঘোষণা পাকিস্তানের শাসক শ্রেণীর অন্তরে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। কাগমারী সম্মেলন পূর্ব বাংলা তথা আজকের বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক এবং একই সাথে রাজনৈতিক সম্মেলনে রূপ নেয়। এই সম্মেলনকে ঘিরে যেমন পাকিস্তানি দর্শনের সমর্থকরা বিরূপ সমালোচনায় মুখর হয়, তেমনি 'আওয়ামী লীগের মুখপত্র' বলে পরিচিত এবং প্রকৃত প্রস্তাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলোও কাগমারী সম্মেলনকে সুনজরে না দেখে বরং বিরূপ সমালোচনা করে।

উল্লেখ্য, কাগমারী সম্মেলনের স্বল্প সময়ের মাথায় আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ; প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অপসারণ এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ও সামরিক শাসন জারির মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এসব কারণেই স্বাধীন জাতি রূপে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি নির্মাণে কাগমারী সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ।

দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের উপায় উদ্ভাবন এবং আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য আমি আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী থেকে সপ্তাহব্যাপী, সন্তোষের কাগমারীতে এক বিরাট সম্মেলন আহ্বান করেছি। দল-মত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ওই সম্মেলনে যোগদান করে জনগণের দাবি আদায়ের আন্দোলন জোরদার করুন।'

যখন তার দল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে এবং আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন এই বক্তব্য দিয়ে একটি মহাসম্মেলনের আয়োজন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং সহজবোধ্যও বটে। কাগমারী সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খানসহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার প্রায় সব সদস্যই যোগ দেন। কাগমারী সম্মেলন সফল করতে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয় তার উল্লেখযোগ্য সদস্যরা ছিলেন– ইয়ার মোহাম্মদ খান, কাজী মো: ইদরিস, ফকির সাহাবুদ্দিন আহমেদ, খায়রুল কবির, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সদর ইস্পাহানি, আবু জাফর শামসুদ্দিন। সম্মেলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে– এই সম্মেলন উপলক্ষে টাঙ্গাইল শহর থেকে সন্তোষের কাগমারী পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তায় তোরণ নির্মিত হয়। সেই তোরণগুলোর নামকরণ করা হয় বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ সা: থেকে শুরু করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং ব্রিটিশবিরোধী উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী নেতাদের নামে। উল্লেখযোগ্য তোরণগুলোর নাম হলো– হজরত মোহাম্মদ সা: তোরণ, মহাত্মা গান্ধী তোরণ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী তোরণ, কাজী নজরুল ইসলাম তোরণ, মহাকবি ইকবাল তোরণ, নেতাজি সুভাস বোস তোরণ, হাজী শরিয়তউল্লাহ তোরণ, শহীদ তিতুমির তোরণ, পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু তোরণ, হাজী মোহাম্মদ মহসীন তোরণ, সিআর দাস তোরণ, লেনিন তোরণ, স্ট্যালিন তোরণ, মাও সেতুং তোরণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ তোরণ, বায়রন তোরণ, শেলী তোরণ, মাওলানা রুমি তোরণ, হজরত ইমাম আবু হানিফা তোরণ এবং হজরত ইমাম গাজ্জালি তোরণ। এভাবে ৫১টি তোরণের নামকরণ করেন মওলানা ভাসানী। সর্বশেষ তোরণটি ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নামে।

এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য মওলানা ভাসানী আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রনায়কদের। তাদের মধ্যে ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু, মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের, চীনের উপ-প্রধানমন্ত্রী, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্নো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় ও ব্রিটেনের বিরোধী দলের নেতা। জওয়াহেরলাল নেহরু, বিধান চন্দ্র রায় ও জামাল আবদুল নাসের চিঠি দিয়ে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেন।

কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী তার ভাষণের এক পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশে তার সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত 'আসসালামু আলাইকুম' উচ্চারণ করেন। ওই 'আসসালামু আলাইকুম'-এর তাৎপর্য উপস্থিত শ্রোতাদের মতে, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম স্পষ্ট দাবি এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ও ত্যাগের সংকল্প ওই 'আসসালামু আলাইকুম' ধ্বনির মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছিল। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্যে মওলানা ভাসানী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক, দু'ধরনের বক্তব্যই রাখেন। উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপরও দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এই বলে যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন না দিলেও সামরিক-বেসামরিক চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পায়ন, কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংখ্যা সাম্য নীতি পালিত না হলে পূর্ব পাকিস্তান 'আসসালামু আলাইকুম' বলবে। ৮ ফেব্রুয়ারী মূল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. কাজী মোতাহের হোসেন। কাগমারী সম্মেলন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক– বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। সম্মেলনের সময় মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইল-কাগমারী সড়কের নাম দিয়েছিলেন 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা সড়ক'। এ নামকরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনটি সূচারুরূপে সমাপ্ত হয়। এই সম্মেলনের পর ভাসানী ও তার সমর্থিত নেতাকর্মীদের আওয়ামী লীগের সাথে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠে।

বিএনপির বিলম্বিত বোধোদয়



মহিউদ্দিন খান মোহন

বিএনপি এবার বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ঐতিহাসিক দিনটি পালন করেছে। ২৪ ফেব্রুয়ারী বিএনপির এক সংবাদ সম্মেলনে দলীয় এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ড. মোশাররফ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কর্মসূচিতে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করেছেন। সবাই মিলে সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনেরও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে দলটির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব আবদুস সালাম বলেছেন, ৭ মার্চ ঐতিহাসিক দিন। আমরা সেই ঐতিহাসিক দিন হিসেবেই পালন করব। মুক্তিযুদ্ধ কোনো দলীয় যুদ্ধ নয়, মুক্তিযুদ্ধে যার যার অবদান তা স্বীকার করা উচিত (সূত্র :সমকাল, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২১)।

যখন রাজনৈতিক মতভেদ গোটা জাতিকে বিভক্ত করে ফেলছে; সৃষ্টি করছে দলগুলোর মধ্যে অনতিক্রম্য দূরত্ব, তখন বিএনপির এ সিদ্ধান্ত কিছুটা হলেও স্বস্তির আবহ সৃষ্টি করেছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এ যাবৎ চলে আসছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত বিতর্ক। দেশের প্রধান দুটি দলের মধ্যে এ অসুস্থ প্রতিযোগিতা সচেতন মানুষদের মনে যারপরনাই হতাশা সৃষ্টি করে আসছিল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা বা অবদানের কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন দীর্ঘ সংগ্রামে। সে সংগ্রামে অনেকেই শামিল ছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবাইকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গিয়েছিলেন। পরিণত হয়েছিলেন একক নেতায়। এদেশের মানুষের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মুক্তির দূত।

১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের টালবাহানা এদেশের মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। অনেক ঘটনার পর আসে একাত্তরের ৭ মার্চ। সেদিন পূর্বনির্ধারিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা মতে, সেদিন রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পরিণত হয়েছিল জনসমুদ্রে। লাখো জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল- 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। কথা ছিল, বঙ্গবন্ধুর সে ভাষণ রেডিওতে সম্প্রচার করা হবে। কিন্তু সেই বিকেলে বাঙালীদের হতাশ হতে হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার তা সম্প্রচার করতে দেয়নি। মনে আছে, সেদিন আমাদের গ্রামের সবাই একটি ট্রানজিস্টার সেট নিয়ে মাঠে জড়ো হয়েছিলাম। কিন্তু ঢাকা রেডিও



স্টেশন ছিল নিঃশব্দ। অবশ্য পরদিন সকাল ৮টার দিকে সে ভাষণ রেডিওতেই শুনেছিলাম আমরা। দীর্ঘ ভাষণে বঙ্গবন্ধু তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে আমাদের স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন। তবে, তার কথায় রাজনৈতিক কৌশল ছিল। যেহেতু তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক নেতা, তাই তার পক্ষে হঠাৎ স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে তিনি জাতিকে যা বলার তা বলে দিয়েছিলেন। সে সময় অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাও তার পেছনে কাতারবন্দি হয়েছিলেন। ৭ মার্চের দুই দিন পর ৯ মার্চ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপের জনসভা ছিল পল্টন ময়দানে। সে জনসভায় ন্যাপ চেয়ারম্যান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেছিলেন- 'আমি শেখ মজিবের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি। সে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে। আমি সবাইকে তার নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।' সুতরাং এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না- আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব কতটুকু। ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্বের কথা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানও স্বীকার করেছেন। তিনি তার 'যেভাবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছিলেন, '৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রিন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম।' এ থেকে এটা স্পষ্ট- ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও তিনি যা বলেছিলেন, তা থেকে যারা বোঝার তারা বুঝে নিয়েছিল। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস লিখতে গেলে ৭ মার্চের ভাষণকে যে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই- তা নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। আশার কথা, বিএনপি এ সত্যটি শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, তবে একটু দেরিতে। তার পরও 'বেটার লেট দ্যান নেভার' প্রবচন অনুসারে তারা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য অবশ্যই।

আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সামনে দাঁড়িয়ে। ৫০ বছর পেছন ফিরে তাকালে আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতির ছবি দেখতে পাই। কিন্তু পরে সে ঐক্য থাকেনি। রাজনৈতিক সংকীর্ণতা আমাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করেছে। ৫০ বছর পরেও স্বাধীনতার ঘোষক কে- সে বিতর্ক থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি। ১৯৭১ সালে যে বঙ্গবন্ধুকে এদেশের সবাই নেতা মেনে যুদ্ধ করেছিল; তাকে নিয়েও আমরা বিতর্কে প্রবৃত্ত হই। পৃথিবীর কোনো দেশে এমন অসার বিতর্ক হয়েছে বা হয় বলে আমার অন্তত জানা নেই। বিএনপি তাদের নেতা জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে প্রচার করে এবং প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, একাত্তরের ২৫ মার্চ হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর ক্র্যাকডাউনের পর তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি তো বঙ্গবন্ধুকে নেতা মেনেই সে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তাহলে জিয়াউর রহমানের অনুসারীদের বঙ্গবন্ধুকে স্বীকার করে নিতে সমস্যা কোথায়? অন্যদিকে এটাও অনস্বীকার্য- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস লিখতে গেলে বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে যেমন তা কখনোই সম্ভব নয়; তেমনি সেখান থেকে জিয়াউর রহমানকেও ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যাবে না। নিজ নিজ ভূমিকার কারণেই তারা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছেন। আমি বিএনপির দু'জন সিনিয়র নেতার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি ৭ মার্চ পালন সংক্রান্ত খবরটি প্রকাশের পর। আমি তাদের অভিনন্দন জানিয়েছি এমন একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। তাদের এটাও বললাম, এর মধ্য দিয়ে আপনাদের দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলধারায় ফিরে আসবে; অনেক বিতর্কের অবসান হবে। যে দলের প্রতিষ্ঠাতা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সে দল ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত হবে কেন? তারা অবশ্য বললেন, স্রোতের বিপরীতে গিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ওই নেতার কথায় এটা স্পষ্ট- দলটির একাংশ হয়তো সিদ্ধান্তটি মেনে নিতে পারেনি। তবে, স্বস্তির বিষয় হলো, তারা সিদ্ধান্তটি নিতে পেরেছেন। এ সিদ্ধান্ত যে বিএনপিকে অনেকখানি এগিয়ে দেবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ, ঐতিহাসিক সত্য স্বীকার করলে কেউ ছোট হয়ে যায় না। এখন যদি বিএনপি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকার করে নেয়, তাহলে দেশের রাজনীতির চিত্রই বদলে যেতে পারে। তা ছাড়া বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মেনে নিলে বিএনপির কোনো ক্ষতি হবে না, বরং লাভ হবে। তাদের স্মরণ রাখতে হবে, তাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানও বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা হিসেবে সম্মান করেছেন। তিনি রাজনীতির কারণে আওয়ামী লীগের সমালোচনা কখনও-সখনও করেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে খাটো করা হয়, এমন একটি শব্দও তিনি কখনও উচ্চারণ করেননি। আর যেহেতু বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা হিসেবে সংবিধানস্বীকৃত, তাই সংবিধান মানলে তাকে জাতির পিতা মানতেই হবে। এর বিকল্প কিছু নেই।

আওয়ামী লীগ নেতাদেরও উচিত ইতিহাস বলার সময় সত্যাসত্যের বিষয়টি মাথায় রাখা। জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধাই শুধু নন; তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দানকারীও বটে। সুতরাং 'জিয়া রাজাকার ছিলেন', 'তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেননি', 'পাকিস্তানের চর ছিলেন' ইত্যাদি অসত্য ও তথ্য-প্রমাণহীন কথা বলা পরিহার করা দরকার। যদি তারা চান, দেশে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করুক, তাহলে প্রতিপক্ষকে অহেতুক আঘাত করে কথা বলা বন্ধ করা উচিত। বিএনপি ৭ মার্চের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে স্বীকার করে দেরিতে হলেও বাস্তবতা মেনে নিয়ে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় দেশে পারস্পরিক সহাবস্থানের রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টি হবে, এমনটি প্রত্যাশা করা নিশ্চয় অমূলক হবে না।

লেখক: সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।



Payment : As per wage parity $19.09



CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?

তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)





এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটিসহ কুইন্সের ২০টি সংগঠনের উদ্যোগে মেডিকেল ক্যাপ

(শেষের পাতার পর)

এছাড়াও এই মেডিক্যাল ক্যাম্পে প্রায় ৫০০ জনের মতো নর-নারীকে ফ্রি এন্টিবডি টেস্ট ও সেবা দেয়ার পাশাপাশি ফ্রি মাস্ক, গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানাটাইজার, ভিটামিন-সি ট্যাবলেট এবং প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করা হয়। পাশাপাশি করোনার ভ্যাক্সিন নেয়ার জন্য সাধারণ জনগনকে এপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে কুইন্স বোরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ড, সিটি কাউন্সিলম্যান কনসাটাডিস কস্তা, ইন্সুরেন্স কোম্পানী সি-না'র চিফ অফ স্টাফ জোসেফ ডি মারিয়া, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সুহেল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট কয়েস আহমেদ, উপদেষ্টা দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী ও এনওয়াইপিডি ক্যাপ্টেন খন্দকার আবদুল্লাহ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক উপদেষ্টা তোফায়েল চৌধুরী, সাবেক সভাপতি বদরুন খান মিতা, অ্যাসেম্বলি ম্যান অফিস-এর প্রতিনিধি আয়াত হোসাইন, মূলধারার রাজনীতিক হেনজপল, ভেনেসা জন হল, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আব্দুর রহমান, মিজানুর রহমান রুবেল, নাসের প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখিত কর্মসূচী চলাকালে কভিড সুরক্ষা সামগ্রী মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও গ্লাভসও বিতরণ করা হয় সেবা গ্রহিতাদের মধ্যে। এই কর্মসূচী আয়োজনে ইন্সুরেন্স কোম্পানী সিনা, নিউইয়র্ক হেলথ হসপিটাল, মেট্রোপ্লাস মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স, রিস স্যাটেলমেন্ট এবং ইন্ডিয়া হোমস সহ আরও অনেকে সহায়তা করেছে।

টাইম ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
আইআরএস অনুমোদিত e-file
• ট্যাক্স সার্ভিসেস
• নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং
• নূন্যতম ফি
Our Services
> Individual Tax / Business Tax
> Self-employed Tax Include Taxi Driver & Vendor
> Corporate Tax/partnership Tax
> Small Business/vendor License, Individual tax ID Application.
Immigration
> Asylum/Citizenship application
> Petition for Relative/Affidavit of support
> Green Card / Work Authorization Renew
> Re-Entry Permit / travel Documents
All Kinds of Immigration Services
Kaysar Rahman, Tax Practitioner
37-50 74th St, 1st FL, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-708-2456 Email: timetax2019@gmail.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক
SECI
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN
সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু
ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি
✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
লগ ইন করুনঃ www.sonaliexchange.com
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-505-8670
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIFPO

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল

ডাঃ এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন

*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939

www.vhvshop.com

Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)

Tel: 718-657-8325, 718-657-7300

মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF

ANDREW MOULINOS

(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস

170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস

40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL

ার পরিবারের সবার
ীয় দাঁতের চিকিৎসার
জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে
আমাদের ডেন্টাল অফিস।
আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা
সরঞ্জাম ব্যবহার করি।
মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।



We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধু ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

হাওয়া লেগেছে

(শেষের পাতার পর)

পদের জন্যে শক্তিশালী প্রার্থীতায় ছক বানাচ্ছেন মমতা বন্দোপাধ্যায় ।

সবচেয়ে সিনিয়ার রাজনীতিক ও সরকার পরিচালনায় অভিজ্ঞ মমতা মাঠ পর্যায় থেকে যে কোন স্তরে যে কোন কঠিন পরিস্থিতি জয় করার অদ্বিতীয় এই ভারতীয় রাজনীতিক ।

১৩ মার্চ শনিবার বিজেপির কেন্দ্রীয় একজন প্রভাবশালী রাজনীতিক ও বিজেপি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারক যশবন্ত সিনহা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ।

বিজেপি কেন্দ্রীয়ভাবে পশ্চিমবঙ্গ অভিযানে তৃণমূলের এতো মন্ত্রী ও নেতাদেরকে বাগে নিয়ে চলেছে । এই পরিস্থিতিতে বিশ্বময় পরিচিত ও স্বনামধন্য ব্যাপক গ্রহনযোগ্য এই নেতা কেন সক্রিয় হচ্ছেন মমতার দলে ? এই প্রশ্ন অনেক গবেষকের ।

আমার মন বলছে কংগ্রেস নেতৃত্ব এখনো গান্ধী পরিবারের নবীনদের হাতে । এদের যথেষ্ঠ সমর্থন রয়েছে এবং সারাদেশে নেতা কর্মীও আছে । মোদীর কেবিনেট কংগ্রেসের সাবেক কেবিনেট- এই দুই কেবিনেটের পাশাপাশি তৃণমুল একটা কেবিনেট উপস্থাপনের প্রস্তুতির হিসেব নিয়েই এবার অগ্রসর হচ্ছে মনে হয় ।

যশবন্ত সিনহার মতো বিশ্বব্যাপী সমাদৃত একজন বিজ্ঞ অভিজ্ঞ রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশারদ মমতাকে ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্দ্দিষ্ট করে কেবিনেট সাজানোয় সহযোগীতা এবং মমতার পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাড়ের পদক্ষেপ নিশ্চয় ভারতের গণতন্ত্র এবং জাতীয় স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় ।

আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি বদলেছে প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে চিন্তাধারা পরিবর্তনের ঘটনার ধারায় । বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তিত এই ধাপে ভারতের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির উপর বিশ্ব শক্তিদের অনেক কিছু খেয়ালের আছে ।

কোন একক শক্তি সব সময় প্রাধান্যে থাকেনা-থাকতে পারেনা । আবার পিছিয়ে যাওয়া শক্তিগুলোও সব সময় পিছিয়ে থাকেনা অথবা পরাজিত হবার পর অস্তিত্ব হারায়না রাজনীতিতে ।

মোদিজীদেরকে দিয়ে যতটুকু করিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে, তার পরবর্তী পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বিশ্বশক্তিরা নিশ্চয় আরো বিকল্প চাইছেন তৈরী রাখতে । যে কোন চরমপন্থীদের দিয়ে জোর খাটানোর কাজ আপাততঃ শেষ করার পর দেশবাসীর কাছে তূলনামূলক গ্রহনযোগ্য ও বিশ্বধারার সাথে মানিয়ে চলার মতো অন্যশক্তি প্রস্তুত করা হতেও তো পারে ।

যশোবন্ত সিনহা জন্মেছেন ১৯৩৭ সালের ৬ নভেম্বর । ভারতের সাবেক এই প্রশাসক, রাজনীতিক প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখরের মন্ত্রী সভায় ছিলেন অর্থমন্ত্রী । প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর সরকারে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী । ২০১৮সালে ২১এপ্রিলে বিজেপি থেকে পদত্যাগ করার সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা ।

তাঁর ছেলে যয়ন্ত সিনহা একজনপ প্রতিষ্ঠিত কনসালটেন্ট এবং বিনিয়োগকারী । ২০১৯ সালে হাজারিবাগ নির্বাচনী এলাকা থেকে ভোটে জিতে বিধায়ক হয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের সিভিল এভিয়েশন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন ।

যশবন্ত সিনহা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বনামধন্য একজন সুপরিচিত কীর্তিমান ভারতীয় নেতা । তিনি ২০১৫ সালে ফ্রান্সের সামরিক বেসামরিক নাগরিকদের সর্বোচ্চ সম্মাননা Officier de la Légion d`Honneur সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন । ১৮০২ সালে ১৯মে থেকে এই সম্মাননা দেয়া চালু রয়েছে ।

১৩ মার্চ শনিবার কোলকাতায় তৃণমূল ভবনে তৃণমূলের সিনিয়র নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও ডেরেক ও' ব্রায়েনের কাছ থেকে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন । তৃণমূল দলে যোগ দেয়ার অনুষ্ঠানে তিনি মোদী সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন ।

যশবন্ত সিনহা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'বাংলায় এখন নির্বাচন হতে চলেছে । তৃণমূল কংগ্রেস ও আরও কয়েকটি দল বিজেপি'র বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে । আমার মনে হয় বাংলার এই নির্বাচনের প্রভাব গোটা দেশের উপরে পড়বে । গোটা দেশে বিজেপিকে রোখা জরুরি । সেজন্য বাংলাতেও রোখা দরকার ।

বাংলায় বিজেপিকে রোখার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করা প্রয়োজন । সেই কারণে আজ আমি তৃণমূলে শামিল হলাম যাতে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে পারি, তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে পারি ।'

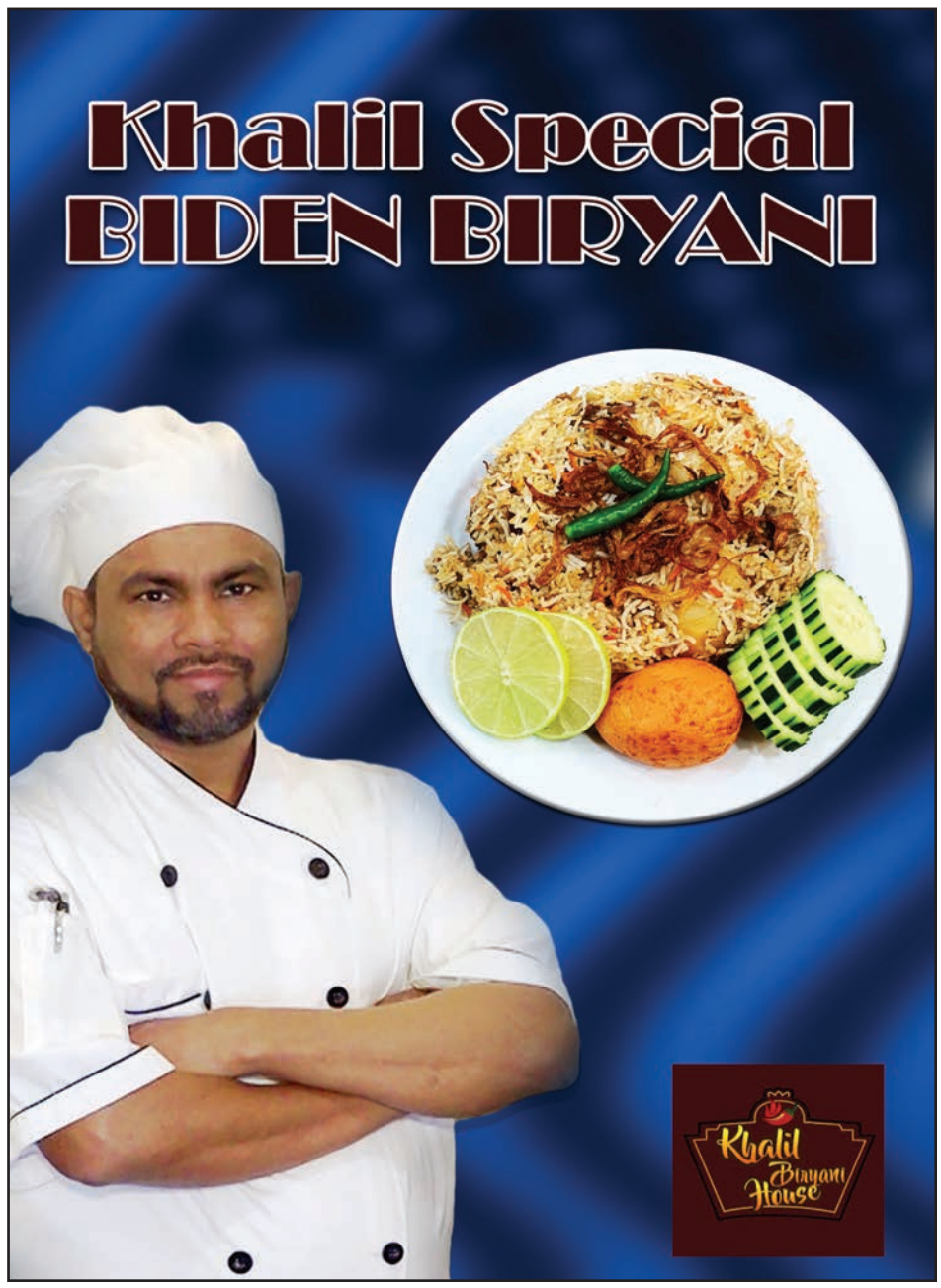
তিনি বলেন, 'বাজপেয়ীর আমলের সরকার আর এখনকার মোদির সরকারের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে । যেভাবে হোক ভোটে জেতাই এখন বিজেপি'র লক্ষ্য । বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে । বিচার ব্যবস্থাও দুর্বল হয়েছে । দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন । দেশের কৃষকরাও এখন উৎপীড়িত ।'

যশবন্ত সিনহা আরও বলেন, বর্তমানে দেশ এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে । এতদিন আমরা যে মূল্যবোধ নিয়ে চলতাম, যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতাম, তা আজ বিপদের সম্মুখীন । সমস্ত মূল্যবোধ ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে ।

গণতান্ত্রিক নিয়মকানুন কেউ মানছেন না । প্রাতিষ্ঠানিক স্বতন্ত্রতার উপরই গণতন্ত্রের শক্তি নিহিত থাকে । কিন্তু আজকের দিনে সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানই দুর্বল হয়ে পড়েছে । বর্তমান সরকার নিজের খেয়াল খুশিমতো চলছে । বিরোধিতা করার কেউ নেই বলেও মন্তব্য করেন যশবন্ত সিনহা ।







জ্যামাইকায় ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের অফিস উদ্বোধন





নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশীদের আস্থার হোম কেয়ার এজেন্সি 'ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ার এলএলসি'র জ্যামাইকার হিলসাইড অফিসের উদ্বোধন হয়েছে গত ৫ মার্চ শুক্রবার, বাদ জুমা। ফিতা কেটে অফিসের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান এবং সিইও গিয়াস আহমেদ। এসময় জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ, ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ার'র প্রেসিডেন্ট নিপা আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট শামসুন নাহার নিম্মি (নিম্মি নাহার), সাবেক ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা আজম মোহাম্মদ, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ডাইরেক্টর সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ, জ্যাকসন হাইটস অফিসের রুবিনা, জাকিয়া, রাজিনসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। ফিতা কেটে অফিসের উদ্বোধনের আগে অনুষ্ঠিত হয় মিলাদ। মিলাদে সবার মঙ্গল কামনা করা হয়।

অফিসটি উদ্বোধনের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিম্মি নাহার বলেন, এ অফিস (হিলসাইডের ৮৭ ৫৪ ১৬৮ স্ট্রিট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২ দ্বিতীয় তলায় ২০৪ নাম্বার রুম) এর উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আমার স্বপ্ন যাত্রা শুরু হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইমিগ্র্যান্ট এল্ডার হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান গিয়াস আহমদকে, যিনি আমাকে প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব দেয়ার পাশাপাশি জ্যামাইকা অফিসের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সুযোগ করে দিয়েছেন।

নিম্মি বলেন, আমি আশাবাদী মানুষ। বাংলাদেশের এনটিভিতে দীর্ঘ এক যুগেরও অধিক সময় নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছি। প্রবাসে এসেও টাইম টেলিভিশনে নিউজ প্রেজেন্টার ছিলাম। পরে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার কনসালটেন্ট ছিলাম। এখন আছি টিবিএন২৪ টেলিভিশনের নিউজ প্রেজেন্টার হিসেবে। এছাড়া এই কয়েক বছরে এ কমিউনিটিতে অন্তত ৩০০ অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেছি। আমি কমিউনিটির মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। আমি মনে করি আমার এ স্বপ্নযাত্রায় বিধাতা সহায় হবেন, কমিউনিটির মানুষরা আমার সাহস হিসেবে কাজ করবেন। আর আমার উপর আল্লাহর রহমত আর মা-বাবার দোয়া থাকলে আমি সফল হবোই ইনশা আল্লাহ। কারণ আমি স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করি, স্বপ্ন বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম করতে ভালোবাসি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





মদীনা মসজিদে পবিত্র মিরাজুন্নবী (সা:) পালিত

নিউইয়র্ক: ম্যানহাটানস্থ 'ইসলামিক কাউন্সিল অব আমেরিকা ইনক' মদীনা মসজিদে গত ১০ মার্চ বুধবার পবিত্র মিরাজুন্নবী (সা:) উপলক্ষে এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট মো: নাসির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে এবং ইমাম ও খতিব মাওলানা সুন্নাতুর রহমানের পরিচালনায় আলোচনা পেশ করেন আসসাফা জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা রফিক আহমদ রেফায়ী ও মসজিদ কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাফিজ জুলফিকার চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, আন নূর কালচারাল সেন্টার এর পরিচালক মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ ইসমাঈল বলেন, মিরাজুন্নবী (সা:) ইসলামের অন্যতম একটি নিদর্শন। সৃষ্টির সর্ব শ্রেষ্ঠ নিয়ামত নবী মুহাম্মদ (সা:) কে আল্লাহ দাওয়াত দিয়ে স্বশরীর পৃথিবী হতে আরশে আযিম পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়ে আল্লাহর দিদার নসিব করান। সকল নবী রাসুলগণও তাঁর পিছনে সালাত আদায় করে খাতামুননবীনকে স্বার্থক করেন। সকল নিয়মরাজি অবলোকন করিয়ে পাঁচ ওয়াকত সালাত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লাহ মিরাজের গুরুত্ব অনুধাবনে লম্বা একটি সুরা অবতীর্ন করেন।

প্রাণবন্ত এ মাহফিলে বিপুল সংখ্যক মুসল্লী উপস্থিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মসজিদ কমিটির ভাইস প্রেসিডন্ট মুহাম্মদ এস ইউসুফ, খলিল আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারি মুহাম্মদ এনায়েত হোসেন জালাল, এসিসটেন্ট সেক্রেটারি আসলাম সিকদার, ট্রেজারার সাহেদ আহমদ, এসিসটেন্ট ট্রেজারার মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন, সদস্য আলমগীর খান, জাকির হোসেইন, মুহাম্মদ আব্দুল হাসিব ফারুক, মুহাম্মদ সুমন, মির্জা আবু সুফিয়ান, বসির খান সহ বোর্ড অব ট্রাস্টি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

এক সপ্তাহের ব্যবধান

যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় এবার স্বামীর পর স্ত্রীর মৃত্যু

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের পেটারসনে বসবাসকারী প্রবাসী মরহুম আলহাজ্ব বাহার মিয়া কুরুরীর মৃত্যুর শোক সইতে না সইতেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন মরহুমের স্ত্রী। সোমবার (৮ মার্চ) সকাল ১০ ঘটিকার সময় নিউজার্সীর একটি হসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থান তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। খবর ইউএনএ'র।



এদিকে মরহুমার জামাতা আনোয়ারুল চৌধুরী পারেক জানান, মঙ্গলবার (৯ মার্চ) স্থানীয় টটোয়া গোরস্থানে তার নামাজে জানাজ শেষে সেখানেই মরহুমার মরদেহ দাফন করা হয়। এক সপ্তাহের ব্যবধানে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুতে নিউজার্সী ও নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

উল্লেখ্য, আলহাজ বাহার মিয়া কুরুরী করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ইন্তেকাল করেন। তার বাড়ী মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলার কচুয়া। ঐদিন তিনি বিকেল ৪টা ৩৫ মিনিটে স্থানীয় ওয়াইন জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মহামারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে একই হাসপাতালে তার স্ত্রীও চিকিৎসাধীন ছিলেন। আলহাজ বাহার মিয়া কুরুরীর মরদেহ স্থানীয় টটোয়া কবর স্থানে দাফন করা হয়। তাদের দুই সন্তানও করোনায় আক্রান্ত বলে জানা গেছে।

অপরদিকে, গত ৫ মার্চ শুক্রবার নিউজার্সীর পেটারসনের আরেক বাসিন্দা বাংলাদেশী উজ্জল আহমেদ ইন্তেকাল করেছেন। পরদিন শনিবার টটোয়া গোরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়। বাংলাদেশে উজ্জল আহমেদের বাড়ি সিলেটের মিরাবাজার

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

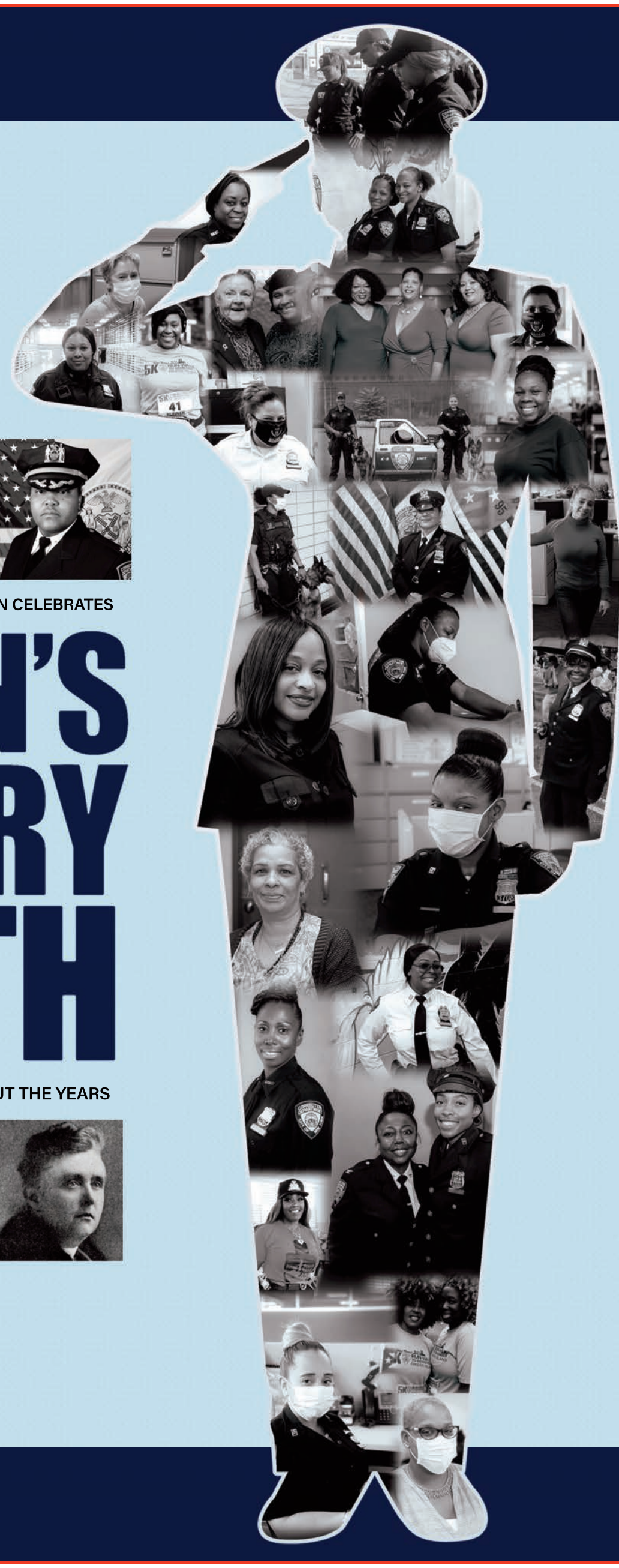


THE NEW YORK CITY DEPARTMENT OF CORRECTION CELEBRATES

WOMEN'S HISTORY MONTH

A LEGACY OF FEMALE LEADERSHIP THROUGHOUT THE YEARS





‘আপত্তিকর’ ছবি দেখিয়ে প্রবাসীকে ব্ল্যাকমেইল করেন মডেল রোমানা মা-পুত্র সহ গ্রেফতার ৫

ঢাকা ডেস্ক: মডেল পরিচয়ে প্রবাসীর সঙ্গে ফেসবুকে প্রেম। প্রবাসী দেশে ফিরলে ফাঁদে ফেলে বিয়ে। অতঃপর স্ত্রী অধিকারে প্রবাসী স্বামী থেকে বাগিয়ে নিলেন দামি গাড়ি, জুয়েলারি ও দামি মোবাইল ফোন। ফ্ল্যাট কেনা-বেচার ব্যবসা করার অজুহাতে প্রবাসী স্বামী থেকে হাতিয়ে নিয়েছেন এক কোটি ৪৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা! অতঃপর স্বামী দেশে ফিরে জানেন, অনেক আগেই তাকে তালাক দিয়েছেন সেই মডেল।

এমন সব প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন মডেল ও অভিনেত্রী রোমানা ইসলাম স্বর্ণা। এর আগে স্বর্ণার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা ঠুকেন কামরুল হাসান নামে এক সৌদি প্রবাসী। তার মামলার ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার (১১ মার্চ) সন্ধ্যায় রাজধানীর মোহাম্মদপুরের লালমাটিয়ার সি ব্লকের একটি বাড়ি থেকে স্বর্ণাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারের পর চাঞ্চল্যকর সব তথ্য বেরিয়ে আসছে। অভিযোগ উঠেছে, অভিনেত্রী স্বর্ণার প্রেমের ফাঁদে পড়ে সৌদি প্রবাসী কামরুল ইসলাম জুয়েলই সর্বস্বান্ত হননি। এখন পর্যন্ত ২৮ জনের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করে বিয়ে করে স্বর্ণা হাতিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা।



২৮ জনের বিষয়ে তথ্য না দিলেও কামরুল ইসলামের প্রতারিত হওয়ার সত্যতা নিশ্চিত করে ডিএমপির ডিসি হারুন অর রশীদ বলেন, রোমানা স্বর্ণার বিরুদ্ধে আমরা এমন প্রতারণার অনেক অভিযোগ পেয়েছি। অনেককে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ব্ল্যাকমেইল করে সর্বস্বান্ত করেছে রোমানা। টেলিফোনে প্রতারিতরা এসব অভিযোগ করছেন। আমরা তাদের থানায় আসতে বলেছি।

ডিসি হারুন অর রশীদ আরো বলেন, রোমান স্বর্ণা একাই নন তার মা, ভাই, ভাইয়ের বউ এমনকি তার ছেলেও এসব প্রতারণায় তাকে সহযোগিতা করে। তারা সবাই কামরুল ইসলাম জুয়েলের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। কামরুল দেশে আসার পর তাকে বাসায় নিয়ে উলঙ্গ করে তার ছবি তুলে তাকে ব্ল্যাকমেইল করে। তারা টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে সেই ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। স্বর্ণা ছাড়াও তার মা আশরাফুল ইসলাম শেইলি (৬০) ও ছেলে আন্নাফিসহ (২০) পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বর্ণা ও তার পরিবারের প্রতিটি সদস্য এ কাজে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে জানান ডিসি হারুন অর রশীদ।

ভুক্তোভোগী প্রবাসী কামরুল ইসলাম জুয়েল গণমাধ্যমকে বলেন, ফেসবুকে পরিচয়ের পর রোমানা স্বর্ণা আমার সঙ্গে প্রথমে ভালো সম্পর্ক গড়ে। এরপর লালমাটিয়ায় ফ্ল্যাট কেনার নাম করে ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা নেয়। আমি দেশে আসার পর আমাকে বাসায় ডাকে। আমি যাই। গেলে তারা আমাকে কিছুটা একটা খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলে। এরপর আমার আপত্তিকর ছবি তুলে নেয়। তাদের কথামতো কাজ না করলে ছবিগুলো ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। স্বর্ণা আমার থেকে স্ট্যাম্পে সাইন নিয়ে নেয়। এভাবেই সে আমাকে জোর করে বিয়ে করে। তার মোবাইল, ঘড়ি, গাড়ি আর সবই আমার কিনে দেওয়া। সে যে দামি গাড়িতে চড়ছে ওটা আমার। তার হাতে ৫ লাখ টাকা মূল্যের ঘড়িও আমার দেওয়া। হাতে দুটো আইফোন প্রো মোবাইল ফোনও আমি কিনে দিয়েছি। সবমিলিয়ে আমার থেকে আড়াই কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে স্বর্ণা। একদিন শুনি মোহাম্মদপুর থানায় আমার নামে জিডি করে আমাকে ডিভোর্স দিয়েছে বলে জানায়। কিন্তু বিষয়টি মিথ্যা। সে ডিভোর্স দেয়নি। আমি এমন কোনো পেপার পাইনি। অবশেষে আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি।

কামরুল ইসলাম জানান, স্বর্ণার বাসায় গেলে তাকে কিছুদিন আটকে রাখে তারা। স্বর্ণাকে বিয়ে করার কথা শোনার পর কামরুলের আগের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়।

মোহাম্মদপুর থানার ওসি আব্দুল লতিফ জানান, ২০১৫ সালে স্বর্ণা অভিনীত একটি সিনেমা মুক্তি পায়। এছাড়া একাধিক বিজ্ঞাপনের মডেলও ছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে সৌদি প্রবাসী কামরুল হাসানের সঙ্গে ফেসবুকে স্বর্ণার পরিচয় হয়। ২০১৯ সালের মার্চে তারা বিয়ে করেন। এরপর কামরুল সৌদি আরব চলে যান। গাড়ি ও ফ্ল্যাট কেনা এবং ব্যবসা করাসহ নানা অজুহাতে কামরুলের কাছ থেকে এক কোটি ৪৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন স্বর্ণা। সম্প্রতি কামরুল দেশে ফিরলে স্বর্ণা জানায়, সে কামরুলকে অনেক আগেই তালাক দিয়েছেন। এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এরপর কামরুল মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। সন্ধ্যায় লালমাটিয়ার বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

সাবেক স্বামীর মামলায় গ্রেফতার হওয়া মডেল ও অভিনেত্রী রোমানা স্বর্ণা (৪০), তার মা আশরাফি ইসলাম শেইলি (৬০) ও ছেলে আন্নাফি (২০)-কে আদালতে হাজির করেছে পুলিশ। শুক্রবার বেলা সোয়া ২টার দিকে তাকে ঢাকা মহানগর মুখ্য হাকিম (সিএমএম) আদালতে হাজির পাঁচদিনের রিমান্ড চান মোহাম্মদ থানার দায়িত্বরত কর্মকর্তা এসআই শফিকুল ইসলাম খান।

রোমানা স্বর্ণাকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

এদিকে প্রতারণা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া রোমানা স্বর্না সহ অন্যান্য আসামিদের আদালতে হাজির করার পর পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে পাঁচদিনের রিমান্ডের আবেদন করে। রিমান্ডের বিষয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বেগম মাহমুদা আক্তারের আদালতে বেলা তিনটার পর শুনানি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক রিমান্ড নামঞ্জুর করে জেলগেটে একদিনের জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দেন। বর্তমানে তারা আদালতের হাজতখানায় রয়েছেন। আদালতের হাজতখানা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পুলিশের উপ-পরিদর্শক শহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বৃহস্পতিবার রাতে সংবাদ সম্মেলন ঢাকা মহানগর পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) হারুন অর রশিদ বলেন, ‘ভুক্তভোগী জুয়েল যখন বিদেশ থেকে আসলো, তখন সে তার স্ত্রী মডেল, অভিনয় করে। তার বাড়িতে গেল। সেসময় এই প্রতারকচক্র করলো কি, তাকে আরো প্রতারণা করার জন্য উলঙ্গ করে ছবি তুললো। এরপর তাকে বললো তুমি যদি আরো টাকা না দাও তাহলে এই ছবি ফেসবুক ও ইন্টারনেটে ছেড়ে দিব। সেই ভয়ে ভুক্তভোগী আরো কিছু টাকা দিলেন।’ তিনি আরও বলেন, স্বর্ণার সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমে পরিচয় হয় ওই সৌদি প্রবাসীর। এরপর বিভিন্ন সময় হোয়াটসঅ্যাপ-ম্যাসেঞ্জারে তারা যোগাযোগ করতেন।



গাড়িতে পোশাক বদল জাহ্নবীর

বিনোদন ডেস্ক: বলিউড নায়িকা প্রয়াত শ্রীদেবী কন্যা জাহ্নবী কাপুর। তবে এখন জাহ্নবী নিজের নামেই পরিচিত। বলিউডে নিয়মিত অভিনয় করছেন। একইরকম ভাবে খবরের শিরোনামে আসছেন। আবার কখনো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হচ্ছেন এই গ্ল্যামারকন্যা। তারই ধারাবাহিকতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জাহ্নবীকে নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। গাড়িতেই পোশাক বদল করেন তিনি। এমন কয়েকটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে।

নতুন ছবি ‘রুহির’ প্রচার শুরু করেছেন অভিনেত্রী। ছবির প্রমোশনের মধ্যেই ভাইরাল হল তার বেশ কয়েকটি ছবি। যেখানে রুহির প্রচার সেরে ফটোশুট শেষ করার পর পোশাক বদলাতে দেখা যায়। গাড়ির মধ্যেই কি পোশাক বদল করেন জাহ্নবী? এমনই প্রশ্ন উঠছে শ্রীদেবী কন্যার ছবি দেখে। স্কার্ট থেকে যখন জিনস পরতে দেখা যায় জাহ্নবীকে, অভিনেত্রীর সেই ছবি ভাইরাল হয়ে যায়। যদিও ব্যাপারে কিছু বলার নেই। তৌকীর আহমেদ কি মানের ছবি বানান সেটা সবারই জানা। আমি দিবা চরিত্রে কাজ করেছি এখানে। এ চরিত্রে কাজ করতে গিয়ে নিজেকে ভাঙা-গড়ার সুযোগ পেয়েছি। নিজের সর্বোচ্চটা দিয়েই কাজ করেছি। ছবিতে অন্য এক পরীকে আবিষ্কার করতে পারবেন সবাই। এ নায়িকা যোগ করে বলেন, গত বছরের ডিসেম্বরে আমার ‘বিশ্বসুন্দরী’ মুক্তি পেয়েছিল। এ বছর ‘স্ফুলিঙ্গ’র মাধ্যমে দর্শকদের সামনে প্রথম আসছি। আমার বিশ্বাস ছবিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপভোগ করবেন সবাই।

কাজ করলে আলোচনা-সমালোচনা হবেই : দীঘি

বিনোদন ডেস্ক: প্রার্থনা ফারদিন দীঘির প্রথম ছবি ‘তুমি আছো তুমি নেই’ মুক্তি পায়েছে শুক্রবার (১২ মার্চ)। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন প্রখ্যাত পরিচালক দেলোয়ার জাহান ঝন্টু। তবে ছবিটির ট্রেলার ও পোস্টার প্রকাশের পর থেকে এর মান নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ছবির নায়িকা দীঘিকে নিয়েও চলে ট্রল। সিনেমাটির ট্রেলার তার নিজের কাছেও ভালো লাগেনি বলে মন্তব্য করেন দীঘি। এ ধরনের ছবিতে আর অভিনয় করবেন না বলেও জানান তিনি। তবে এ ছবি দিয়েই অবশেষে নায়িকা হিসেবে অভিষেক হচ্ছে দীঘির। অনুভূতি কেমন? দীঘি বলেন, ভালো লাগছে। অনেক বছর পর পর্দায় দেখবে মানুষ। তবে একটু ভয় লাগছে। কারণ দর্শক কীভাবে নেয়। সবমিলিয়ে খুশি। ছবিটি নিয়ে আপনি কতটুকু আশাবাদী? দীঘি বলেন, নিজের ছবি যতই খারাপ হোক না কেন তারপরও সেরা। সন্তানের মতো। আমি আমার শতভাগ দিয়ে চেষ্টা করেছি। এখন দর্শক বলবে কেমন কাজ করেছি।

ছবির পরিচালক দেলোয়ার জাহান ঝন্টু আপনার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন ছবির ব্যাপারে আপনার মন্তব্য নিয়ে। সিনেমা মুক্তির আগে আপনার এমন মন্তব্য মানহানিকর বলছেন তিনি। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

দীঘি বলেন, কাজ করলে আলোচনা- সমালোচনা হবেই। আর মামলার ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না।

এদিকে বর্তমানে সুমন ধরের ‘শেষ চিঠি’ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন দীঘি। কাজের অভিজ্ঞতা কেমন? এ অভিনেত্রী বলেন, অভিজ্ঞতা খুবই ভালো। এখানে আমি তুলি চরিত্রে অভিনয় করছি। চরিত্রটার সাথে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলাম যে কদিন ওই চরিত্র থেকে বেরই হতে পারিনি। আর আমার সহশিল্পী ইয়াশ রোহানও অনেক সাপোর্টিভ। এছাড়া পরিচালক, টিমের অন্যন্যরাও অনেক গোছানো। আমি অনেক আশাবাদী ওয়েব ফিল্মটি নিয়ে। নতুন সিনেমার খবর কি? দীঘি বলেন, তিনটি সিনেমা নিয়ে কথা হচ্ছে। মোটামোটি ফাইনাল। কিন্তু সেগুলো নিয়ে এখনই কথা বলতে চাই না। এদিকে এর আগে দীঘি ওটুঙ্গি পাড়ার মিয়া ভাই নামের ছবিতে নায়িকা হিসেবে প্রথম অভিনয় করেন। কিন্তু ছবিটি এখনও মুক্তি পায়নি। পরেও তুমি আছো তুমি নেই ছবির শুটিং শুরু করেন তিনি। দ্বিতীয় ছবিটিই আগে মুক্তি পাচ্ছে। এতে দীঘির নায়ক হিসেবে আছেন আসিফ ইমরোজ। দীঘির পাশাপাশি ছবিটিতে অভিনয় করেছেন প্রযোজক সিমি ইসলাম কলিও। আরও অভিনয় করেছেন অমিত হাসান, শবনম পারভীন প্রমুখ।



অন্য এক পরী

বিনোদন ডেস্ক: ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়ে আসছেন ঢালিউডের চলতি প্রজন্মের নায়িকা পরীমনি। অভিনয়, সৌন্দর্য, গ্ল্যামার, নাচ, ফিটনেস- সবমিলিয়ে চলচ্চিত্রের নায়িকা হিসেবে যে প্যাকেজটা দরকার তার সবই রয়েছে পরীর মাঝে। অনেক ছবিতে অভিনয় করলেও এ বিষয়টি তিনি সবচেয়ে বেশি প্রমাণ করেছেন গিয়াসউদ্দিন সেলিম পরিচালিত ‘স্বপ্নজাল’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। এ ছবিতে পরীর অভিনয় দর্শকদের হাসিয়েছে আবার কাঁদিয়েছে। সর্বশেষ ‘বিশ্বসুন্দরী’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমেও প্রশংসিত হয়েছেন এ নায়িকা। এ ছবিতে সিয়াম আহমেদের বিপরীতে কাজ করেছেন তিনি। তবে ‘স্বপ্নজাল’ এর পর যে ছবিটি পরীর ক্যারিয়ারে মাইলফলক হতে যাচ্ছে সেটি হলো ‘স্ফুলিঙ্গ’। এটি পরিচালনা করেছেন গুণী পরিচালক ও অভিনেতা তৌকীর আহমেদ।

মুক্তিযুদ্ধ এবং তারুণ্যের সৃজনশীলতার সম্পর্ক নিয়ে সিনেমাটি এগিয়ে যাবে। ব্যান্ড সংগীতের মধ্য দিয়ে সম্পর্কের, সৃষ্টির ও বিপ্লবের নানা রূপ ফুটে উঠবে এতে। পাশাপাশি দায়িত্ববোধের স্পৃহাও তুলে ধরা হবে। ছবির প্রধান নায়িকা চরিত্রে দেখা যাবে পরীকে। আরো অভিনয় করেছেন শ্যামল মাওলা, জাকিয়া বারী মম প্রমুখ। ইতিমধ্যে ছবিটির ট্রেলারে পরীর ঝলক প্রশংসিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ছবিটি নির্মিত হয়েছে। তাই এর বিশেষ উদ্বোধনী প্রদর্শনী হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন অর্থাৎ ১৭ই মার্চে। কিন্তু ছবিটি হলে মুক্তি পাবে ১৯শে মার্চ। পরীমনি নিজেও দারুণ আশাবাদী ছবিটি নিয়ে। এরইমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ছবিটির নিয়মিত প্রচারণা করছেন তিনি। পরী বলেন, ছবিটির গল্প চমৎকার। আর নির্মাণশৈলীর



এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ

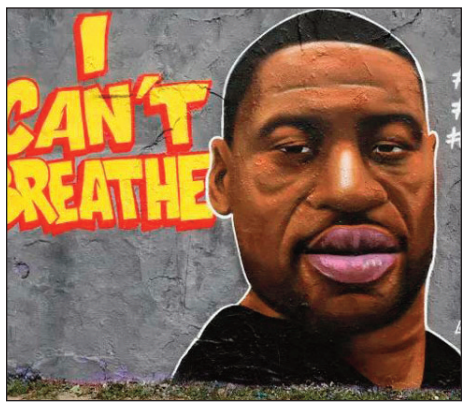


পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



ক্ষতিপূরণ দিয়ে ফ্লয়েড হত্যা মামলার নিষ্পত্তি

(প্রথম পাতার পর)

১দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন চলেছে। এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানেও এ নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে। এবার জর্জ ফ্লয়েডের পরিবারকে দুই কোটি ৭০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে মামলা নিষ্পত্তির ঘোষণা দিয়েছে মিনিয়াপোলিস নগর কাউন্সিল।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে ফ্লয়েড হত্যা মামলা নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব গতকাল শুক্রবার নগর কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে।

জর্জ ফ্লয়েডকে হত্যা করেছেন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক চৌভিন। জর্জ ফ্লয়েডের ঘাড়ে হাঁটু চেপে ধরে ছিলেন তিনি। এতে নিরস্ত্র ফ্লয়েড ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় ২০২০ সালের জুলাইয়ে পুলিশের চারজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা জর্জ ফ্লয়েডের পরিবার।

ফ্লয়েডের বোন ব্রিজেট ফ্লয়েড এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ন্যায়বিচার পাওয়ার কঠিন এই লড়াইয়ে একটা সমাধানে পৌঁছাতে পেরে আমি ও আমার পরিবার সন্তুষ্ট।

তিনি আরো বলেন, ফ্লয়েডের মৃত্যুতে আমাদের মন ভেঙে গেছে। তবে, ভালো লাগছে এই ভেবে যে, কী করে বেঁচে থাকতে হয়, তা বিশ্বকে দেখিয়েছে ফ্লয়েড। সূত্র: নিউইয়র্ক টাইমস

গভর্নর কুমোর বিরুদ্ধে ৭ নারীর যৌন হয়রানির অভিযোগ

(প্রথম পাতার পর)

গভর্নর কুমোর পদত্যাগের দাবি জোরালো হচ্ছে। নিউইয়র্কের সিনেটররা পর্যন্ত তার পদত্যাগ দাবি করেছেন। ফলে এক তালগোল পাকানো অবস্থায় পড়েছেন তিনি। বলা হয়েছে, গভর্নর কুমোর পদত্যাগ দাবি করেছেন ডেমোক্রেট দলের সিনেটর চাক শুমার, ক্রিস্টেন জিলিব্রান্ড।

তারা বলেছেন, নিউইয়র্কারদের আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন কুমো। তাই তার পদত্যাগ করা উচিত। তার বিরুদ্ধে ছয়জন নারী অভিযোগ করেছেন। তারা বলেছেন, কুমো তাদেরকে অনাকাঙ্খিতভাবে চুম্বন করেছেন এবং যৌন উত্তেজিত করেছেন। এর সঙ্গে শুক্রবার যুক্ত হয়েছেন আরো একজন নারী। তিনি ইউইয়র্কের সাবেক একজন সাংবাদিক। তিনিও বলেছেন, তাকে হয়রানী করেছেন কুমো। কিন্তু এসব অভিযোগ পুরোটাই প্রত্যাখ্যান করেছেন কুমো নিজে। ডেমোক্রেট সিনেটররা তার পদত্যাগের যে আহ্বান জানিয়েছেন, তিনি তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। সপ্তম নারী শুক্রবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার আগে কুমো বলেছেন, যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তার কিছুই আমি করিনি। আমি কোনোদিন কাউকে হয়রান করিনি। কাউকে অবমাননা করিনি। কাউকে নির্যাতন করিনি।

ওদিকে শুক্রবারই একটি বিবৃতি দিয়েছেন সিনেট সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা চাক শুমার ও মিসেস জিলিব্রান্ড। এতে তারা বলেছেন, অনেক বিশ্বাসযোগ্য যৌন হয়রানির ও অসদাচরণের অভিযোগের প্রেক্ষিতে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, গভর্নর কুমো তার শাসকদলীয় অংশীদার এবং নিউইয়র্কের মানুষের আস্থা হারিয়েছেন। তাই তার পদত্যাগ করা উচিত।

এর আগে কংগ্রেসওম্যান আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ এবং কংগ্রেসম্যান জামাল বোম্যান একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে তারা বলেছেন, আমরা অভিযোগকারী নারীদের বক্তব্য বিশ্বাস করি। তারা যে রিপোর্ট করেছেন তা বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি এটর্নি জেনারেলকে। আমরা নিউইয়র্ক রাজ্যের ৫৫ সদস্য বিশিষ্ট লেজিসলেটচারকে বিশ্বাস করি। এর মধ্য দিয়ে তারা ওইসব লেজিসলেচার বা আইন প্রণেতাকে বুঝিয়েছেন যারা কুমোর পদত্যাগ দাবি করেছেন। এতে তারা আরো দাবি করেছেন এত সব চ্যালেঞ্জের মুখে কার্যকরভাবে আর নেতৃত্ব দিতে পারেন না গভর্নর কুমো। নিউ ইয়র্কে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিই ইয়র্ক সিটির মেয়র বিল ডি ব্লাসিও। তিনি বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেছেন, সর্বশেষ যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে, তা আমাকে কাছে একটি ঘৃণ্য বিষয়। এর ফলে তিনি আর গভর্নর থাকতে পারেন না।

এন্ড্রু কুমোর ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ২০২২ সালে। গত বছর তিনি নিজের রাজ্যে যেভাবে করোনা মহামারি মোকাবিলা করেছেন তার জন্য তার প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু এই বছর রাজ্যের নার্সিং হোমগুলোতে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর জন্য সমালোচিত হয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাজ্যের আইনসভার স্পিকার কার্ল সেস্টি বলেছেন, কুমোর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তার ভিত্তিতে তাকে অভিশংসন করতে তদন্তে সম্মতি দিয়েছেন। এই তদন্তের প্রথম দিকেই প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হবে। তথ্যপ্রমাণ যাচাই করে দেখা হবে। তারপর অভিশংসনের পথে অগ্রসর হবে রাজ্য আইনসভা। এ খবরে কুমো বলেছেন, তিনি নিরপেক্ষ একটি তদন্তের ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। এই তদন্ত করছেন নিউ ইয়র্ক রাজ্যের এটর্নি জেনারেল লেতিতিয়া জেমস।

স্বাধীনতা দিবসেই যুক্তরাষ্ট্রে করোনামুক্তির উৎসব

(প্রথম পাতার পর)

আপনারা পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আপনার বাড়ির লনে বসে স্বাধীনতার উৎসব করবেন। এটা শুধু দেশের স্বাধীনতা উৎসবই হবে না, করোনা মুক্তি বা কোভিড-স্বাধীনতা উৎসবও হবে।

বাইডেন জানান, শিগগিরই করোনা ভ্যাকসিনকেন্দ্রের সংখ্যা অনেক বাড়ানো হবে। দন্তচিকিৎসক ও পশুচিকিৎসদেরও করোনার ভ্যাকসিন দেয়ার কাজে লাগানো হবে। মোবাইল ভ্যাকসিন কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় যাবে। বাইডেনের মতে, লড়াই শেষ হয়নি। ফলে এখন আলগা দিলে চলবে না। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে মাস্ক পরতে হবে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং হাত ধুতে হবে। ভাইরাসকে হারিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা সম্ভব হবে।

হঠাৎ করেই করোনা সংক্রমণ বাড়ছে বাংলাদেশে

(প্রথম পাতার পর)

পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরাও। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশে গণটিকা কার্যক্রম চালু হয়েছে। শনিবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ১৪ জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ১২ জন। দুই মাসের ব্যবধানে বুধবার (১০ মার্চ) প্রথমবারের মতো শনাক্তের সংখ্যা হাজারের ঘরে পৌঁছায়। এদিন এক হাজার ১৮ জন শনাক্ত হয়েছেন।

১১ মার্চ এক হাজার ৫১ জন, ১২ মার্চ শনাক্ত হন এক হাজার ৬৬ জন। বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের সর্বোচ্চ হার ছিলো গত জুলাই মাসে। এ পর্যন্ত মাস হিসেবে মোট সংক্রমণের ২২ দশমিক ৪৬ ভাগ হয়েছে ওই মাসে। আর গত ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বনিম্ন দুই দশমিক ৮২ ভাগ সংক্রমণ হলেও এখন তা আবার বাড়ছে। চলতি বছরের মার্চ মাসের প্রথম সাত দিনেই তা চারভাগ ছাড়িয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় হাসপাতালগুলোতে চাপ বাড়ছে। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের আইসিইউগুলোতে আসন সংকট দেখা দিচ্ছে। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানেই বড় ধরনের এই পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন চিকিৎসকরা।

কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউ'র প্রধান ও অ্যানেস্থেসিওলজি অধ্যাপক ডা. শাহজাদ হোসাইন মাসুম ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'পরিস্থিতি আবার খারাপের দিকে যাচ্ছে। আমরা নিজেরাই নতুন পরিস্থিতিতে হতভম্ব। এটা যে টিকা আসার পর মানুষ গাছাড়া দিয়েছে শুধু সেই কারণেই হচ্ছে তা আমার মনে হয় না। তাহলে তো আগেই হতো।

তিনি মনে করছেন, করোনার নতুন কোন স্ট্রেইনের কারণে এর বিস্তার ঘটতে পারে। সেটি হতে পারে বাইরে থেকে এসেছে অথবা বিদ্যমান ভাইরাসই নিজেকে বদলে আরো শক্তিশালী হয়েছে।

তিনি সবাইকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আমাদের সামাজিব দূরত্ব অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। টিকার কারণে গাছাড়া দিলে হবে না। আর মাস্ক অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হবে।

তিনি জানান, করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজ নেয়ার দুই সপ্তাহ পর তা কার্যকর হয়। প্রথম ডোজ নিয়েই শরীরে কোভিড প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কাজেই টিকা নিয়েই নিশ্চিত হওয়া বা স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষা করা ভয়ংকর বলে উল্লেখ করেন এই চিকিৎসক।

এদিকে ৩০ মার্চ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার কথা থাকলেও এই পরিস্থিতিতে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এ ব্যাপারে আবারো জাতীয় পরামর্শক কমিটির মতামত নেয়া হবে।

টিকা নেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি

(প্রথম পাতার পর)

না মেনে ঘরের ভেতর পুরো টিকা হয়ে যাওয়া অন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে বলে সিডিসির গবেষণায় বলা হয়। এছাড়া টিকা হয়নি এমন অন্য একটি পরিবারের সঙ্গে ভেতরে মেলামেশা করতে পারবে, যদি স্বাস্থ্যগত কারণে ভাইরাস থেকে গুরুতর অসুস্থ হবার ঝুঁকি তাদের কারোর না থাকে।

তবে জরুরি নয় এ ধরনের ভ্রমণ এবং অনেক মানুষের ভিড় তাদের এড়িয়ে চলতে হবে। এছাড়া ঘরের বাইরে গেলে মুখে মাস্ক পরতে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত তিন কোটি মানুষকে পুরো ডোজ টিকা দেয়া হয়ে গেছে।

সিডিসি বলছে, টিকা নেয়া মানুষ, যারা টিকা নেননি তাদের সংক্রমিত করতে পারে এমন ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে, কারণ টিকা নেয়া ব্যক্তির রোগ ছড়ানোর ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

দেশটিতে দুই কোটি ৯০ লাখ মানুষ এ পর্যন্ত করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং মারা গেছে ৫ লাখ ২৫ হাজার মানুষ।

ফোনালাপ ফাঁস ট্রাম্পের

(প্রথম পাতার পর)

নির্দেশ দিয়েছিলেন তখনকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিকে তিনি এই ফোন দিয়েছিলেন। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এমন খবর দিয়েছে।

এতে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জর্জিয়ায় চলমান তদন্ত নতুন মোড় নিয়েছে। ফ্রান্সিস ওয়াটসন নামের ওই তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে ছয় মিনিটের ফোনালাপ হয়েছে ট্রাম্পের।

রিপাবলিকান এই প্রেসিডেন্ট তাকে বলেছেন, জর্জিয়ার ভোটে তিনি জয়ী হয়েছেন। জো বাইডেন জয়ী হওয়ার ফল এলেও ট্রাম্প বলেন, জর্জিয়ায় খারাপ কিছু ঘটেছে। তিনি কিছুতেই হারতে পারেন না।

তদন্ত কর্মকর্তাকে ট্রাম্প অনেক পুরোনো সইয়ের সঙ্গে প্রত্যেক ভোটদাতার স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখার অনুরোধ করেন। ট্রাম্প ওয়াটসনকে বলেন, জাল ভোট আবিষ্কার করে সঠিক ফল বের করে আনলে তিনি (ওয়াটসন) প্রশংসিত হবেন। জালিয়াতির কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য না দিয়েই ট্রাম্প জাল ভোটের খোঁজের জন্য নির্বাচনী তদন্ত কর্মকর্তাকে চাপ দিতে থাকেন।

ওয়াটসন বলেন, তিনি ট্রাম্পকে আশ্বস্ত করেন যে তার তদন্ত দলের পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করার জন্য তারা কাজ করছেন।

ট্রাম্পকে যুক্তরাষ্ট্রের মহান

(প্রথম পাতার পর)

সবচেয়ে মহান প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ট্রাম্পকে বাঁধাই করা সম্মাননা সনদ দেওয়ার জন্য অঙ্গরাজ্য রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে স্থানীয় সময় শনিবার রাতে নেতারা ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে পৌঁছান। ক্ষমতা ছাড়ার পর সেখানেই অবস্থান করছেন ট্রাম্প। ফক্সনিউজ।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প যা অর্জন করেছেন, তা জো বাইডেন সিনেটর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে অর্জন করতে পারেননি। করোনা মোকাবিলা, টিকা বিতরণ, মহামারির সময় কর্মহীনদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার জন্য ট্রাম্পের ভূমিকার বিষয়টি সম্মাননাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অ্যালাবামা অঙ্গরাজ্য রিপাবলিকান পার্টির নির্বাহী কমিটির নেতা পেরি হুপার জুনিয়র বলেন, দলের অঙ্গরাজ্য কমিটির প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের মহৎ সব কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

২০১৬ ও ২০২০ সালে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করেন পেরি হুপার। তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে যা করেছেন, আমেরিকার ২৪৫ বছরের ইতিহাসে কোনো নেতা তা করতে পারেননি।

পেরি হুপার বলেন, রোনাল্ড রিগ্যান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে কেউ মনে করেননি যে তাঁর চেয়ে ভালো কাজ কেউ করতে পেরেছেন। কিন্তু এখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের নাম এলে পেরি হুপারের মনে হয়, তাঁর মতো কোনো প্রেসিডেন্ট আমেরিকা কখনো পায়নি।

পেরি হুপার বলেন, তিনি শুধু অ্যালাবামা অঙ্গরাজ্যের কথাই বলছেন না, আমেরিকার যে সাত কোটি মানুষ ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন, তাঁদের মনের কথা বলছেন।

গত শুক্রবার রাতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হঠাৎ করে মার-এ-লাগো ক্লাবে প্রাণী উদ্ধার প্রকল্পের জন্য তহবিল সংগ্রহের এক নৈশভোজে উপস্থিত হন। মাথায় 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' ক্যাপ পরে ট্রাম্প নৈশভোজে বলেন, কুকুর উদ্ধার প্রকল্পের যেকোনো কর্মসূচিতে তাঁর শতভাগ সমর্থন রয়েছে। বিষয়টি জরুরি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

কুকুরের কল্যাণে কাজ করা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পাঁচ লাখ ডলার অর্থ সংগ্রহের জন্য এই নৈশভোজের আয়োজন করে। সংস্থাটি চীন থেকে বিপন্ন প্রজাতির কুকুর সংগ্রহ করে আমেরিকার আশ্রমে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই নৈশভোজে বলেন, তিনি ঘোষণাটি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নন। তবে নৈশভোজে যোগ দেওয়ার পথে তিনি শুনেছেন, সবাই 'লারা ট্রাম্প', 'লারা ট্রাম্প' বলে চিৎকার করছেন। পুত্রবধূ লারাকে ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। তিনি বলেন, তিনি জেনেছেন, লারা নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ট্রাম্প তার পুত্রবধূ লারার সিনেটে নির্বাচন করার একটা অনানুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন। টিভি উপস্থাপক লারা সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ছেলে এরিখ ট্রাম্পের স্ত্রী।







নিউইয়র্কে মাসব্যাপী বঙ্গবন্ধু'র দুর্লভ ১০০ ছবির প্রদর্শনী শুরু

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কে মাসব্যাপী বঙ্গবন্ধু'র দুর্লভ ১০০ ছবির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। ঐতিহাসিক সাতই মার্চ রোববার স্থানীয় সময় বিকেলে এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি'র সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। এসময় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

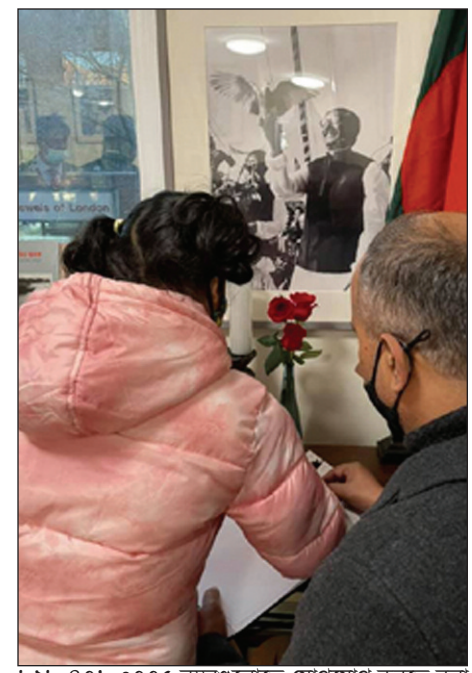
মুক্তধারা নিউইয়র্ক'র উদ্যোগে জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীটস্থ আইএসপি ভবনের দোতলায় আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রদর্শনীর সমন্বয়কারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ। বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শিল্পী তাজুল ইমাম। বঙ্গবন্ধু স্মরণে কবিতা আবৃত্তি করেন এফআরএম রাশেদুল হাসান ও স্বাধীন মজুমদার। আরো বক্তব্য রাখেন মুক্তধারার বিশ্বজিত সাহা, প্রদর্শনীর কিউরেটর ড. ওবায়দুল্লাহ মামুন, সমন্বয়ক শুভ রায় ও গোপাল সান্যাল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন নতুন প্রজন্মের সাংস্কৃতিক সংগঠক সেমন্তী ওয়াহিদ।

প্রদর্শীতে উপস্থাপিত ছবিগুলোতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রাম-আন্দোলন-লড়াই, কারাবাস আর বাঙালীর স্বাধীনতা অর্জনের পথ-পরিক্রমায় নানান চিত্র ও প্রসঙ্গ দুর্লভ ১০০টি ছবিতে ফুটে উঠেছে। ২৫ দিনব্যাপী এই প্রদর্শনী চলবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত। নিউইয়র্কে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে প্রদর্শনী কেন্দ্রে (৩৭-০৭ ৭৪ স্ট্রিট) উপস্থিত হয়ে যেকোন দর্শক সোমবার-শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা এবং শনি ও রোববার বেলা ১১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত দর্শন করতে পারবেন এবং এই সময় প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকবে।

প্রবাসে জন্ম নেয়া এবং বড় হওয়া নতুন প্রজন্মের সু-বিধার্থে প্রদর্শিত প্রতিটি ছবির ক্যাপশন বাংলার পাশাপাশি ইংরেজীতে লেখা হয়েছে। যাতে তারা বঙ্গবন্ধু ও তার রাজনৈতিক জীবন তথা বাঙালীদের স্বাধীনতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে পারে।

মুক্তধারার স্বত্তাধিকারী বিশ্বজিত সাহা বঙ্গবন্ধুর ছবি প্রদর্শনী সম্পর্কে বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর আগে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বহির্বিশ্বে এমন ব্যতিক্রম আয়োজন হয়নি। আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে অনেক কষ্ট করে বঙ্গবন্ধুর দুর্লভ সব ছবি সংগ্রহ করেছি। এতে বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা আর বাংলাদেশকে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি জানান, ১৯৪৭ সালে কলকাতায় মহাত্মা গান্ধী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজি-জুর রহমান, ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারী পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে লন্ডন থেকে ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ স্বহস্তে গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে বিদায় জানানো, ১৯৭৪ সালে ওয়াশিংটনে বাঙালীদের দেয়া অনুষ্ঠানে 'জাতির পিতা'র যোগ দেয়ার ছবিসহ এমন অনেক দুর্লভ আলোকচিত্র দেখা যাবে এই প্রদর্শনীতে। বলেন, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম সহ প্রবাসীদের কাছে আমরা বঙ্গবন্ধুকে ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরতেই এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি।

বঙ্গবন্ধুর ১০০ ছবির প্রদর্শনী আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থী এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ছবিগুলো দেখছেন। অনেকের সাথে তাদের সন্তানরাও প্রদর্শণী দেখতে আসছেন। ছবি দেখতে এপয়েন্টমেন্টের জন্য ৩৪৭-৬৫৬-৫১০৬ অথবা ৫১৬-৫৭৪-২৯৮৫ অথবা ৯২৯-২৩১-৮৪৫৭ অথবা ৯২৯-৪৭১-৩৭৭৫ নম্বরগুলোতে যোগযোগ করতে বলা হয়েছে।



১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

এখন থেকেই ট্যাক্স ফাইলিংএর প্রস্তুতি নিন।

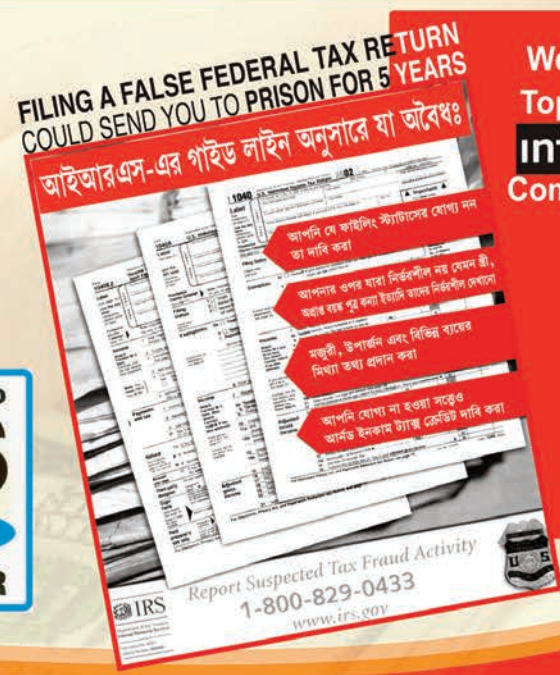


Steven M. Levy CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রকক্ষা পাবেন।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



We are Top 500 Intuit Company

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com



সাহিত্য সাময়িকী

অভিসার
জাহাঙ্গীর ফিরোজ

বাঁকা রাতের সরল সোজা চাঁদ
বসলো এসে ভোমরা ক্যাচা ফলে
তখন কালো মেঘের ভেজা শার্ট
ঘামের গন্ধে উসকে দিলো রাত ।

হাওয়ায় দুলে পরাগ মাখে ফুল
ভাঙা চাঁদের মাকড়ি কানে, চুল
এলিয়ে পড়া খোঁপার কাঁটা খুলে
বিছিয়ে দিলো নরম কচি ঘাসে ।

ফাগুন লাগা মাঠের পাগল হাওয়া
দম টেনে নেয় ভেজা শরীর থেকে;
শঙ্কা এলেন, দুয়ার খোলে কেউ
চমকে ওঠে নীল দীঘিতে ঢেউ ।

চাঁদের আলো পান করেছে চাঁদ
হৃদয় নাচে অভিসারের রাত
কে চাঁদ কে রাত কে বা ভ্রমর ফুল
ঘোর লেগেছে ভাঙছে নদীর কূল ।

বাঁকা রাতের সরল সোজা চাঁদ
ক্যান নদীতে জোয়ার ডেকে আনে
সব ভেসে যায় সব ভেসে যায় বানে ।

কাঙ্খা
আবু মকসুদ

বুক হতে চায় পাহাড়ি ঝর্ণা
সমতলের খোঁজে
ইতিউতি যখন তখন ।

মনে হতে চায় পাখির ডানা
সন্ধ্যার ভয় উপেক্ষা করে উড়াল দেয়া
ধান-কাউনের বন । চোখ হতে চায়
পদ্ম দীঘি, ফুলে ওড়া প্রজাপতি
হতে ব্যাকুল হৃদয় ।

একদিন হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে
ঘন নিবিড় বনের মাঝে একচালা ঘর
জবা গাছের নিচে উড়ন্ত উনুন ।
সবুজ সবজি, উদর পূর্ণ করে
চাটাইয়ে প্রশান্তির ঘুম ।

ইচ্ছে করে চলে যেতে ভাটির দেশে
মাছের আঁশটে গন্ধ গায়ে মেখে
কাটাতে বাকিটা জীবন ।

নগর জীবন ভালো লাগে না,
ইটের কীটে বিপন্ন
শ্বাস মৃত্যু ডেকে আনছে ।

ভালো লাগে না আর
রঙচঙে মেকি জীবন ।
পুনরায় সুযোগ পেলে
চাইবো আকাশ জীবন,
ঘন বনের মৃত্তিকা জীবন,
চাইবো বৃক্ষ জীবন,
পাখির ডানার মুক্ত স্বাধীন জীবন ।

কাগজের নৌকা
নাজনীন খলিল

রাতের বোতল উপুড় করে, দীর্ঘশ্বাসের মদ পান করেছি গোপনে
তার ক্বফোঁটা ভাগ আমি নদীকে দিয়েছি
গড়াতে গড়াতে ঠিক মিশে গেছে সমুদ্রের নুনে ।

আজ আবার বৃষ্টি
আজ আবার কাগজের নৌকা ভাসানো দিন ।

কতদিন স্বপ্নের স্বাক্ষর এঁকে ভাঙ্গিয়েছি রংগীন কাগজ ।

পায়ে পায়ে নিগড়ের নিষ্ঠুর ঝনৎকার ছিল । পথ ক্ষমাহীন ।
আকাশ-উদ্যানের সিঁড়িতে রেখেছি দ্বিধান্বিত পদক্ষেপ

কত নক্ষত্রের ফুল জমে আছে আকাশের গোপন পকেটে,
আজো খুঁজে ফিরি ।

পাথরে পাথর ঘষা আগুন থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে যে তারার ফুলগুলো
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি,
মায়াবতি স্বপ্নের ভেতর থেকে কুড়িয়ে নিয়েছি এক টুকরো চাঁদ ।

গন্তব্য অজান্ত-
ঘাসফড়িংয়ের পেছনে ছুটতে ছুটতে
আমিও যে কতবার ঘাস হয়ে গেছি তৃণমূলের জলকণা জানে ।
আজ আবার
আনমনে ঢুকে পড়ি এক ছবিঘরে
দেয়ালে ঝুলন্ত ক্যানভাসে খুঁজি
মেঠো আলপথ, শিশির ছড়ানো সর্ষের ক্ষেত ।

মরফিন-চর্চায় নি:সাড় পড়ে আছে যে অচেতন দেহ
সে কি সারিবদ্ধ হাতের কপাট খুলে হারিয়ে ফেলেছে জাদুর কপোত ।

কীর্তিনাশা চাঁদ
বীরেন মুখার্জী

এইসব ভাঙাচোরা রাতে অপার বিস্ময় ফুঁড়ে
কী দারুণ উঠে আসে চঞ্চলা যুবতী চাঁদ!
আমি খই ভাজা দুপুর ভুলে বাতাসে ভাসতে দেখি
চুলের সুঘ্রাণ; তুমি কেন পরিধি খোলো রাত এলে?

এমন প্রশ্নের জালে চিন্তার জড়োয়া খুলে
মৌলিক দৃশের পাশে ঝুলে ছিল তোমার হাসি;
জানতে চাই, কাকে দিয়েছ সেই রত্নপাথর,
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুতীব্র মথিত সুর?

শুধু কবি জানতে চায়, করোজ্জ্বল খনিজ আর
সোনারঙে ফুটন্ত শরীর ঢেলেছ কার পায়ে?
কেননা, এইসব রাতে কীর্তিনাশা চাঁদও
কমলালেবুর মতো রসালো হয়ে ওঠে!

আকাশ থেকে জলে
লুৎফা শাহানা

আজ উড়েছি অনেক উঁচুতে,
আকাশ ছুঁয়েছে মন।
প্রেমের পঙতিমালা লিখেছি সেখানে,
ভিজবে তপোবন ।

আজ নেমেছি কেতকীর জমিতে,
বৃষ্টিরা চঞ্চল ।
মুঠি মুঠি কণা জমেছে হৃদয়ে,
ভিজেছে শেফালী- আঁচল ।

আজ নেমেছি অথৈ জলেতে,
অতল হরিৎ নীল ।
অবাক পৃথিবী জড়িয়ে রেখেছে,
রঙেরা ঝিলমিল ।

সাক্ষ্যচিহ্ন
রুহুল কাদের

পথের ধুলো সাক্ষ্য দিও
সাক্ষ্য দিও বালুদানা
হেঁটেছি, এঁকেছি ঘামকালির পদছাপ,
উৎকর্ণ পাখি কিংবা বাঁকের বৃক্ষ শুনেছে
নীড়খোঁজা আত্মার বিলাপ ।

লিখনস্বর
কালের লিখন

স্বাধীনদেশের মানুষ আমি, পরাধীন আজ ডরে;
খামচি-মাতাল কালোবেড়াল কণ্ঠচেপে ধরে ।
নুয়ে আছি কেঁচোর মতো
বড়ো হচ্ছে জখম-ক্ষত
মনতন্ত্র হারিয়েছে ভিন-নাগরের ঘরে ।

কণ্ঠে আমার দ্রোহ তো নেই, জোর কমেছে স্বরে;
নিজের মায়ের দখল নিল্লেঅচেনা ও পরে ।
বেঁচে আছি রাজার গাঁয়ে
শেকলপরা হাতে-পায়ে
ধুঁকে ধুঁকে মরে যাচ্ছি অতুল অনাদরে ।

দেশ কি তোমার একার নাকি? শুল্ক আছি চরে ।
স্বাধীনকথা স্বাধীনব্যথা আড়াল হতে নড়ে ।
বলতে গেলে বাঁধসাধো;
লজ্জা পায় দেখে চাঁদও!
স্বাধীনতা ক্ষীণ, অধিকার আজ জাদুঘরে ।

বুদ্ধি মেরে শুদ্ধি ঝেড়ে যাবেই তো সেই সরে ;
চেতনা তো আলোর মতো, সেকি কভু মরে
মারতে পারো লেখক-কবি;
মুছতে পারো জ্ঞানীর ছবি;
কীবোর্ড-কলম যায় না তবু চিরতরে ঝরে ।

শিরোনামহীন
বঙ্কিমকুমার বর্মন

কথা বলো, চুপ থাকা দায়
এই কথা শুনে
বলে ওঠে বটগাছের দীর্ঘ ছায়া
পৃথিবীর প্রকৃত ভালোবাসা বোঝোনি ।

এতসব ভাঙনের গল্প
কী করে মিলাই বলো,
সবুজ পাতারা বলে
এটাইতো সংসারে দুঃখের বিষয় ।

কথার কারুকাজ
আবদুল মতিন রিপন

মনের ইথারে করো আজ অনর্গল কথার বিন্যাস
কথায়-কথায় ঠোকাঠুকি হোক, খেলে যাক বিদ্যুতাভা
মৌনতাকে পরাজিত করে অবিরাম কথার উল্লাস
আসুক কথার বুকে নিথরতাভাঙা শব্দের মিছিল
কথাসুরে কথাগানে কথাছন্দে অমিতাভ কথাতাপে
চিরতরে পুড়ে যাক আমাদের আজন্মের নীরবতা
শান দাও কথার ফলায় কথাধারে কেটে যাক বধির প্রাচীর
কথায় কথায় কথা সেলাই করবো আজ
কণ্ঠে কণ্ঠে ফোটাবো কথার কারুকাজ ।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও কিশোরের কান্না!

(৩১ পাকার পর)

আজও হয়ে উঠতে পারেনি বাংলাদেশ। গণতন্ত্রের ধারণাকে আমরা ধূলিসাৎ করে দিয়েছি। এর স্থান দখল করেছে কর্তৃত্ববাদ। সুশাসন এখানে নির্বাসিত। বিচারের বাণী এখানে নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। মিডিয়ার মতে, বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়ার দ্বারপ্রান্তে। নামমাত্র নির্বাচন হলেও নির্বাচনীব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। বিনা ভোটে নির্বাচন হয়, দিনের ভোট আগের রাতেই হয়ে যায়। সংসদ থাকলেও সেখানে চলে একটিমাত্র দলেরই 'কেচ্ছাকাহিনী'। ওই দলের নির্দেশেই চলে 'গৃহপালিত বিরোধী দল'।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউট ও মিত্তাল ফাউন্ডেশনের আয়োজনে 'পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ : ফিরে দেখা ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক এক অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় গত বৃহস্পতিবার। এতে অংশ নিয়ে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর চললেও বাংলাদেশে এখনো কার্যকর নির্বাচনব্যবস্থা তৈরি করা যায়নি। ২০০৮ সালের পর যেসব নির্বাচন হয়েছে সেগুলো 'নন-ইলেকশন' বলা যায়। একইভাবে বাংলাদেশে সংসদও অকার্যকর। সেখানে কারো জবাবদিহির ব্যাপার নেই। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া অভিজাত শ্রেণী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করার রীতি চালু করেছে। অধ্যাপক রওনাক জাহান বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো কালো আইন দিয়ে সংবাদমাধ্যমকে শৃঙ্খলিত এবং মতপ্রকাশকে বাধা প্রদান করার ঘটনা উদ্বেগজনক।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফ্রিডম সংস্থা ২০২১ সালের তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা একদমই কম বাংলাদেশে। রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে আংশিক স্বাধীন দেশগুলোর মধ্যে তলানিতে বাংলাদেশ। এর আগে গত ৩ ফেব্রুয়ারী ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গণতন্ত্রের সূচকে বাংলাদেশকে 'হাইব্রিড রেজিম' দেশের তালিকায় স্থান দেয়া হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশে কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা রয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারী ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়, দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের আরো অবনতি হয়েছে। এ ছাড়া ক্ষমতার অপব্যবহার, বিচারহীনতা, মতপ্রকাশ ও জবাবদিহিতার অভাবকেও বর্তমান অবস্থার অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন তারা।

বিনা বিচারে হত্যা, গুম, রিমান্ডের নামে নির্যাতন এবং ধর্ষণের মতো ঘটনাও বাংলাদেশের ইমেজকে দারুণ ক্ষুণ্ন করছে। ৩ মার্চ হাইকোর্টে পুলিশপ্রধান আইজিপির পক্ষে দেয়া রিপোর্টে বলা হয়, গত পাঁচ বছরে (২০১৬-২০২০) শুধু বিভিন্ন থানাতেই ২৬ হাজার ৬৯৫টি ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে।

কার্টুনিস্ট কিশোরের কান্না!

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় ১০ মাস আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন লেখক মুশতাক আহমেদ। জীবন নিয়ে



তিনি আর ঘরে ফিরতে পারেননি। বিনা বিচারে অন্ধকার কারাগারে ছিলেন। বন্দী অবস্থায়ই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কারাগারে তার মৃত্যুর কারণ 'নির্মম নির্যাতন' বলেও অভিযোগ রয়েছে।

কারাগার থেকে বেঁচে ফিরেছেন কার্টুনিস্ট কিশোর। জামিনে তিনি ১১ মার্চ বৃহস্পতিবার মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তার জীবনটা এখন আর স্বাভাবিক নেই। গত বছরের ২ মে বাসা থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা কার্টুনিস্ট আহমেদ কবির কিশোরকে তুলে নেয়। অভিযোগ মতে, এরপর অজ্ঞাত স্থানে ৬৯ ঘণ্টা রেখে কার্টুন নিয়ে প্রশ্ন ও নির্যাতন চালানো হয় তার ওপর। কারাগারে নির্যাতনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন কিশোর। আইনজীবীর চেম্বারে সাংবাদিক শেখ সাবিহা আলম তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেমন আছেন? কিশোর কান দেখিয়ে বলেন, দেখুন, পুঁজ পড়ছে। দেখান কালশিটে পড়া দুই পা। এর আগে আইনজীবীর কক্ষে ঢোকেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। মুশতাক আহমেদের কথা তুললে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। জানা যায়, স্বাধীন দেশে কিশোর নামের একজন যুবকের কার্টুন আঁকাই ছিল অপরাধ। স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশ থেকে তার এটাই কি ছিল পাওয়া? হ

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.





SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না



Free Consultation



কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্‌স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)



ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রুকস
ম্যারেজ রেজিষ্টার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
ফ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে "বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা" দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থবুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.




BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.

Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

যোগাযোগ কম: আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না: এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি- ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও: ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্তু বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ: আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন। এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

কি করবেন? যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwka-malmortgage tips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Inspiring

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও কিশোরের কান্না!



সৈয়দ আবদাল আহমদ

২৬ মার্চ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। একটি দেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির দিনটি খুবই আনন্দের এবং গৌরবের।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা শুরু করেছিলাম মহান মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সে বছর ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হই। বিশ্বের বুকে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী উদযাপন করে। রক্তে অর্জিত আমাদের সেই স্বাধীনতারই আজ ৫০ বছর পূর্তি, সুবর্ণজয়ন্তী, এর চেয়ে আনন্দের দিন আর কী হতে পারে?

স্বাধীনতা নিয়ে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। সেই উক্তিটি হচ্ছে– 'আলোক ব্যতীত যেমন পৃথিবী জাগে না, স্রোত ব্যতীত যেমন নদী টেকে না, স্বাধীনতা ব্যতীত তেমনি জাতি কখনো বাঁচিতে পারে না।' দীর্ঘ দিন আমরা পরাধীন ছিলাম। ব্রিটিশের পরাধীনতার পর পাকিস্তানের পরাধীনতা। এই পরাধীনতায় কোনো রকমে আমরা বেঁচে ছিলাম, যাকে 'বেঁচে থাকা' বলা যায় না। তাই একদিন আমরা বাঁচার মতো বাঁচতে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলি। নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধ করে স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনি। সেই দিনটিই ২৬ মার্চ। এক গোলাপ ফোটানো দিন। লক্ষ প্রাণের দানে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এসেছে এই অমূল্য দিন।

একাত্তরের রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠি নিয়ে 'একাত্তরের চিঠি' শিরোনামে গ্রন্থ সম্পাদনা করতে গিয়ে সাহিত্যিক রশীদ হায়দার লিখেছেন, 'স্বাধীনতার জন্য প্রাণের আবেগ যখন দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীর যত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রই ব্যবহার করা হোক না কেন, সেই আবেগের কাছে তা তুচ্ছ হয়ে যায়। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি আমেরিকা-ভিয়েতনাম যুদ্ধে। বিশ্ববাসী সেই প্রমাণ পুনরায় প্রত্যক্ষ করে ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে।'

সত্যিই সেদিন স্বাধীনতার জন্য আমাদের প্রাণের আবেগ দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছিল। তাই রক্ত ঝরাতে আমরা পিছপা হইনি। আর রক্ত দিয়েই আমরা লিখেছি বাংলাদেশের নাম। তাই বাঙালি জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় একাত্তর, শ্রেষ্ঠ ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ আর শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার চেয়ে প্রিয় কোনো শব্দ নেই। এ শব্দটির উচ্চারণে শরীরে আনন্দের শিহরণ বয়ে যায়। এই আনন্দ



একেকজনের কাছে একেক রকম। কেউ স্বাধীনতা উপভোগ করে গলা ছেড়ে মুক্তির গান গেয়ে। কেউ ভরদুপুরে শানবাঁধানো ঘাটে পা ভিজিয়ে কবিতা পড়ে। কেউ এক পশলা বৃষ্টিতে ভিজে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে। স্বাধীনতা মানে মুক্তি। স্বাধীনতা মানে লাল সবুজের পতাকা হাতে দুরন্ত গতিতে কিশোরের ছুটে চলা। স্বাধীনতা মানে কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার শব্দের ঘুঙুর।

মনীষীদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা

দার্শনিক প্লেটো বলেছেন, 'স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গৌরব। একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই স্বাধীন মানুষেরা বসবাস করতে ভালোবাসে।' এ সম্পর্কে রুশোর উক্তি হচ্ছে, 'যে দেশে গণতন্ত্র নেই, সে দেশে 'স্বাধীনতা নেই।' শিলার বলেছেন, 'স্বাধীনতা যেখানে সীমাহীন, আনন্দও সেখানে সীমাহীন।' জর্জ বার্নার্ডশ-এর মত হচ্ছে, 'স্বাধীনতার অর্থই দায়িত্ব।' বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা তার 'লং ওয়াক টু ফ্রিডম' বইয়ে লিখেছেন, 'স্বাধীনভাবে কথা বলতে না পারা পরাধীনতারই শামিল। স্বাধীনতার সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার জন্য আমাকে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হয়েছে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমি স্বাধীনতার পাহাড়ে আরোহণ করেছি। পাহাড়ে উঠে দেখতে পেলাম আশপাশে আরো অনেক পাহাড় আছে। সেগুলোতেও উঠতে হবে আমাকে। আমি এখন যে পাহাড়ে আছি সেটা একটু বিশ্রাম নেয়ার জায়গা মাত্র। আমাকে ছুটতে হবে অনেক দূরে। এ পথে আসবে অনেক বাধা-বিপত্তি। তবুও আমাকে ছুটতে হবে। বিশ্রাম নেয়ার কোনো অবকাশ নেই।'

বাংলাদেশের অর্জন কতটুকু?

স্বাধীনতার ৫০ বছরের পূর্তিকালে আমরা মনীষীদের এই উক্তিগুলো যদি পর্যালোচনা করি তাহলে কী দেখতে পাই? বাংলাদেশে সত্যিকারের স্বাধীনতা কি আমরা ভোগ করতে পারছি? নাগরিকরা কতটা স্বাধীন? গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান কোথায়? ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের দৃষ্টান্ত এখানে কি আছে?

এগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে হতাশই হতে হবে। তবে এটা ঠিক, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্জন কম নয়। এ সময়ে দেশের যে উন্নয়ন হয়েছে তাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখা যায় না। বিশেষ করে সামাজিক খাতের উন্নয়ন বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। এই সেদিন, জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হয়েছে। অবশ্য অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ বলেছেন, এর অর্থ নতুন করে আমরা উন্নয়নশীল দেশ হতে যাচ্ছি না। এলডিসি হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেই কিছু দেশের গ্রুপ (উপ-গ্রুপ), যারা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) অধীনে কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট তিনটি সূচকের অনগ্রসরতা নিয়ে চিহ্নিত হয়।

আমরা সেই সূচকের শর্তগুলো পূরণ করে উন্নয়নশীল দেশের সেই উপ-গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি এবং এলডিসির সুবিধাগুলো এরপর থেকে আর পাবো না। থিংকট্যাংক সিপিডি বলেছে, এলডিসি তালিকা থেকে বের হওয়ায় বাংলাদেশে চার ধরনের প্রভাব পড়বে। শুল্কমুক্ত বাজারসুবিধা হারাবে, বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য ইস্যুগুলো কঠিন হবে, দেশের ভেতরে ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাধ নীতির স্বাধীনতা হ্রাস পাবে এবং আইন কানুন প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে।

ক্ষুদ্র একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও ইতোমধ্যে বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশের ভূমিকা রয়েছে। জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আটটি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশুমৃত্যু কমানো এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে দেশটি। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেয়ার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। যেমন শিক্ষাসুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্যসুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদানকার্যক্রম। কৃষিক্ষেত্রে ধানের বাম্পার ফলন, মৎস্য চাষ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে সড়ক সেতু কালভার্ট নির্মাণেও বাংলাদেশের উন্নতি লক্ষণীয়।

তবে প্লেটোর ভাষায় স্বাধীনতা যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গৌরব,

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



Sheikh Salim
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ক্রটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

KUWAIT AIRWAYS
APPROVED IATA
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY
25th Anniversary 1990 2015
Authorised IRS e-file Provider

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY

Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁমষ জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎনু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?
ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health

INAMULHAQUE M SABOOR,MD

Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভূল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

চট্টগ্রাম সমিতি সদস্য নবায়নের সময় বর্ধিত

(শেষের পাতার পর)

মহমারী রোগ কোভিড-১৯, প্রাকৃতিক দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে চট্টগ্রাম সমিতি'র সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর সময় বর্ধিত করণে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা'র প্রধান নির্বাচন কমিশনার শাহজাহান মাহমুদ জানান, ১৪ মার্চ রোববার সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর শেষ তারিখের পরিবর্তে আগামী ৪ এপ্রিল ২০২১ রোববার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বর্ধিত হলো। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে চট্টগ্রামবাসীকে সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্তির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

টরন্টোয় ভাষা সৌধ নির্মাণ কাজ শেষ

(শেষের পাতার পর)

যাওয়ার সুবিধা তৈরিসহ অল্পকিছু কাজ সম্পন্ন হলেই এটি সিটি অফ টরন্টোর কাছে হস্তান্তর করা হবে। এর মধ্য দিয়ে টরন্টোয় বসবাসরত বাংলাদেশীদের দীর্ঘ দিনের দাবী ও প্রত্যাশা শহীদ মিনার নির্মাণের দুই দশকের বেশি সময়ের স্বপ্ন এবং প্রচেষ্টার বাস্তবায়ন ঘটতে যাচ্ছে।

সিটি অব টরন্টোর সহায়তায় অর্গানাইজেশন ফর টরন্টো ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে মনুমেন্ট ইনক (ওটিআইএমএলডি) এই ভাষা সৌধ নির্মানের দেখভাল করে এবং সাফল্যের সাথে এর নির্মাণকাজ পরিচালনা করে।

গত ৭ নভেম্বর টরন্টো মেয়র জন টরি, কাউন্সিলর ব্রাড ব্রাডফোর্ড, এম পি ন্যাথানিয়াল আরস্কীন, এম পি পি ডলি বেগম ও রীমা ম্যাকগুয়ান এবং ওটিআইএমএলডি এর প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ভূমি খননের মাধ্যমে ভাষা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

বরফ এবং ঠান্ডার কারণে এতোদিন আবৃত থাকলেও সম্প্রতি ভাষা সৌধটি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। বাঙালীর প্রাণকেন্দ্র ডেনফোর্থের লাগোয়া ডেনটনিয়া পার্কে দৃশ্যমান শহীদ মিনার প্রবাসী বাংলাদেশীদের আপ্লুত করে তোলে। ওটিআইএমএলডি এবং তাদের পরিচালকদের সফল নেতৃত্বে টরন্টোয় ভাষা সৌধ নির্মিত হওয়ায় কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এই প্রসঙ্গে ওটিআইএমএলডি'র চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনকারী ব্যারিষ্টার চয়নিকা দত্ত এই প্রতিনিধিকে বলেন, কানাডার বাংলাদেশী কমিউনিটির ঐক্যবদ্ধ অবস্থান এবং সহযোগিতার কারণেই দীর্ঘ দিনের একটি স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। তিনি কমিউনিটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ভবিষ্যতেও কমিউনিটির ঐক্যবদ্ধ এবং সহযোগিতার অবস্থানই ভাষাসৌধকে কানাডার মূলধারায় বাঙালীর ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

তিনি বলেন, একদল স্বপ্নবান মানুষ ওটিআইএমএলডি'র ব্যানারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন ভাষা সৌধ নির্মাণের জন্য। তাদের পরিশ্রম আর কমিউনিটির সহযোগিতা মিলে মিশেই আজকের জায়গায় আমরা পৌঁছেছি।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.



- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

তাহেরা আল কুরআন একাডেমির ফান্ড রাইজিং ৭ মার্চ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের তাহেরা আল কুরআন একাডেমির ফান্ড রাইজিং গত ৭ মাচ রোববার অনুষ্ঠিত হয়। জামাইকার আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এএমসি)-এ আয়োজিত এদিন এই অনুষ্ঠান বিকেল সাড়ে ৪টায় শুরু হয়ে চলে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। উল্লেখ্য, তাহেরা আল কুরআন একাডেমির অঙ্গীকার: "আল কুরআনের শিক্ষাবিস্তার, এটাই একমাত্র পথ প্রজন্মকে রক্ষার।"

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন মির্জা মশিউর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন আলহাজ ফারুখ উদ্দিন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএসি) এর ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। এছাড়াও বিশেষ বক্তা ছিলেন মুফতি উবাইদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল মালেক।

সঞ্চালনায় ছিলেন ফয়সাল নেওয়াজ ও ইমাম আতাউর রহমান। সার্বিক সহযোগিতায় মাওলানা মনজুর করিম। অনুষ্ঠানের সমাপনি বক্তব্যে বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন এএমসি প্রেসিডেন্ট হাফেজ রফিকুল ইসলাম।

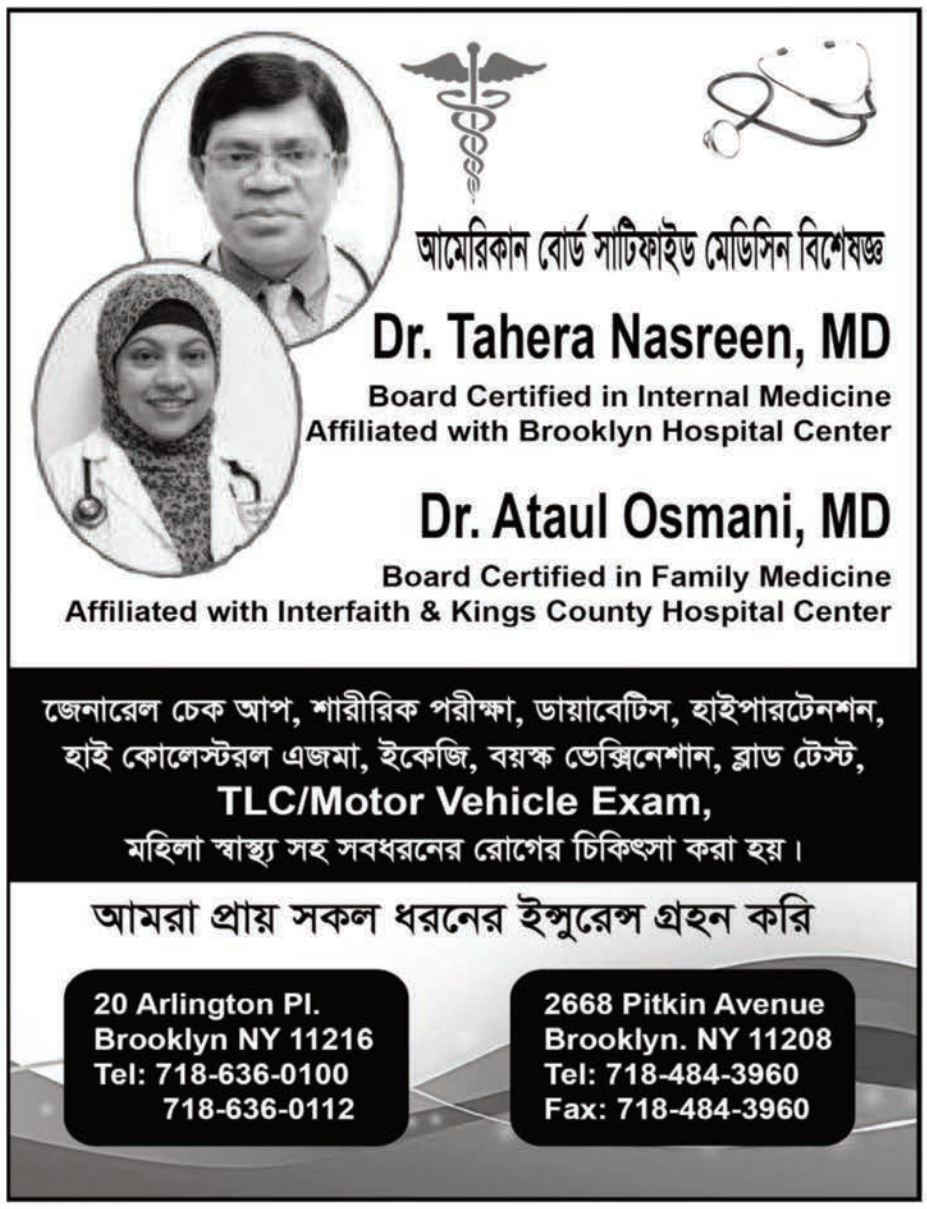
উল্লেখ্য, দুই পর্বের এই ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে একাডেমির শিক্ষার্থীদের মনমুগ্ধকর কেরাত ও ইসলামিক জ্ঞান প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীলঙ্কায় বোরখা নিষিদ্ধ

(প্রথম পাতার পর)

শরথ বীরাসেকেরার এই ঘোষণা নিয়ে তোলপাড় শ্রীলঙ্কা। এই সংক্রান্ত একটি আইন নিয়ে আসার কাজও প্রায় শেষ। রয়টার্স সূত্রে খবর, শ্রীলঙ্কার মন্ত্রিসভা অনুমতি দিলেই এটিকে আইন হিসাবে কার্যকর করা হবে। অনুমোদন দিলেই শ্রীলঙ্কায় বোরখা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ করে দেয়া হবে ইসলামিক স্কুলগুলিও। এই প্রসঙ্গে বীরাসেকেরা বলেছেন, জাতীয় সুরক্ষাকে নিশ্চিত করতেই তিনি এই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, অতীতে এখানে কেউই বোরখা পরতেন না। তবে বর্তমানে এটি অনেক বেশি করে দেখা দিয়েছে। স্কুলগুলি বন্ধ প্রসঙ্গে তার মত, এই স্কুলগুলি জাতীয় শিক্ষানীতি লঙ্ঘন করছে। তাই এই সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে তারা বাধ্য হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে ইস্টার সানডেতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের জেরে সাময়িকভাবে শ্রীলঙ্কায় বোরখা নিষিদ্ধ হয়েছিল। চার্চ ও হোটেলে হওয়া বিস্ফোরণে প্রায় ২৫০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। জখম ছিলেন আরও ৫০০। আইএসআই এই হামলার দায় স্বীকার করেছিলেন। করোনা পরিস্থিতিতে মৃতদের জাতি,ধর্ম, নির্বিশেষে দাহ করে সৎকার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা সরকার। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সেখানকার মুসলিম নাগরিকরা। রাষ্ট্রসংঘে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় শ্রীলঙ্কাকে। তবে এই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত যে আগামীদিনে শ্রীলঙ্কায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করবে এমনটাই মনে করছে সেখানকার রাজনৈতিকমহল। তারা জানিয়েছেন এটি আইনে পরিনত করার আগে সেখানকার সরকারের উচিত বিষয়টি নিয়ে আরও গবেষনা করা। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি গোটাবায়া রাজাপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নেবেন তার ওপরই নির্ভর করবে এই আইনের ভবিষ্যত।







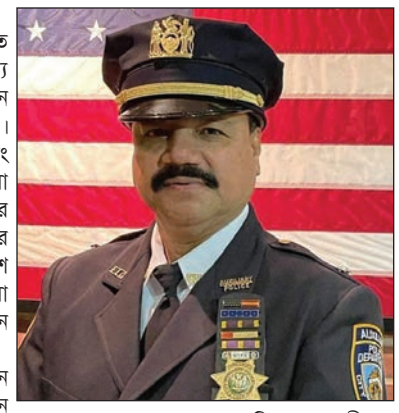
এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

সৈয়দ এনায়েত আলী নিউইয়র্ক পুলিশে প্রথম বাংলাদেশী অক্সিলারি লেফটেন্যান্ট

(শেষের পাতার পর)

বিভাগ গঠন করা হয়। এ বিভাগে প্রথম কোন বাংলাদেশী লেফটেন্যান্ট হিসেবে সৈয়দ এনায়েত আলী এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন।



এনওয়াইপিডির অক্সিলারি বিভাগ মূলত ভলান্টারী সার্ভিস। কমিনিটিকে সাহায্য করার জন্য এই বিভাগে প্রায় ১০০ জন বাংলাদেশী ভলান্টারী সার্ভিস করছেন। কোনো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয় বরং কমিউনিটিকে সাহায্যের উদ্দশ্যে তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং অত্যন্ত সুনামের সাথে তারা নিরন্তন দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কমিউনিটিকে এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সাহায্য করার জন্য তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে যোগদান করেন।

জানা যায়, বাংলাদেশ বক্সিংয়ে প্রাক্তন জাতীয় হেভিওয়েট বক্সার, খুলনার সন্তান সৈয়দ এনায়েত আলী দক্ষিণ এশিয়ান বক্সিংয়ের রৌপ পদক প্রাপ্ত হেভিওয়েট বক্সার। তিনি ১৯৮৮ সালের বডিবিল্ডিং প্রতিযোগিতায় হেভিওয়েট 'মিস্টার বাংলাদেশ' খেতাব অর্জন করেন। ১৯৮৯ সালে আমেরিকায় আসার পর ২০০২ সালে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে অক্সিলারি পুলিশ হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৪ সালে দক্ষতার জন্য অফিসার অব দ্য ইয়ার পুরস্কার অর্জন করেন। ২০০৭ সালে কমিউনিটির বেস্ট সার্ভিসের জন্য তৎকালীন প্রেসিডেনট জর্জ বুশ কর্তৃক পুরস্কৃত হন। সৈয়দ এনায়েত আলী এনওয়াইপিডির অক্সিলারি পুলিশ বিভাগে ২০০৯ সালে সার্জেন্ট হন।

আরো উল্লেখ্য যে, নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে ৪০০০ অক্সিলারি পুলিশ রয়েছেন। লেফটেন্ট সৈয়দ এনায়েত আলী কুইন্স নর্থের ১১৪ পুলিশ প্রিসেক্টে প্রায় ১৯ বছর যাবত কর্মরত রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপার)-এর করেসপন্ডিং সেক্রেটারী পদে দায়িত্ব পালন করছেন। সৈয়দ এনায়েত আলী নিউইয়র্কের কুইন্সে স্ত্রী লাভলী এবং একমাত্র কন্যা মাইশাকে নিয়ে বসবাস করছেন।

প্রসঙ্গ উল্লেখ্য যে, এনওয়াইপিডি'র সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩৬ হাজার। নিয়মিত বাহিনীতে প্রায় ৩০০ বাংলাদেশী পুলিশ অফিসার রয়েছেন। নিউইয়র্ক সিটির ট্রাফিকসহ পুলিশের অন্যান্য বিভাগ মিলে ১ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশী সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়দি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

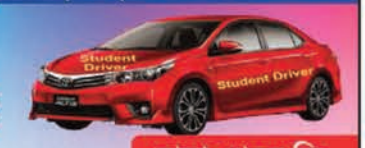
- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

ইনকাম ট্যাক্স
INCOME TAX
ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগ: *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।





Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,



নারায়ণগঞ্জে দেবোত্তর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি

(শেষের পাতার পর)

বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ, হিন্দু কোয়ালিশন ও নিউ-ইয়র্ক বুদ্ধিস্ট কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি নেতা শীতাংশু গুহ, সঞ্জিত ঘোষ, ঐক্য পরিষদের দুই প্রেসিডেন্ট যথাক্রমে ডা: টমাস দুলু রায় ও রণবীর বড়ুয়া, হিন্দু কোয়ালিশনের দীনেশ মজুমদার, গোবিন্দ বানিয়া, প্রকাশ গুপ্ত, নিতাই বাগচি, অংশু বৈদ্য প্রমুখ। বৌদ্ধদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন মং এপ্রু, নিরুময় প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন শ্রী দীপক দাশ।

সমাবেশে শিতাংশু গুহ বলেন, আমরা কারো বিরুদ্ধে নই, এই সমাবেশ কারো বিরুদ্ধেও নয়। কিন্তু আমরা আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তি ফেরত চাই, আমরা প্রধানমন্ত্রীকে এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আহবান জানাই। তিনি বলেন, নারায়নগঞ্জের মেয়র আইভীর পরিবারের সদস্য নানা, মা, মামা ও চাচার নাম দেবোত্তর সম্পত্তিতে আছে, মেয়র হিসাবে এ সম্পত্তি মন্দিরকে ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না। তিনি বলেন, দেবোত্তর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ, কাজেই মন্দিরের সম্পত্তি মন্দিরকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

ডা. টমাস দুলু রায় বলেন, আমরা বারবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহবান জানাচ্ছি, কোন কাজ হচ্ছেনা। আমরা প্রতিকার চাই, সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। দেবোত্তর সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে। তানাহলে নিউইয়র্ক থেকেই বড় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

রণবীর বড়ুয়া বৌদ্ধভিক্ষুর বিরুদ্ধে তথ্যমন্ত্রীর অপতৎপরতার নিন্দা জানিয়ে বলেন, বারবার সরকারের কাছ থেকে আশ্বাস দেয়ার পরও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা উপর নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। তাদের সম্পত্তি দখল করা হচ্ছে।

সমাবেশের অন্যান্য বক্তারা বলেন, সম্প্রতি নেত্রকোণার দুর্গাপুর পৌরশহরের বাগিচা পাড়া শ্মশান কালী মন্দিরের মূর্তির মাথা, কুড়িগ্রামের চিলমারীতে একটি কালীমন্দিরের প্রতিমা, শ্রীপুরে রাতের আদরে সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। বক্তারা এসব ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, ২০২০ সালে তিন হাজারের উপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। তারা বাংলাদেশ সরকারের কাছে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার দাবী জানান।

বক্তারা চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার ভুমিদস্যু এরশাদ মাহমুদ কর্তৃক জ্ঞানশরণ বিহারের জমি ও বিহার দখলের উদ্দ্যেশে সর্বজন শ্রদ্ধেয় শরণংকর ভিক্ষুকে এলাকা ছাড়া এবং গত প্রায় ৫ মাস ধরে বিহারের বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে বিহারের ভিক্ষু শ্রামণরা মানবেতরজীবন যাপন করছে বলে অভিযোগ করেন এবং একজন মন্ত্রীর পক্ষ না নিয়ে সমগ্র বৌদ্ধ জাতির কথা চিন্তা করে বিষয়টির সুরাহার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন। বক্তারা বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নের লোলাপুর গ্রামের আদিবাসী পচা কিসপট্টার জমি জবরদখল ও হামলা, বান্দরবান, চিম্বুক পাহাড়ে মুরং আদিবাসী গ্রাম উচ্ছেদ ছাড়াও সম্প্রতি বাংলাদেশে কুয়াকাটা, বান্দরবান, কক্সবাজারের উখিয়া, খাগড়াছড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ বিহারে হামলা ও লুটপাটের ঘটনার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ এবং রাঙ্গুনিয়ায় স্থানীয় প্রশাসনের মদদে শরণংকর ভিক্ষুর নামে মিথ্যাফেসবুক আইডি বানিয়ে যারা ধর্মীয় উস্কানিমূলক নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদের অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার পূর্বক শাস্তির দাবী জানান।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE
3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.
OUR SERVICES:
- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



'টাইম এক্সক্লুসিভ'র এক বছর

(প্রথম পাতার পর)

জীবনযত্রা যখন স্থবির হয়ে আসছিলো তখনই নিউইয়র্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বাংলা ভাষাভাসীদের নানা বিষয়ে তথ্য দিতে প্রতিদিন চালু করা হয় 'টাইম এক্সক্লুসিভ' লাইভ অনুষ্ঠান। গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে শুরু করে অদ্যবধি প্রতিদিন রাত ৯টায় সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে আসছে এক ঘন্টার এই বিশেষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের দর্শকদেরই কাছে সময়োপযোগী আর জনপ্রিয় হয়নি, সমানভাবে বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ও সমাদৃত হয়েছে। আর এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক তথা মিলিয়ন দর্শক উপকৃত হয়েছেন।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও জনাব আবু তাহেরের সঞ্চালানায় অনুষ্ঠানের শুরুতেই মহামারী করোনা সহ দেশ-বিদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও তথ্য তুলে ধরেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক জনাব নাজমুল আহসান। তার সাথে আলোচক হিসেবে প্যানেলে যোগ দেন একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এসব ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন অভিজ্ঞ ডাক্তার, এটর্নী, লেখক-সাংবাদিক, করোনায় আক্রান্ত পরিবার, রাজনীতিক, পুষ্টিবীদ, ট্যাক্স প্রিপেয়ার্ড পার্সনসহ অন্যান্য সকল পেশার বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। তারা নিউ-ইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে ভার্চুয়ালী 'টাইম এক্সক্লুসিভ' লাইভ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আর প্যানেলিস্টদের আলোচনায় সর্বশেষ করোনা পরিস্থিতি, মহামারী করোনায় করনীয়, করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা, উদ্ভুত পরিস্থিতিতে করণীয়, জীবনাচার, সিটি ও ষ্টেট ছাড়াও আমেরিকান রাষ্ট্রীয় পলিসি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ইমিগ্রেশন, ট্যাক্স, স্ট্রীমুলাস বিল প্রভৃতি বিষয় আলোচনায় স্থান পায় এবং দর্শকগণ উপকৃত হন। 'টাইম এক্সক্লুসিভ' লাইভ অনুষ্ঠানের আলোচনায় নিউ-ইয়র্ক সিটি ও ষ্টেট-এর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছাড়াও বাংলাদেশ থেকেও অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যোগ দেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চি-কিৎসক অধ্যাপক ডা. এবিএম আব্দুল্লাহ ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার, সাবেক শিল্প ও খাদ্যমন্ত্রী আমীর হোসেন আমু এমপি, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. রুহুল হক, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, বঙ্গ বন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা.কনক কান্তি বড়ুয়া ,প্রফেসর ডা . তারেক আলম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সরাসরি অংশ নেন।

জামালপুর হাইস্কুল

(শেষের পাতার পর)

কুষ্টিয়া থেকে আব্বা আবার বদলী হন জামালপুর। বাসা নিয়ে গোছগাছ করতে সময় লাগছিল বলে আমাদেরকে এক বছর ঢাকায় রেখে দেন। বাসার পাশে ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল। সেখানেই ভর্তী হই। কিন্তু পাঁচ বছর কুষ্টিয়ার সেই মুক্ত দামালজীবন ছেড়ে পীচঢালা পথ আর দালান কোঠার এই শহরে নিজেকে মানিয়ে নিতে সমস্যা হচ্ছিল। স্কুলে ভর্তী ছিলাম থাকতে হয় বলে। ক্লাশও করতাম, তবে লেখা-পড়ায় ধ্যান-জ্ঞান কম। এখানে ওখানে ঘুড়ে বেড়াই, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, কলোনীর মাঠে খেলাধুলা। ততদিনে রূপালী পর্দার নেশাও ধরে গেছে বেশ ভালভাবেই। কুষ্টিয়ায় শেষের দিকের বছর দুই থেকে মন-মস্তিস্কে সিনেমা। সেই একবার এক বিকেলে 'কি হয় ওখানে' দেখতে রক্সি সিনেমা হলে ঢুকেছিলাম। দিলীপ কুমারের 'আন' দেখে মাথা ঘুড়ে গেছিল! নিম্মি-নাদিরা। দিলীপ কুমারের তলোয়ার যুদ্ধ। সেই সাথে মনমাতানো সব গান আর রঙিন নাচ। অভুতপূর্ব এক শিহরন অনুভুতি। বিনোদন জগতের এক অচেনা দরজা যেন খুলে গেল চোখের সামনে। এরপর 'ইনসা-নিয়াত', পাক পিকচার প্যালেসে গিয়ে জেমিনির 'নিশান' 'ভাই ভাই'। আরও কি কি যেন!

সে আমলে মফস্বল শহরে ছায়াছবির প্রচার হতো ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে। চারপাঁচটি অল্প বয়সী ছেলের হাতে থাকতো পোস্টারসাঁটা প্লাকার্ড। একজন থাকতেন বয়সী। ব্যান্ডপার্টি কোন চটুল গানের সাথে বাদ্য বাজাতে বাজাতে হেঁটে চলতো, বয়স্ক লোকটি হ্যান্ডবিল বিলাতো। প্রতিদিন অন্তত: একবার করে পুরো শহর চক্কর দিতো এরা। ব্যান্ডপার্টির আওয়াজ শুনলেই বাচ্চারা ছুটে আসতো। তবে বাচ্চাদেরকে হ্যান্ডবিল দিতে চাইতে না। আমি ওদের সাথে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে কোনমতে একটা বাগাতাম। বাসায় এনে আম্মাকে দেখাতাম। অনেকের আবার এগুলো সংগ্রহ করার শখ ছিল। আমিও অনেকগুলো জমিয়েছিলাম। সেই স্বর্ণালী সাদাকালো যুগের সব ছবি-পথে হলো দেরী, সাগরিকা, হারানো সুর, অপুর সংসার, দ্বীপ জ্বেলে যাই, শ্যামলী, চাঁপাডাঙার বউ, লুকোচুরি-মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী রমনীদের কাছে এগুলো ছিল প্রিয় মুভি। আমার পছন্দ হিন্দী আন, ইনসানিয়াত, নাগিন, বারসাত, সোল বা সাল, হলিউডের এ্যাকশন মুভি । এসব সিনেমা একবার কোন হলে লাগলে মাসের পর মাস চলতো। মনে আছে 'সোল বা সাল' কুষ্টিয়ার এক হলে ছয় মাসেরও বেশী সময় ধরে চলেছিল। একই ছবি লোকে বারবার দেখতো। কেউ নায়িকাকে দেখতে কেউ গান শুনতে বা কেউ বিশেষ কোন দৃশ্য দেখতে।

সেই নেশা রয়ে গেছে। ঢাকায় এসে স্কুলের আগে খুঁজে বের করেছিলাম সিনেমা হলগুলো কোথায় কোথায় আছে। গুলিস্তানে টিকেটের দাম বেশী। লায়ন তাজমহল শাবিস্তান নিশাত মুকুল নাগরমহলে থার্ড ক্লাশ ছয় থেকে আট আনা। বড় ছেলে হিসেবে আমার ওপর ছিল বাজার করার ভার। প্রতিদিন এক পয়সা দুই পয়সা করে মেরে একটা শো'র পয়সা জমলেই কিসের স্কুল কিসের ক্লাশ, সোজা ম্যাটিনি শো! তখন পর্যন্ত ভারতীয় বাংলা হিন্দী ছবি সিনেমা হলে চলতো। থার্ড ক্লাশের বেঞ্চিতে বসে ওপর দিকে মুখ তুলে শুধু গিলে যাওয়া! দিল্লাগী, আওয়ারা, সংসার, ভাই ভাই, বারসাত, শ্রী ফোরটোয়েন্টি। লাহোরের হার্টথ্রব নায়িকা নিলো'র খাইবার মেইলের পোস্টারের দিকে কত লোককে যে হা হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি! নীলো দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিলেন, মাঝখান দিয়ে একটা ট্রেন ছুটে চলছিল!

যাই হোক, বার্ষিক পরীক্ষায় যথারীতি অধিকাংশ সাবজেক্টে ফেল। ভরষা ছিলেন সহকারি প্রধান শিক্ষক রশিদ স্যার। আমাদের ভাড়াটিয়া, বাসার একটা অংশে ভাড়া থাকতেন। জানতাম উনি উদ্ধার করবেন। হালকা বকাঝকা করে সামনের পরীক্ষায় ভাল করার করাল করিয়ে প্রমোশন দিয়ে দেন।

সেই আমি এসে ভর্তী হলাম জামালপুর হাইস্কুলে। স্কুলটা কেবল আগের বছর চালু হয়েছে। কিন্তু ক্লাশ শুরু সম্ভবত: ওই বছর থেকেই। তখন পর্যন্ত বোধহয় ক্লাশ এইট অবধি। নিজস্ব ভবন নাই। ক্লাশ বসে এক সময়ের শিল্পকলা একাডেমির বাংলো টাইপের ঘরটায়। প্রধান উদ্যোক্তা এসডিও বা মহকুমা প্রশাসক নুরুল ইসলাম সাহেব আর প্রধান শিক্ষক হয়ে স্কুল দাঁড় করাতে গলদঘর্ম হচ্ছেন নিজা-মুদ্দিন স্যার। আব্বা সরকারি চাকুরে, সে হিসাবে সরকারি হাইস্কুলে ভর্তী হওয়াটা ছিল আমার এক ধরনের অগ্রাধিকার। কিন্তু ততদিনে সীট ফাঁকা নাই। অত:পর ওই বছরটা অন্য কোথাও কাটিয়ে পরের বছরে চলে আসবো এই এ্যারেঞ্জমেন্টে নতুন হাইস্কুলে এ্যাডমিশন নেওয়া।

নিজাম স্যার তো আমাকে পেয়ে খুশীতে আটখানা। ঢাকা থেকে এসেছি, তাও যেনতেন স্কুল না, ঐতিহ্যবাহী ওয়েষ্ট এন্ড স্কুলের ছাত্র! যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। ক্লাশ এইটে বোধহয় দশ বারজন ছাত্র। তার মধ্যে আমি মধ্যমনি। আমাকে নিয়ে স্যারের গর্বের শেষ নাই। এই করাবেন সেই করাবেন। তবে যেটা করালেন তার জন্য আমি মোটেও রাজী ছিলাম না। সব স্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়ানো হবে, স্যার ঠিক করলেন তাঁর স্কুলও বাদ যাবে না। নতুন স্কুল হলেও সেখানেও মেধাবী ছাত্র আছে এটা দেখানোই হয়তো উদ্দেশ্য। আমি হলাম তার সেই 'মেধাবী ছাত্র'! আমাকে নির্বাচিত করলেন বৃত্তি দেওয়ানোর জন্য। আমি কিছুতেই রাজী না। আগের ক্লাশের পড়াই তো পড়ি নাই চলতি ক্লাশের পড়া, তার ওপর বৃত্তি! কিন্তু কোন ওজোর আপত্তি টিকলো না। স্যার বোধহয় আব্বাকেও বললেন। অগত্যা আর কি করা!

ফর্ম ফিলাপ হয়ে যাওয়ার পর স্যার আমাকে নিয়ে মহা দক্ষযজ্ঞে নেমে পড়লেন। কোচিং গাইডেন্স। এই পড়া ওই পড়া, এ নোট সে নোট। কয়েক দিনেই পাগল হয়ে যাবার দশা। কিছুই কিনারা করতে পারছিলাম না। স্যার বললেন অন্যান্ন স্কুল থেকে আর যারা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে। তাদের কাছ থেকে হেল্প নিতে।

আমি শহরে নতুন। তেমন কাউকে চিনি না। বাসা থেকে কয়েক বাসা পরে সরকারি হাইস্কুল। সেখান থেকে অনেকেই বৃত্তিতে নাম লিখিয়েছে কিন্তু কারও সাথেই পরিচয় নাই। একদিন খবর পেলাম সেকেন্ড অফিসারের মেয়ে কুমকুম একজন ক্যান্ডিডেট। গার্লস স্কুলে পড়ে। বাসা আমাদের বাসা থেকে এক বাসা পর। সেকালে সরকারি কর্মকর্তাদের পরস্পরের সাথে ভাল জানাশোনা থাকতো। কাছাকাছি বাসা হলে মহিলা পর্যায়ে নিয়মিত যাওয়া আসা ছিল। আমরা গৃহকর্ত্রীকে ডাকতাম খালাম্মা আর কর্তা হতেন চাচা। মহিলারা সবাই পরস্পরের আপা আর আপাদের স্বামীরা ভাই। আম্মার সাথে কুমকুমদের বাসায়ও বেড়াতে গেছি। তো বৃত্তি উপলক্ষ্যে একদিন গিয়ে তার সাথে ভাব জমিয়ে এলাম। কিন্তু ক'দিনেই দেখি সে মেয়ে আমার চেয়েও এক ডিগ্রি সরস, মানে লেখাপড়ায় তথৈবচ। মেয়েটা ছিল বেশ সুন্দর। সুন্দরী মেয়েরা বোধহয় লেখাপড়া বিষয়ে একটু উদাসীনই থাকে। যাহোক, কুমকুম থেকে কিছুই পাওয়া গেলো না।

মহকুমা খাদ্য কর্মকর্তা তরফদার চাচার মেয়ে শামিম তরফদারও সম্ভবত: সেবার বৃত্তি দিয়েছিল। পাবলিক লাইব্রেরীর মোড়টায় টীনের বেড়া দেয়া বাসা। শামিম গার্লস স্কুলে পড়ে। কুমকুম আর মন্টি মিলে ওরা তিন বান্ধবী। প্রায় একসাথেই চলাফেরা ওঠাবসা। তিনজনই সুন্দরী। এই ট্রায়োর বন্ধুত্ব এক সময় 'টক অব দ্য শহর' হয়ে যায়। স্বভাবতই তরুন যুবকদের আগ্রহটাই বেশী। মহকুমা আন-সার এ্যাডজুট্যান্ড শরিফুল হক চাচার বড় ছেলে বাবলু ভাই (ডাক নাম), শামিমদের বাসার পাশের এসডিপিও সাহেবের বড় ছেলে জামাল, এমন আরও দুইএকজনকে দেখতাম অকারনেই বাসার সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। একজনকে তো এক দুপুরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি মারতেও দেখলাম। আর একজন হৈ দিয়ে উঠলে প্রথমজনের ভো দৌড়! যাই হোক, আম্মার সাথে শমিমদের বাসায় আগেও গেছি দুই একবার। যতদুর মনে পড়ে বৃত্তি পরীক্ষার সুবাদে নতুন করে পরিচয় ঝালাই করেছিলাম। কিন্তু শামিমের কাছেও সুবিধা হয় নাই। লেখাপড়ায় বরাবরই ভাল ছিল, হতে পারে আমার বিদ্যার দৌড় দেখে বুঝে গেছিল ভবিষ্যত কি, অথবা চায় নাই গোমড় শেয়ার করতে। ওই বয়সেই মনে হয়েছে বেশ চালাক এবং কৌশলী। যাই হোক, পরীক্ষায় যথারীতি ডাব্বা। কত নম্বর পেয়েছিলাম সে খবরও নেই নাই কোনদিন, স্যারও জানান নাই। শামিম বা কুমকুম বৃত্তি পেয়েছিল কিনা তা জানারও আগ্রহ হয় নাই। আমি তখন ব্যস্ত কচিকাঁচার মেলা নিয়ে। হাইস্কুল থেকে দেওয়ানপাড়ায় আমাদের বাসায় ফেরার পথে ডানধারে শাহনেওয়াজদের বাসা। ওর আব্বা সিংহজানি হাইস্কুলের শিক্ষক। শাহনেওয়াজ নিজেও ওই স্কুলে পড়তো। একই ব্যাচমেট। অনেকগুলো বোন, সব ছোটটা ভাই। ওদের বাসার সামনে ছোট একটা বৈঠকখানা ঘরের মত ছিল। একদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি ওই ঘরের বারান্দায় পোষ্টারের মত কিছু একটা টাঙানো। সামনে দাঁড়িয়ে দুইএকজন ছেলে কিছু পড়ছে তাতে। আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যাই। না পোষ্টার না, একটা দেয়াল পত্রিকা। ফুল সাইজ আর্ট কার্ডের ওপর হাতে লেখা কবিতা গল্প। মাঝেমাঝে ফুল পাখি সূর্য্য এঁকে ডিজাইন করা। ব্যপারটা বেশ রোমাঞ্চকরই লাগে। ছেলেগুলো জানায় তারা সবাই 'কচিকাঁচার মেলা' করে। শাহনেওয়াজ তাদের লীডার। এই দেয়াল পত্রিকা মেলারই একটি প্রয়াস। কচিকাঁচার মেলা দৈনিক ইত্তেফাকের বাচ্চাদের পাতা। পরিচালক রোকনুজ্জামান খান, বাচ্চাদের কাছে দাদাভাই। সারা দেশে কচিকাঁচার মেলা নামে একটি সংগঠনও গড়ে তুলেছিলেন। শাহনেওয়াজদেরটার নাম 'আগে চল কচিকাঁচার মেলা'।

কালবিলম্ব না করে যোগ দিয়ে ফেলি। এরপর লেখালেখি, আড্ডা বৈঠক। সে আমলে বিনোদনের এত মাধ্যম ছিল না। আমা দের জন্য লেখাপড়ার পর বিনোদন বলতে খেলাধুলা আর বই পড়া ট্রানজিষ্টার সবে বাজারজাত হচ্ছে, টাকাওয়ালাদের বাড়ীতে রেডিও আর অভিজাতদের ঘরে কলের গান। বাচ্চাদের ওসবে খুব একটা আকর্ষন ছিল না, আমি বইয়ের দিকে ঝুঁকেছিলাম। ওই বয়সেই দস্যু বাহরাম, রোমেনা আফাজের দস্যু বনহুর, স্বপন কুমার সিরিজ, কিরিটি রায় প্রায় শেষ করে এসেছি। মাসকাবারে মাসুদ রানা নতুন আকর্ষন। কুষ্টিয়া থাকতে কলকাতার উল্টোরথ পেতাম। অত্যধিক গল্প উপন্যাস পড়ার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে লেখালেখির হালকা সুপ্ত বাসনা আগে থেকেই ছিল। এখন কচিকাঁচার মেলায় যোগ দেয়ায় প্রতিভা বিকাশের একটা পথ হলো, পূর্ন উদ্যমে সাহিত্যচর্চায় মন দিলাম। প্রতি মাসে একটা করে দেয়াল পত্রিকা বের করা হতে থাকলো। প্রতিটিতেই আমার কোন গল্প বা কবিতা। আমরা বেশ কয়েকজন ছেলে ছিলাম এই সংগঠনে। প্রায় সবাই সমব-য়সী। আতাউর রহমান ডাক নাম মিন্টু (প্রখ্যাত লেখক আতা সরকার) আমার এক ক্লাশ নীচে পড়তো, সেও ছিল আমাদের সাথে। আরও অনেকেই, কারো নামই আজ মনে নাই। এই সংগঠন থেকে আমরা সরকারি দিবসগুলোয় স্টেডিয়ামে মার্চপাস্টও করেছি। পরে স্কুল বদল করেছিলাম কিন্তু শাহনেওয়াজের সাথে বন্ধুত্ব কোনদিন নষ্ট হয় নাই। দু'জন ছাপার অক্ষরে ম্যাগাজিন বের করেছি, নাটক মঞ্চস্থ করেছি।

এই মঞ্চের নেশাটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন নিজামুদ্দিন স্যার। কোন এক সরকারি দিবসে পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। স্যার আমাদের স্কুলের নামও লেখালেন। আরও কি কি সব আইটেম ছিল মনে নাই তবে আবৃতির সাথে মুকাভিনয়ের একটা পর্ব রাখলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই বিঘা জমি। নেপথ্য থেকে কেউ একজন কবিতা আবৃতি করবেন, মঞ্চে অভিনয় হবে। স্যার এই আইটেমে আমাকে একটা চরিত্রে কাষ্ট করলেন। একেবারে কেন্দ্রিয় চরিত্র, উপেন। জীবনে কখনও মঞ্চে উঠি নাই দশজন লোক একসাথে তাকিয়ে থাকলেই ভয় পেয়ে যাই সেই আমাকে শত শত দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হবে! স্যারের কাছে নিজের অসহায়ত্ব তুলে ধরি। কিন্তু সেই বৃত্তি পরীক্ষার মতই স্যারের প্রচুর কনফিডেন্স আমি পারবো। অগত্যা আর কি করা, রিয়ার্সাল শুরু হলো! সিনেমা হলের পর্দায় কলকাতা বম্বে লাহোরের ডাক সাঁইটে নায়ক নায়িকাদেরকে অভিনয় করতে দেখেছি। মঝেমাঝে মনেও হয়েছে আহা আমি যদি ওদের মত করতে পারতাম। তাই বলে সত্যিসত্যিই মঞ্চে উঠে হলভর্তী দর্শকদের সামনে দাঁড়াতে হবে- এতটা কখনও ভাবি নাই। আবৃতির সাথেসাথে কখন আমাকে কি মুদ্রা কি মুখভঙ্গি করতে হবে স্যার হাতে কলমে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছিল হাতদু'টো নিয়ে। কোথায় যে রাখি ঠাহর করতে পারছিলাম না। প্রথম প্রথম অভিনয় করতে গেলে যা হয় আর কি! তবে এই সমস্যার একটা সমাধান বের করে নিয়েছিলাম। উপেন একজন দরিদ্র নিপিড়িত মানুষ। সবার সামনে অধিকাংশ সময় তাকে হাতজোর করে থাকতে হয়। ব্যস আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল! উদোম শরীর কখনও ছেঁড়া গেঞ্জি ধুতি পড়ে বেশ ভালোই অভিনয় করেছিলাম। অনুষ্ঠান শেষে কিছু কমপিমেন্টও পেলাম। স্যার পিঠ চাপড়ে দিলেন! সেবার সেই যে নিজামুদ্দিন স্যার মঞ্চের নেশা ধরিয়ে দিলেন আজ এত বছর বয়স অবধি তা ছাড়তে পারলাম না।

জামালপুর হাই স্কুলে আমি ওই বছরটায়ই পড়েছি। পরের বছর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে চলে এসেছিলাম। স্যারেরা আসতে দিতে চান নাই, নিজামুদ্দিন স্যার আমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। দোয়া করেছিলেন প্রাণ ভরে। পরের বছর থেকেই হাইস্কুলের নতুন ভবন তৈরী হতে থাকে। মাঠের ও ধারটার প্রাইমারি স্কুলের (যেখানে আমি এক সময় ছোট ওয়ান পড়েছি) পাশে উত্তর-দক্ষিণ দোতালা ভবন। নী-চতলায় বিরাট একটা মিলনায়তন। অল্প দিনেই ভবন নির্মান হলে স্কুল সেখানে শিফট হয়ে যায়। আমি অন্য স্কুলে পড়লেও হাই স্কুলে নিয়মিত যাতায়ত ছিল। ড্রিল মাস্টার ওয়াহেদ স্যারের কথা এখনও মনে আছে। তার ভাতিজা আজিজ ভাই ছিলেন সহকারি শিক্ষক। আমাদের সাথে অনেকটা ইয়ার-বন্ধুর সম্পর্ক। হাইস্কুল মাঠে বিকালে খেল-ধুলা করতাম। স্কুল মিলনায়তনে নাটকও মঞ্চস্থ করেছি। নিজামুদ্দিন স্যার পরে ঢাকায় আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজে প্রিন্সিপাল হয়ে যোগ দিয়েছিলেন বলে শুনেছি। তবে সেই হাইস্কুলের পর তার সাথে আমার আর কোনদিন দেখা হয় নাই। আল্লাহ স্যারের ভাল করুন। হাইস্কুলও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করুক।

সৌদি হজ ও ওমরাহমন্ত্রী বরখাস্ত

(প্রথম পাতার পর)

এমন খবর দিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ইসাম বিন সাঈদকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। সৌদি সরকারের আয়ের বড় একটি উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় হজ ও ওমরাহ খাতকে।

এক টুইটপোস্টে এসপিএ জানিয়েছে, মোহাম্মদ সালেহ বিন তাহের বেনতেনকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

তবে কী কারণে তাকে পদত্যাগ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ২০১৬ সালে তাকে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে হজ ও ওমরাহ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বেশ কিছু প্রণোদনার অনুমোদন দিয়েছেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ। সোমবার দেশটির বার্তা সংস্থা এসপিএ এমন খবর দিয়েছে।

করোনা মহামারীতে ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক খাত ও বিনিয়োগে প্রভাব লাঘবে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেসব খাতের জন্য প্রণোদনা–

১. মক্কা ও মদিনায় পৌর বাণিজ্য কার্যক্রমে আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক বছরের জন্য লাইসেন্স ফি মওকুফ করে দেওয়া হবে

২. নিয়োগকৃত প্রবাসীদের ফি দেওয়া থেকে হজ ও ওমরাহ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছয় মাসের জন্য রেহাই দেওয়া হবে

৩. মক্কা ও মদিনায় আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইসেন্স নবায়নে একবছরে কোনো অর্থ দিতে হবে না। পরবর্তীতে এ সময় আরও বাড়ানো হতে পারে

৪. হজ ও ওমরাহ খাতে কর্মরত প্রবাসীদের আবাসন ফি আগামী ছয় মাসের জন্য স্থগিত থাকবে। এ সংক্রান্ত কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ একবছর করা হয়েছে

৫. হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের পরিবহনে বাস কোম্পানিগুলোর লাইসেন্স কোনো ফি ছাড়াই একবছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে

৬. চলতি বছরের হজ মৌসুমে নতুন বাসের শুল্ক আদায় আগামী তিন মাসের জন্য বন্ধ থাকবে। নির্ধারিত তারিখ থেকে চার মাস মেয়াদে কিস্তি পরিশোধ করতে হবে।

একাত্তুরের ১৫ মার্চ

(প্রথম পাতার পর)

সফরসূচিতেও ছিলো গোপনীয়তা। এদিন বঙ্গবন্ধু নতুন নির্দেশ দেন।

অপরদিকে ভুট্টোর দুই পার্টি সমাধানে পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যাপক ক্ষোভ হয়। সর্বমহলে প্রচন্ড বিস্ফোরণ। ভুট্টোর সমাধানকে অগণতান্ত্রিক বলে উল্লেখ করেন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ। এদিকে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে সকল কাজে বাংলা প্রচলনের সিদ্ধান্ত হয়। স্থানীয় শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের এক সভায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের গণবিরোধী ভূমিকার নিন্দা করা হয়। বেতার কেন্দ্রে সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। (সূত্র: ১৬ মার্চ ১৯৭১, দৈনিক ইত্তেফাক)

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের থ্রসনেক এলাকায় (১০৩৭ কুইন্সি এভিনিউ) ১ বেড রুমের একটি ওয়াকিং বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বিএক্স-৪০ এবং বিএক্স ৪২ বাস স্টান্ড সংলগ্ন। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৮৭-৯৬১৬
মা-১৫/২২

বাসা ভাড়া

কুইন্স-এর ইস্ট এলমহার্স্ট সংলগ্ন ২৬-৩৬ ৯২ স্ট্রীট ঠিকানায় দুই বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৪৯, কিউ-৭২, কিউ-১৯ বাসের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৭-৯৮৩৪
মা-১৫/২২

রুম ভাড়া

ব্রুকলীনের সি ট্রেন সাবওয়ে এবং শেফাড় এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীটে সুন্দর, ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবি পুরুষদেও জন্য বেড-বি-ছানা সহ পৃথক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমে চেয়ার-টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২.
মা-১৫/২২/২৯

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন বাসা ভাড়া

এপ্রিল মাস থেকে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার ও কাওরান বাজার সুপার মার্কেট সংলগ্ন স্ট্রিটে বাসা ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন কাজ করা ৩ বেড রুম এবং ২ ফুল বাথ রুম। পৃথক লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। যোগাযোগ: ৯০৮-২৭৪-১০০৬ অথবা ৯২৯-৪০৫-১৭৮৬
মা-১৫/২২/২৯

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে ড্র স্ট্রীট, গ্লেনমোর এভিনিউ এবং পিটকিন এভিনিউর মাঝখানে তিন রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে মসজিদ ও স্কুল। কাছেই এ ট্রেনের গ্র্যান্ড এভিনিউ সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৩৫-৫৭৯১ অথবা ৩৪৭-৪৫৯-৮৩২৫
মা-০৮/১৫

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫০। বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট-এর ষ্টেশন এজেন্ট পদে কর্মরত সু-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সুন্দরী, ধার্মিক বিধবা বা ডিভোর্সী অথবা বন্ধ্যা বা সন্তানহীনা পাত্রী আবশ্যক। বসয় অনুর্ধ্ব ৪০ বছর। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪
মা-০৮/১৫

LOOKING

Looking for bride (preferably USA or Canada) Groom Lives in Bangladesh. Name: Iftekhar. Unmarride, Age: 37, Heightt: 5ft 8 inch, Occupation: Business (Pepsi distributor).
Contact: 347-642-2865
মা-০৮/১৫

LOOKING

Looking for groom Bride live in Bangladesh Short divorced, Age: 30, Occupation: IT department & completing MBA. Contact: 1 (347)-642-2865
মা-০৮/১৫

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির ৩৯-২৫ ২৪ স্ট্রীট-এ বেসমেন্টে ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
মা-০১/০৮

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬০-১৯ ৮৪ ড্রাইভ-এ গর্জিয়াস দুটি বড় বেডরুম, ওয়াকিং ক্লোজেড, ম্যাসিভ লিভিংরুম, ফুল কিচেন ও ডাইনিং স্পেস, ফুল বাথরুম এবং ব্যাক এন্ট্রেন্স এর বাসা ভাড়া হবে। আলোচনা সাপেক্ষে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা। ই/এফ ট্রেনের পার্সন্স বুলেভের্ড সাবওয়ে ১০ মিটি হাঁটা পায়ের দূরত্ব এবং ৪ মিনিটের দূরত্বে কিউ৬৫, কিউ২৫ ও কিউ৩৪ বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ১+৯১৭-৮২১-১০১৮ অথবা ১+৯১৭-৭৭০-২৯৬৭
মা-০১/০৮

ডুপ্লেক্স বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং ও কিচেন এর ডুপ্লেক্স বাসা (বেসমন্টে) ১ মার্চ থেকে ভাড়া হবে। দুটি কার পার্কিং-এর জায়গা, ব্যাকইয়ার্ড এবং একাধিক ক্লোজেট রয়েছে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
মা-০১/০৮

বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৬৫ স্ট্রীটে এক বেডরুমের সেকেন্ড প্লোর বাসা ভাড়া হবে ১ মার্চ থেকে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫২-৯৫০০ অথবা ৭১৮-৪৭৮-৭০০০
ফে-১৫/২২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ৮৭ ড্রাইভ ও ১৩৯ স্ট্রীটে রেনোভেটেড ১ বেডরুম, বিগ লিভিংরুম ও ডাইনিং-এর সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩ মিনিটের দূরত্ব। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৫-৭৩১৫
ফে-১৫/২২

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না, আমরাই জীবনকে জটিল বানাই। আপনার বর্তমান জীবন যাত্রা যাই হোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যোগাযোগ: ৭১৮-৫২৪-৯৭৭৭
e-mail: everlybrown@yahoo.com
ফে-১৫/২

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে এ এবং জে ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে ৯১ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রীটের কর্ণারে মনোরম পরিবেশে তিন বেডরুমের একটি বাসা ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২২৩-৩২২৩ অথবা ৬৪৬-২৬৬-২৬০৯
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ রেনুভেটেড ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং এবং এক বাথরুম-এর বাসা ভাড়া হবে। কুইন্স বাউন্ড এ ট্রেন গ্র্যান্ড এভিনিউ এবং ৭ ও ৮ বিকিউ বাস স্টপেজ, পিএস ২১৪ আর গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি। ভাড়া ১৮০০ ডলার (গ্যাসবিল সহ)। যোগাযোগ: মজুমদার। ফোন: ৬৪৬-৪৩১-৬০৭১ জা-২৫/ফে-০১

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের ৩৯-২৫ ২৪স্ট্রীট এলআইসি-তে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
জা-১৮/২৫

রেষ্টুরেন্ট সেল

জ্যামাইকার ১৬৮-১৮ জ্যামাইকা এভিনিউর খুব ব্যস্ত এলাকায় ফুললি ইকুইপড টার্ন কি ওপারেশন রেষ্টুরেন্ট বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৫২৬-৪৩৩৬
জা-১৮/২৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টর একটি রুম সিঙ্গেল ফ্যামিলি অথবা ওয়ান ফিমেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
জা-১৮-২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের ১১২ স্ট্রীট ও ৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ড হীলে নতুন কাজ করা ২ বেডরুম, ১ বাথরুম-এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এ, জে ট্রেন এবং কিউ৮ কিউ২৪ ও কিউ৩৭ বাস, মসজিদ কাছে। যোগাযোগ: ১ (৭১৮)-২৯৬-০৩০৬
জা-১১/১৮/২৫

রুম ভাড়া

সুন্দর, ভালো পরিবেশে কর্মজীবি স্বামী/স্ত্রী বা একা প্রয়োজনে ফার্নিচারসহ বড় স্টুডিও রুম (রুমের এক পাশে কিচেন, বাথরুম, ফ্রীজ ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ) ভাড়া দেয়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ করুন বা মেসেজ রাখুন। ফোন: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২
জা-১১/১৮

আবশ্যক

একটি পোলট্রি ফর্মে পার্ট টাইম কাজ করার জন্য পুরুষ অথবা নারী কর্মী আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
ফে-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের ডাহিল রোডে (এভিনিউ সি এবং চার্চ এভিনিউর মাঝে) লিভিং, কিচেন ও বাথরুমসহ ২ বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৩২২-৪০৭১ অথবা ৩৪৭-৭২২-৪১০৯
ফে-২২/মা-০১

বাসা ভাড়া

আগামী ১ মার্চ থেকে জ্যামাইকার ১৭২ স্ট্রীট এবং ৯৩ এভিনিউর উপরে তিন বেড, দুই ফুল বাথ, ব্যাকইয়ার্ডে যাতায়াতের সুবিধা সহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২২-৯০৫২
ফে-২২/মা-০১

বাসা ভাড়া

জ্যাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফাস্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্ত্বর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

গ্যাস ষ্টেশনে আবশ্যক

জর্জিয়ার ছোট শহর সাইলোর একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করার জন্য একজন কর্মী প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। যোগাযোগ: ফয়জুল কবির। ফোন: ৭০৬-৯৭৭-৯১০৬
ফে-০১/০৮

ড্রাইভিং

লারনার পারমিট, রোড টেষ্ট এবং টিএলসি পরীক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আর এন্ড আর ড্রাইভিং স্কুল।
যোগাযোগ:
৩৪৭-৮৩৬-১২৭৯

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সাবওয়ের লাস্ট স্টপ সংলগ্ন অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে তিন তলার ৩ বেডরুম, ২ বাথরুমের বড় এপার্টমেন্টে পরিবারের সাথে থাকার জন্য একজন ব্যাচেলার অথবা স্বামী-স্ত্রী'র কাছে ফার্নিসড রুম ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রী-ধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন

ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

‘সুস্থতা’ ও ‘অবসর’ আল্লাহর বিশেষ দু’টো নিয়ামত

(শেষের পাতার পর)

ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “এমন দু’টি নিয়ামত আছে, যে দু’টিতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। তা হচ্ছে, সুস্থতা ও অবসর।” (বুখারী: ৬৪১২, পর্ব: সদয় হওয়া, অনুচ্ছেদ: সুস্থতা ও অবসর, আখিরাতের জীবনই সত্যিকারের জীবন, ই.ফা ৫৯৭০)

আমরা আল্লাহ তা’আলার অতলস্পর্শী বা অথই নিয়ামতে ডুবে আছি। সুস্থতা ও অবসর আল্লাহর দেয়া এই অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু’টো নিয়ামত। সুস্থতা কত বড় নিয়ামত তা অনুধাবন করার জন্য একজন অসুস্থ ব্যক্তির কাছে যেতে হবে। তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন সুস্থতা তার জীবনে কত বড় নিয়ামত ছিল। তেমনিভাবে অবসরের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য একজন ব্যস্ত ব্যক্তির কাছে যেতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এ দু’টো নিয়ামতের প্রতি আমরা বড়ই অবহেলা করি। আজকে যারা সুস্থ আছি বা অবসর সময় আছে তারা এ দু’টো নিয়ামতকে অবহেলা ভরে আজে বাজে কাজে ব্যয় করে থাকি। বেহুদা কাজে নিজেদের সময় ও সুস্থতাকে বিনিয়োগ করে মহাকালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। উল্লেখিত হাদীসের পরিভাষাও তা-ই। একদিন এই সুস্থতা থাকবে না আর অবসরও থাকবে না। বিচিত্র নয়, একদিন এমন সময় আসবে যে, মাথার চুল ছিড়লেও এই সময় ও যৌবনকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। সেদিন আফসোসই হবে জীবন সাথী। এমনকি আখিরাতে যখন আল্লাহর অবারিত নিয়ামতের অধিকারী হবে অর্থাৎ বেহেশতে আল্লাহর দেয়া ওয়াদার সবকিছু দেখতে পাবে তখন সে বড়ই আপসোস করবে। হায় আপসোস! সেই অবসর সময়টুকু যদি আরো ভালো কাজে লাগাতাম!

উল্লেখিত হাদীসটি আল কুরআনের ছোট্ট সুরা আল আসরের প্রতিধ্বনি। সেখানে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন,“সময়ের কসম। মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে। (আল আসর:১-৩) এ সুরায় সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে যে, মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্ষতি থেকে তারাই রক্ষা পাচ্ছে যারা চারটি কাজ করছে ১. ঈমান ২. সৎকাজ ৩. পরস্পরকে হকের উপদেশ দিচ্ছে ৪. একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দিচ্ছে।

অত্যন্ত সীমিত ও সুনির্দিষ্ট মানুষের জীবন। এই সুনির্দিষ্ট জীবনে মানুষকে কত কিছুই না করতে হয়। জীবনকে যদি চারটি ভাগে ভাগ করেন এবং সেখান থেকে শিশুকাল বাদ দেন তাহলে এই নির্দিষ্ট সময় আরো ছোট্ট হয়ে আসে। সেই চারটি হলো, শিশুকাল, বালেগ হওয়ার পর যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্যকাল। অত্যন্ত সীমিত জীবনের এ সময়টুকু খুব দ্রুত প্রতি মহূর্তে অতীতের অতল গহব্বরে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। যা আর কখনো ফিরে আসে না এবং এর কোন পূণরাবৃত্তিও ঘটবে না। কুরআনের এই সুরায় সময়ের কসম করে সুস্থতা ও অবসরেরই প্রতিধ্বনি করা হয়েছে।

সুস্থতা ও অবসর মানুষের সারা জীবনকেই বুঝায়। হাদীসে এই দু’টি নিয়ামতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ বলা হয়েছে। আবার সুরা আসরেও বলা হয়েছে মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। ক্ষতি বলতে লাভের বিপরীতেকে বুঝায়। যখন কোন ব্যবসায়ী তার সমস্ত পূঁজি লোকসান দিয়ে দেউলিয়া হয়ে যায় তখন এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আল কুরআনে এই শব্দটি কল্যাণ ও সফলতার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেছে। কুরআনের সাফল্যের ধারণা যেমন নিছক কোন পার্থিব সমৃদ্ধির সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখিরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত ও যথার্থ সাফল্য এর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে তার ক্ষতির ধারণাও নিছক পার্থিব ব্যর্থতা ও দুরবস্থার সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আখিরাত পর্যন্ত মানুষের সমস্ত যথার্থ ব্যর্থতা ও অসাফল্য এর আওতাভুক্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ কুরআন বলিষ্ঠতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘোষণা দিচ্ছে, আসলে মানুষ ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে, তখন এর অর্থ হয় দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের ক্ষতি। এই ক্ষতি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষতিকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

সুস্থতা ও অবসর এর ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে এবং জীবনে সফলতা পেতে হলে সুরা আসরের পরিভাষায় আমাদেরকে চারটি কাজ করতে হবে। উল্লেখ্য, এই চারটি কাজ একজন মু’মিনের একটি পরিপূর্ণ সিলেবাস। অর্থাৎ ইসলামের সামগ্রীক কাজকর্মই এখানে নিহিত রয়েছে। প্রথমেই ঈমানের কথা বলা হয়েছে। ঈমান শুধু স্বীকৃতির নাম নয় বরং সাচ্চা দিলে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা। কুরআনের পরিভাষায় ঈমান হলো নিম্নরূপ: আল্লাহ বলেন,“মু’মিন তো আসলে তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনে আর তারপর সংশয়ে লিপ্ত হয় না।” (আল হুজরাত:১৫)

“যারা বলেছে, আল্লাহ আমাদের রব আর তারপর তার ওপর অবিচল হয়ে গেছে।”(হা-মীম আস সাজদা:৩০)

“আসলে তারাই মু’মিন, আল্লাহর কথা উচ্চারিত হলে যাদের দিল কেঁপে উঠে।”(আনফাল:২)

আল্লাহ আমাদের প্রভু ও ইলাহ। তাঁর কর্তৃত্বে কারো অংশীদারিত্ব নেই। তিনি ভাগ্য গড়েন ও ভাঙেন। যা কিছু প্রয়োজন বান্দা একমাত্র তাঁর কাছেই চাইতে পারে। তিনি সবকিছু দেখেন এবং প্রতিটি কথা তিনি শোনেন। প্রকাশ্যে ও আড়ালের প্রতিটি আচরণ তিনি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি রাসুল পাঠিয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে আমাদের সবকিছু জানিয়ে দিয়েছেন। রাসুলকে বিশ্বাস করা এবং তাঁকে মানার কারণ তিনি আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বদারকারী।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচায় তা হলো, সৎকাজ। কুরআনের পরিভাষায় যাকে ‘সালেহাত’ বলা হয়। কোন ধরনের সৎকাজ ও সৎবৃত্তি এর বাইরে থাকে না। সৎকাজ হলো ঈমানের প্রতিফলন। মজবুত ঈমান বলে দিবে কোনটি করতে হবে এবং কোনটি করা যাবে না। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত পন্থায় নিজের জীবন পরিচালনার করার নামই সৎকাজ।

ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য তৃতীয় কাজ হলো, হক এর উপদেশ দেয়া। এটি ঈমান ও সৎকাজের দাবীকে পরিপূর্ণ করে। অর্থাৎ মানুষ যখন ঈমান ও সৎকাজ করে তখন তার ঈমানিয়াত ও সালেহীয়াত তাকে পরের দু’টো কাজ করতে বাধ্য করে। সেই দুটো কাজ হলো, হক ও ধৈর্যের দাওয়াত দেয়া। অন্যকে হক তথা সত্যের সন্ধান দেয়ার অর্থ হলো নিজে বিশ্বাস ও সৎকাজের যেই সত্য ও সফলতার সন্ধান পেয়েছে, সেই সত্য চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া। হক ও বাতিলের পার্থক্য তাদের সামনে ধরে তোলা। সফলতার সত্যকে কারো কাছ থেকে গোপন রাখা যাবে না। যদি এমনটি কেউ করেন তবে তার সফলতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তিনি দ্বিগুণ ক্ষতিতে নিমজ্জিত হবেন। মনে রাখতে হবে, হকের উপদেশ সমাজকে নৈতিক পতন ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জামানত দেয়। যদি কোন সমাজে তা না থাকে তাহলে সেই ক্ষতির হাত থেকে হকপন্থীও বাঁচতে পারবে না। ক্ষতি তাকেও গ্রাস করবে। আল কুরআনে তার অনেক উদাহরণ বিদ্যমান।

চতুর্থ যে বিষয়টি ক্ষতির হাত থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে তাহলো, ধৈর্য। অর্থাৎ হককে সমর্থন করতে গেলে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। এমনকি রাজ্যের খড়গও নিজের ওপর নেমে আসতে পারে। তখন ধৈর্যই হবে তার নির্বিঘ্নে পথ চলার একমাত্র সহায়ক শক্তি। তাছাড়া সমাজকে ধ্বংসের অতল গহব্বর থেকে উদ্ধার করতে গিয়েও পরিশ্রম, বিপদ-আপদ ক্ষতি ও বঞ্চনা নিজেকে পীড়িত করতে পারে। তার মোকাবেলায় পরস্পরকে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার জন্য উপদেশ দিতে থাকবে। পারস্পরিক ধৈর্যের উপদেশ একে অন্যকে সাহস যোগাতে থাকবে।

এভাবে আমাদের সুস্থতা ও অবসরকে যদি কাজে লাগাতে পারি তাহলে উভয় জগতে নিজেদেরকে বিশাল ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো।

লেখক: সুন্দর পৃথিবীর জন্য, যিক্‌র মু’মিন জীবনের সার্বক্ষণিক ইবাদাত। ম্যানেজার, আইবিবিএল, জিন্দাবাজার শাখা, সিলেট।

১৭ মার্চ কনস্যুলেট অফিস বন্ধ

(শেষের পাতার পর)

১৭ মার্চ বুধবার নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিস বন্ধ থাকবে। দিনটি বাংলাদেশের জাতীয় শিশু দিবস। কনস্যুলেটের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক
টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।
যোগাযোগ: মাসুদ হাসান তুর্ন।
ফোন: ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Room for Rent
An empty beautiful furnished room with 59” tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it’s on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month’s advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :
516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**
ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

ফুলটাইম মহিলা নেনী
কর্মজীবি মা ফুলটাইম মহিলা নেনী/কেয়ারগিটার খুঁজছেন। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং (কুইন্স) এলাকায় বেসির বাড়িতে নেতৃত্ব-গহ্ থাকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।
বিস্তারিত তথ্য বা সাক্ষাৎকারের জন্য কল্/টেক্সট:
347-766-6412

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

দীর্ঘ ৪২ বছর পর স্ত্রী-সন্তানের কাছে ফিরছেন কফিনে বন্দি তাহের আহমেদ



(শেষের পাতার পর)

তাহের আহমেদ (৬৭) স্ত্রী-সন্তানের কাছে ফিরছেন কফিনে বন্দি হয়ে। মহামারী করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনি ব্রঙ্কসের মন্টিফিউর হাসপাতালে গত ৮ মার্চ ইন্তেকাল করেন। তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মাজেদা এ উদ্দিন।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিলো না তাহের আহমেদ-এর। এনিয়ে গত সপ্তাহের বাংলা পত্রিকায় 'সন্ধান চাই' নামে তার ছবি সহ ছোট একটি খবর প্রকাশিত হয়। খবরে বলা হয়, সর্বশেষ গত ২৫ ফেব্রুয়ারী বিকেলে তাকে এম্বুলেন্সে উঠিয়ে নিতে দেখেছেন বলে একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন। তারপর থেকে তাহের আহমেদ-এর আর কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিলো না।

মাজেদা এ উদ্দিন জানান, দীর্ঘ প্রবাস জীবনে অভিবাসনের মর্যাদা পাননি তাহের। দিনাতিপাত করতেন নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের স্টার্লিং-পার্কচেস্টার এলাকায় বই-পত্র বিক্রি করে। স্থানীয় ১৯৩৯ এলিস এভিনিউতে প্রবাসী বাংলাদেশী বাবুল নবীর বাসার বেসমেন্টে বাস করতেন তিনি। বাবুল নবীও করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

মাজেদা উদ্দিন আরো জানান, একমাত্র পুত্র সন্তানের মুখ দেখেননি অভাগা তাহের আহমেদ। তার একমাত্র পুত্রের বয়স যখন মাত্র দেড় মাস, তখোনই তিনি স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় এসেছিলেন। এরপর দীর্ঘ ৪২ বছরেও তার স্বপ্ন পূরণ হয়নি। অভিবাসনের মর্যাদা না পাওয়ায় স্ত্রী-সন্তানের কাছে যাবার সৌভাগ্যও হয়নি। যদিও সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভিবাসন নীতি ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব কংগ্রেসে বিবেচনাধীন থাকায় স্বস্তিবোধ করছিলেন তাহের আহমেদ। ফেসটাইমে স্ত্রী-পুত্রকে সে আশ্বাসও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু করোনায় তার সবকিছু তছনছ করে দিলো। তার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেলো।

জানা গেছে, কোন পরিচয় না পাওয়ায় তাহের আহমেদের মরদেহ বেওয়ারিশ হিসেবে ওয়েস্টচেস্টার মর্গে নেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তার খোঁজ মেলে এবং মাজেদা উদ্দিনের তদবিরে তার মরদেহ ব্রঙ্কসে গানহিল মর্গে আনা হয়। সেখানে আনুষ্ঠানিকতা শেষে শনিবার (১৩ মার্চ) ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টারে বাদ যোহর জানাযার পর রাত ১১টার আমিরাতের একটি ফ্লাইটে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তাহেরের লাশবাহী কফিন। নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী রায়পুরবাসীদের আর্থিক সহায়তায় মরহুম তাহের আহমেদ-এর ফিউনারেল ও বিমানের খরচ বহন করা হয়।

মাজেদা উদ্দিন জানান, মরহুম তাহের আহমেদের পুত্র সুহেল আাহমদের সাথে ফোনে কথা হয়েছে। সে তার বাবার মরদেহ ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রহণ করবেন।

এমপি মাহমুদুস সামাদর কয়েসের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া



(শেষের পাতার পর)

আসনের সংসদ সদস্য মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী কয়েসের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় ফেঞ্চুগঞ্জ অর্গেনাইজেশন অব আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদে গত ১১ মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পার্কচেষ্টার জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা মো: মাসহুদ ইকবাল মিলাদ ও বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন। মুনাজাতে মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী কয়েস সহ দেশ ও প্রবাসে করোনায় নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আয়োজক সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা মাহবুব আলম, সহ-সভাপতি মোঃ শামিম মিয়া, সাধারণ সম্পাদক কাওছারুজ্জামান কয়েস, রাজনীতিক আবদুর রহিম বাদশা, কফিল চৌধুরী, শাহেদ আহমেদ, মোশাহেদ আলী, সালেহ চৌধুরী, সৈয়দ আল ওয়াহিদ নাজিম, জয়নাল চৌধুরী, নুরুল আহিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে মরহুম মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী কয়েসের পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন তার ভাতিজা ও জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সহ সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন। তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। পরে মুসল্লীদের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ, সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য, সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মাহমুদ উস সামাদ চৌধুরী এমপি মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১১ মার্চ বৃহস্পতিবার ঢাকায় ইউনাইটেড হসপিটালে শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেন।

ডাক্তার বর্ণালী হাসানের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

(শেষের পাতার পর)

মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারীদের কয়েকজন পরিবারসহ উপস্থিত ছিলেন! স্বাস্থিবিধি মেনেই এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারীদের সকলে তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং এ প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার জন্য ডাক্তার বর্ণালী হাসানের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তারা ডাক্তার বর্ণালী হাসানকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতার জন্যও আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

আমন্ত্রিত বক্তারা বলেন, ডাক্তার বর্ণালী হাসান নিজে একজন ডাক্তার হয়েও দেশী নবীন ও তরুণ ডাক্তারদের ইউএসএ-তে লাইসেন্সধারী ডাক্তার হওয়ার জন্য সহযোগিতা করছেন। তাদের নিয়ে আলোচনা, সভা, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি করছেন। সর্বাপরি তিনি তরুণদের গাইড দিচ্ছেন। এধরনের ঘটনা আমাদের কমিউনিটিতে বিরল।

অনুষ্ঠানে ডাক্তার বর্ণালী হাসান নবীন ডাক্তারদের কাছে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ইন্টার্নশীপে নির্বাচিত হওয়ার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবেই না সফলতা আসবেই। এজন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তিনি বলেন, নবীন ডাক্তারদের জন্য তার সহযোগিতা আগের মত অবাহত থাকবে এবং তার দরজা সব সময় উন্মুক্ত থাকবে।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মাঝে ডাক্তার মাহফুজুল হাসান এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে মহামারী করোনার সময়ে কমিউনিটির সেবায় টাইম টেলিভিশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহেরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

কিডনি রোগীর খাদ্য তালিকা

(শেষের পাতার পর)

লোক কিডনি রোগে আক্রান্ত। কিডনি বিকলের একমাত্র চিকিৎসা ডায়ালাইসিস অথবা কিডনি সংযোজন; যা এতটা ব্যয়বহুল যে এ দেশের শতকরা ১০ ভাগ লোক তা চালিয়ে নিতে পারেন না। তাই কিডনি স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে প্রতিরোধের ওপর জোর দেন বিশেষজ্ঞরা। আবার কিডনি রোগ হলেও সুস্থ থাকতে ডায়েটের কোনো বিকল্প নেই।

ভেজাল খাদ্য, অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ, ঘন ঘন ইউরিন ইনফেকশন ছাড়াও আরও নানা কারণে আমাদের ঘরে ঘরে এখন কিডনি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। কিডনি রোগের চিকিৎসায় ডায়েটের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখন পর্যন্ত ক্রিয়েটিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে তেমন কোনো ওষুধ আবিষ্কার না হলেও যথাযথ পথ্য নিয়ন্ত্রণ করে কিডনিকে বিশ্রাম দিতে পারলে ক্রিয়েটিনের মাত্রা বাড়ার প্রবণতাকে ধীরগতি করা সম্ভব। রক্তে ক্রিয়েটিনের মাত্রা বেড়ে গেলে বুঝতে হবে অবশ্যই রোগীকে তার ডায়েট ঠিক করতে হবে।

অন্য রোগের ক্ষেত্রে পথ্য নির্দেশনা মেনে চললে রোগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু কিডনি রোগের ক্ষেত্রে প্রতিটি পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ যথাযথভাবে নির্ধারণ করে রোগীর ডায়েট তৈরি করা হয়ে থাকে;



অনেকটা অংকের মতো। এক্ষেত্রে একজন ডায়েটেশিয়ানের পরামর্শ মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

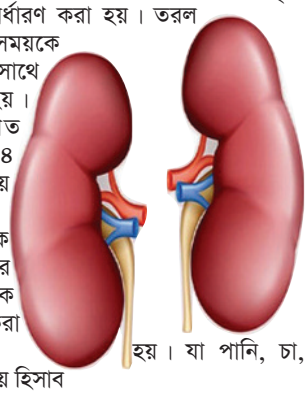
কিডনি রোগীদের জন্য কখনই একই ধরনের ডায়েট প্রেসক্রাইব করা যায় না। এটি প্রত্যেকটি রোগীর জন্য স্বতন্ত্র। কেননা রক্তের বিভিন্ন উপাদানের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে রোগীর ওজন, বয়স ও শারীরিক অবস্থার বিবেচনা করে কিডনির পথ্যটি নির্ধারিত হয়।

কিডনি রোগীদের জন্য অন্য রোগীদের তুলনায় একটু বেশি ক্যালোরি নির্ধারণ করা হয়। প্রতি কেজি ওজনের জন্য এই পরিমাণ ৩০ থেকে ৩৫ ক্যালোরি হয়ে থাকে। শরীরের প্রোটিন যেন শক্তির অভাবে না ভাঙ্গে এজন্য ক্যালোরির বেশিরভাগই কার্বোহাইড্রেট থেকে বরাদ্দ করা হয়। ডায়াবেটিক কিডনি রোগীর ক্যালরি অবশ্য তার ডায়াবেটিসের অবস্থা অনুযায়ী বিবেচনা করে করা হয়। এক্ষেত্রে ভাত/রুটি (ময়দার বা চালের) চিড়াসাগুচালের সুজি, নুডলস, খই ইত্যাদি কিডনি রোগীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রোটিন নিয়ন্ত্রণ কিডনি রোগীর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিয়েটিনের মাত্রা, ইউরিন মাইক্রো অ্যালবুমিনের মাত্রা, ইউরিয়া ও ইউরিক এসিডের মাত্রা, রোগীর ওজন ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে প্রোটিনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত ৩০ থেকে ৫০ গ্রাম প্রোটিন রোগীভেদে ডায়েটে দেয়া হয়ে থাকে। প্রাণীজ প্রোটিন থেকে রোগীর প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা হয়ে থাকে। ডিমের সাদা অংশ, মুরগির বুকের মাংস, মাছ, দুধ বা দই থেকে নিদিষ্ট পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে। অনেক রোগীদেরই একটি ভুল ধারণা থাকে যে, ৩০ গ্রাম প্রোটিন মানে ৩০ গ্রাম মাছ বা মাংস; যা সম্পূর্ণ ভূল। ৩০ গ্রাম প্রোটিন হলো ২৪ ঘণ্টায় রোগীর প্রোটিনের পরিমাণ। এক্ষেত্রে কতটুকু ওজনের মাছ বা মুরগির মাংসের টুকরা হবে তা হিসেব করে নির্ধারণ করেন একজন ডায়টেশিয়ান।

রক্তে ইলেকট্রোরাইট, ইউরিক এসিড ও শরীরে ইডিমার ওপরে ভিত্তি করে ফল ও শাকসবজির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত ৪০ থেকে ৬০ মিলি ইকুইভিন্টে পর্যন্ত পটাশিয়াম প্রতিদিন রোগীকে গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কতটুকু ফল ও সবজি খাবে তা ডায়েটিশিয়ান নির্ধারণ করে দিয়ে থাকে। পটাশিয়ানের চাহিদার উপর ভিত্তি করে আপেল, নাসপাতি, পেয়ারা ও পেঁপে এই চারটি ফলই সাধারণত বরাদ্দ করা হয়। তবে পটাশিয়ামের মাত্রা ভেদে তা পরিবর্তন করা যেতে পারে। পিউরিন ও উচ্চ পটাশিয়াম যুক্ত সবজি যেমন ফুলকপি, মটরশুটি, টমেটো, ঢেঢ়শ, কচুরলতি আরও বেশ কিছু সবজি নিষেধের তালিকায় থাকে।

রোগীর ২৪ ঘণ্টায় তরলের চাহিদা সাধারণত রোগীর ওজন, ইডিমা, এস্টিমেটেড জিএফআর, রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা, ক্রিয়েটেনের মাত্রা ও গ্রহণকৃত ওষুধের ওপর নির্ধারণ করা হয়। তরল মাপার ক্ষেত্রে সময়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। সাধারণত ২ ৪ ঘণ্টায় ১ থেকে দেড় লিটার পানি রোগীকে বরাদ্দ করা হয়। যা পানি, চা, দুধ সব মিলিয়ে হিসাব করতে হবে।



কিডনি রোগীর সোডিয়ামও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা, ইডিমা এবং গ্রহণ করা ওষুধের ভিত্তিতে সাধারণত প্রতিদিন ২ থেকে ৫ গ্রাম লবণ গ্রহণ করতে পারেন। ১ চামচ সমান ৫ গ্রাম। এক্ষেত্রে আলাদা লবণ অবশ্যই পরিহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

প্রত্যেক কিডনি রোগীর জন্য যদিও স্বতন্ত্র ডায়েট-তারপরও কিছু খাবার আছে যা সব কিডনি রোগীকেই পরিহার করতে বলা হয়। যেমন- ডাল, কোল্ড ড্রিংকস, আচার, গরু ও খাসির মাংস, ভাজাপোড়া খাবার, কফি, চানাচুর, পাপড়, বাইরের কেনা খাবার ও বাসি খাবার ইত্যাদি। তাই রোগীদের কাছে আমার পরামর্শ থাকবে, প্রতি তিন মাস পরপর রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করা। নিয়মিত ডাক্তার দেখানো ছাড়াও অবশ্যই একজন ডায়েটেশিয়ানের কাছ থেকে আপনার পথ্য পরামর্শ ও খাদ্য তালিকা করে নেবেন। তাতে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা যতটুকু সম্ভব নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

লেখক: ক্লিনিক্যাল ডায়েটিশিয়ান ও নিউট্রিশনিস্ট।

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // March 15 // 2021

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে

মোদিসহ চার দেশের নেতারা আসছেন



ঢাকা ডেস্ক: মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্যাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চলতি মার্চ মাসেই ঢাকায় আসছেন দক্ষিণ এশিয়ার চার দেশ- ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কার শীর্ষ নেতারা। বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে তারা এই সফর করবেন। কূটনৈতিক সূত্র জানায়, চার বিদেশি নেতাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ঢাকা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো যাবতীয় আয়োজন (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



নিরাপত্তাকর্মীকে কামড়ে হোয়াইট হাউস ছাড়ল 'মেজর'

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: হোয়াইট হাউস থেকে জার্মান শেফার্ড প্রজাতির দুটি কুকুরকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দেলাওয়ারে তার পারিবারিক বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুটি কুকুরের মধ্যে 'মেজর' নামে কুকুরটি হোয়াইট হাউসের এক নিরাপত্তাকর্মীকে কামড় দেয়। এরপরই এই সিদ্ধান্ত নেন বাইডেন।

আমেরিকান সংবাদ মাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, গত সপ্তাহে কুকুর দুটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে ভিকটিমের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়নি।

সিএনন মন্তব্যের জন্য হোয়াইট হাউসে যোগাযোগ করেছে, তবে সেখান থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সাড়া মেলেনি। ২০১৮ সালে নভেম্বরে একটি পশু আশ্রয় কেন্দ্র থেকে মেজরকে বাড়িতে আনেন বাইডেন। তখন মেজরের বয়স ছিল তিন বছর।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুটি সূত্রের বরাতে সিএনএন জানিয়েছে, তার আচরণে আগ্রাসী মনোভাব দেখা যাচ্ছিল। হোয়াইট হাউসের স্টাফ ও নিরাপত্তা কর্মীদের দেখলে মেজর লাফালাফি, ঘেউঘেউ ও আক্রমণাত্বক আচরণ করত।

উদ্ধারকারী কুকুর হিসেবে হোয়াইট হাউসে প্রথম থাকার সুযোগ পায় মেজর। জানুয়ারীতে অভিষেকের পর বাইডেনের সঙ্গে সেও দেলাওয়ার থেকে চলে আসে। বাইডেনের পূর্বসুরী ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনো পোষা প্রাণী ছিল না।

যুক্তরাষ্ট্রে ইসরাইলকে বয়কটের ডাক

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ইসরাইলকে বয়কটের ডাক দিয়েছেন আমেরিকানন জনগণ। জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যেও ইসরাইলকে বয়কটের ডাক দিয়ে গেলো সপ্তাহে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীরা ইসরাইলকে অবৈধ ও দখলদার দেশ হিসেবে উল্লেখ করে তেলআবিবকে অর্থ সহায়তা প্রদান বন্ধ করার আহবান জানান। খবর আরব নিউজ'র।



বিক্ষোভ মিছিলে বক্তারা বলেন, মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিরুদ্ধে কথা বলা তাদের নাগরিক অধিকার। কাউন্সিল অন আমেরিকান ইসলামিক রিলেশন্সের আইন শাখার পরিচালক মুর্তজা খাজা এই ইসরাইল বিরোধী নাগরিক আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। একইভাবে গত মাসে আরকানসাস অঙ্গরাজ্যেও ইসরাইলের মানবতাবিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অভুক্ত মানুষের জন্য সড়কে ফ্রিজ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে অনাহারী লোকদের জন্য অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেখানে শহরগুলোর বাসিন্দারা রাস্তায় রাস্তায় বসিয়েছেন নানা রঙের ফ্রিজ। সামর্থ্যবানরা সেখানে খাবার রাখছেন। আর অভুক্তরা সেই ফ্রিজ থেকে খাবার নিয়ে খাচ্ছেন। দেশটির নিউইয়র্ক, লসঅ্যাঞ্জেলস, শিকাগো ও মায়ামিতে এমন উদ্যোগ চোখে পড়েছে। বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।



খবরে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর অনাহারে দিন কাটানো মানুষের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটির বেশি। এর আগে ২০১৯ সালে ছিল সাড়ে তিন কোটি। বর্তমানে করোনাভাইরাসের কারণে এ সংকট আরও বেড়েছে। যদিও বাইডেন প্রশাসন বলছে খাদ্য সংকট মোকাবিলায় তার সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে এজন্য আরও সময় লাগবে।

সড়কে ফ্রিজ রাখার উদ্যোগ নেওয়া ব্যক্তিরা জানান, করোনাকালে যুক্তরাষ্ট্রেও প্রতি ছয় জনের একজন অনাহারে আছেন। আর এসব মানুষকে সাহায্যের জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের অসহায় প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে পারছেন। তবে করোনা মহামারি শেষ হয়ে গেলেও ফ্রিজগুলোর প্রয়োজনীয়তা কমবে না বলে মনে করেন উদ্যোক্তারা। তারা আরও জানান, পাড়ার প্রধান সড়কগুলোর পাশেই ফ্রিজগুলো স্থাপন করা হচ্ছে। যাতে স্থানীয় বিত্তবানরা সহজেই সেসব ফ্রিজে খাবারসহ প্রয়োজনীয় পণ্য রাখতে পারেন। আর অভুক্ত মানুষও যাতে খুব সহজেই সেগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ফ্রিজগুলো ব্যবহার করতে পারছেন সবাই।

বহু অভুক্ত মানুষ লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে এসব ফ্রিজ থেকে খাবার সংগ্রহ করছেন। তাদেরই একজন লুসি নামে এক তরুণী বিবিসিকে বলেন, এমন উদ্যোগ নেওয়ায় আমাদের খুব উপকার হয়েছে। আমি ফ্রিজগুলোতে ফল বা সবজি পেলে সেগুলো সংগ্রহ করি।

যুক্তরাষ্ট্রের ১২ অঙ্গরাজ্যে বাইডেনের নামে মামলা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি অঙ্গরাজ্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নামে সম্মিলিতভাবে মামলা করেছে। তাদের অভিযোগ, প্রেসিডেন্টের জলবায়ু সংক্রান্ত একটি নির্বাহী আদেশের জেরে দেশজুড়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে। বাইডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে এ মামলায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন মিসৌরির অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক শ্মিট। তার সঙ্গে রয়েছেন আরকানসাস, অ্যারিজোনা, ইন্ডিয়ানা, কানসাস, মন্টানা, নেব্রাস্কা, ওহিও, ওকলাহোমা, সাউথ ক্যারোলাইনা, টেনেসি ও উটাহ অঙ্গরাজ্যের অ্যাটর্নিরা।

সোমবার দায়ের করা হয়েছে মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে, বাইডেনের 'জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা এবং জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বিজ্ঞান পুনরুদ্ধার' শীর্ষক আদেশে গ্রিনহাউস গ্যাস ব্যবহারে 'সামাজিক ব্যয়'-এর অংক নির্ধারণ করে দেওয়ার অধিকার নেই। শ্মিটের দাবি, বাইডেনের এই আদেশে মিসৌরির উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

লিখিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের এই নির্বাহী আদেশ জারির ক্ষমতা নেই। এর কারণে কয়েক প্রজন্ম ধরে এই জমিতে বসবাস ও কাজ করা পরিশ্রমী মিসৌরিয়ানরা পথে বসবে। মামলার অভিযোগে দাবি করা হয়েছে, গ্রিনহাউস গ্যাসগুলোর ৯ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার 'সামাজিক ব্যয়'-এর প্রভাব মিসৌরির বাইরেও বহুদূর ছড়িয়ে পড়বে। অভিযোগে বলা হয়েছে, এটি মার্কিনিদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে- গাড়ি থেকে শুরু করে রেফ্রিজারেটর, বাড়ি, মুদিপণ্য ও বৈদ্যুতিক বিলগুলোতেও প্রভাব ফেলবে।

মামলার বাদী পক্ষের দাবি, বাইডেনের নির্বাহী আদেশে কার্বন, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের সামাজিক ব্যয়ের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার এখতিয়ার নেই, যা কি না নীতিনির্ধারক সংস্থাগুলো ব্যবহার করবে। অভিযোগকারীরা বলছেন, এটি আগামী কয়েক দশক ধরে আমেরিকান অর্থনীতিতে অযাচিত কোটি কোটি ডলারের ক্ষতি করতে ব্যবহৃত হবে।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়

দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ

এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টোর শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale

ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429

1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে

(৪৬ পাতার পর)

চূড়ান্ত করছে। আগামী ১৭ ও ১৮ মার্চ প্রথম ঢাকা সফর করবেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সলিহ। এরপর ১৯ ও ২০ মার্চ ঢাকা সফর করবেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজা পক্ষে। নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী ভান্ডারির ঢাকা সফর নির্ধারিত হয়েছে ২২ ও ২৩ মার্চ। এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী ২৬ ও ২৭ মার্চ বাংলাদেশ সফর করবেন। সফরকালে তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি ও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি স্থান সফর করবেন বলে জানা গেছে। শিগিগরই নরেন্দ্র মোদির সফরসূচি চূড়ান্ত হবে। চার বিদেশি অতিথি সফরকালে ঢাকার তেজগাঁওয়ে জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি' বক্তব্য রাখবেন। সূত্র আরো জানায়, নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী ভান্ডারি ঢাকায় রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। অন্যদিকে ভারত ও শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী এবং মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। নরেন্দ্র মোদির সফরসূচি এবং ঢাকা ও দিল্লির মধ্যে চুক্তি ও সমঝোতা চূড়ান্ত করতে গত ৪ মার্চ ঢাকা সফর করেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

করোনা মহামারির কারণে দক্ষিণ এশিয়ার আরেক নেতা ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুক চলতি মাসে ঢাকায় আসতে পারছেন না। তবে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে তিনি ভিডিও বার্তা পাঠাবেন। এছাড়া কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেনও ভিডিও বার্তা পাঠাবেন বলে সূত্র জানায়।

এ বছর বিপিএল হচ্ছে না

(শেষের পাতার পর)

বছর হচ্ছে না। মূলত জাতীয় দলের খেলোয়াড়দের ব্যস্ত সূচির কারণেই এ বছর বিপিএল আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছেনা। নির্ধারিত সময়ে জাতীয় খেলোয়াড়দের না পাওয়ায় এই বছর টুর্নামেন্ট আয়োজন না করার কারণ বলে জানিয়েছেন বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইসমাইল হায়দার মল্লিক।



প্রাথমিকভাবে চলতি বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে বিপিএল অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু নভেম্বরে পাকিস্তান সফর করবে বাংলাদেশ এবং ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ডকে আতিথেয়তা দিবে তারা। আগামী বছরের জানুয়ারীতে বিপিএলের তারিখ নির্ধারণ করার আহ্বান জানিয়েছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল।

ঘরোয়া ক্যালেন্ডার প্রস্তুতির জন্য সংশ্লিষ্টদের সাথে বৈঠকের পর আজ মল্লিক বলেন, 'জাতীয় দল নভেম্বর মাসে পাকিস্তান সফর করতে পারে। ডিসেম্বরে বাংলাদেশ সফরে আসবে নিউজিল্যান্ড দল। জাতীয় দলের খেলোয়াড় ছাড়া বিপিএল আয়োজন সম্ভব নয়। তাই আগামী জানুয়ারিতে বিপিএল করার পরিকল্পনা করছে গভর্নিং কাউন্সিল।' তিনি আরও বলেন, 'নভেম্বর ও ডিসেম্বর আয়োজনের সুযোগ ছিলো। কিন্তু ঐ সময় আন্তর্জাতিক সিরিজ রয়েছে। এ বছর বিপিএল হবে না, এটি ইতিবাচক বিষয় নয়। আমাদের বলা উচিত, আগামী বছরের জানুয়ারি বিপিএলের পরবর্তী আসর অনুষ্ঠিত হবে।'

২০১৮ সালে সর্বশেষ বিপিএল অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ২০১৯ সালে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নিয়মিত ফ্র্যাঞ্চাইজিদের বাদ দিয়ে বিশেষ বিপিএল আয়োজন করা হয়েছিলো। দলগুলোর স্পন্সরশীপ দিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন হয়েছিলো। সফলভাবে টুর্নামেন্টটি আয়োজনের পর, ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক টুর্নামেন্টের নামকরণ বঙ্গবন্ধু বিপিএল হিসাবে প্রতি বছর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয় বিসিবি।

মল্লিক আরও জানান, ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে এটির ভালো অগ্রগতি রয়েছে। তিনি বলেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটের সূচি ঠিক করতে আমরা দু'বার বৈঠক করেছি। আমাদের জাতীয় দল সারা বছর ব্যস্ত থাকবে এবং তাই আমাদের সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে। আমাদের ডিপিএল, এনসিএল, বিসিএল এবং বিপিএল রয়েছে। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুসারে, এনসিএল এই মার্চ মাসে শুরু হবে এবং কোভিড-১৯ মহামারীর পর আবারো ঘরোয়া ক্রিকেট পুনরায় শুরু করা হবে। আমরা মে মাসে ডিপিএল আয়োজন করবো।'

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি

টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি

Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AmericanAirlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432

Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
NMLS#177308
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

আবু জাফর মাহমুদ-এর কলাম



হাওয়া লেগেছে

অবস্থা দৃষ্টে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভার নির্বাচন কেন্দ্রীয় সরকারে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের রাজ-নীতি তৈরী করছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে জাতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক দলে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় নিজেকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী (বাকি অংশ ২১ পাতায়

ডাক্তার বর্ণালী হাসানের প্রশংসনীয় উদ্যোগ

নবীন ডাক্তারদের নিয়ে এফিসিয়েন্ট মেডিকেলের সমাবেশ

শেখ সিরাজ: বাংলাদেশ থেকে এমবিবিএস পাশ করে আসা নবীন ডাক্তারদের একত্রিত করে আমেরিকায় পড়াশোনা করে ডাক্তার হওয়ার কাজে আবারো উদ্বুদ্ধ করলেন চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নিউইয়র্কেও পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাক্তার বর্ণালী হাসান এমডি। বিগত ৯/১০ বছর যাবত তিনি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে যাচ্ছেন । এই লক্ষ্যে গত ১৩ মার্চ শনিবার রাতে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ নিজ প্রতিষ্ঠান এফিসিয়েন্ট মেডিক্যাল এন্ড ডেন্টাল কেয়ারে তরুণ ও নবীন ডাক্তারদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত ইন্টার্নী ডাক্তার ছাড়াও (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)



বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহেরকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ডা. বর্ণালী হাসান ও ডা. মাহফুজুল হাসান। ছবি: নিহার সিদ্দিকী



'সুস্থতা' ও 'অবসর' আল্লাহর বিশেষ দু'টো নিয়ামত

জাফর আহমাদ

ইবনে আব্বাস রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি (বাকি অংশ ৪৪পাতায়)

দীর্ঘ ৪২ বছর পর স্ত্রী-সন্তানের কাছে ফিরছেন কফিনে বন্দি তাহের আহমেদ



বিশেষ প্রতিনিধি: অবশেষে নিউইয়র্কে পরিচয় মিললো নিখোঁজ বাংলাদেশী তাহের আহমেদ-এর তবে জীবিত নয়, মৃত। তার দেশের বাড়ী লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলা। দীর্ঘ ৪২ বছরের প্রবাস জীবন শেষে (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

সৈয়দ এনায়েত আলী নিউইয়র্ক পুলিশে প্রথম বাংলাদেশী অক্সিলারি লেফটেন্যান্ট



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অক্সিলারি লেফটেন্যান্ট হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান সৈয়দ এনায়েত আলী। গত ৯ মার্চ তিনি এ পদোন্নতি পান। উল্লেখ্য, এনওয়াই-পিডি-তে ১৯৫০ সালে অক্সিলারি পুলিশ (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

এমপি মাহমুদুস সামাদ কয়েসের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সদ্য প্রয়াত সিলেট-৩ (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

জামালপুর হাইস্কুল



আমার তৃতীয় হাইস্কুল। প্রথম স্কুল কুষ্টিয়ার মোহিনী মোহন বিদ্যাপীঠের পর দ্বিতীয় স্কুল ছিল ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুল, কিন্তু নানা কারণে এই তৃতীয় স্কুলটি আমার কাছে বিশেষ গুরুত্ববাহী। (বাকি অংশ ৪২ পাতায়

নিউইয়র্কে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টানদের মাবেশ ও মানববন্ধন

নারায়ণগঞ্জে দেবোত্তর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি

বিশেষ প্রতিনিধি: নারায়ণগঞ্জে দেবোত্তর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার দাবি আর বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ ও মূর্তিভাঙ্গার প্রতিবাদে মাইনোরিটি কোয়ালিশন, ইউএসএ'র উদ্যোগে নিউইয়র্কে সমাবেশ ও মানব বন্ধন হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় শনিবার (১৩ মার্চ) সন্ধ্যায় এই কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। সমাবেশেকারীদের ভাষায় 'বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘু নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, জোরপূর্বক জমি দখল, দেশ ত্যাগে বাধ্য করা, মন্দির/উপাসনালয়ে হামলা, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, জাতিগত বৈষম্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিহত করা'র জন্য সুশীল সমাজের প্রতি আহবান জানানো এবং বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে নিউইয়র্কের হিন্দু, (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটিসহ কুইন্সের ২০টি সংগঠনের উদ্যোগে মেডিকেল ক্যাপ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটিসহ কুইন্সের ২০টি সংগঠনের উদ্যোগে নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ার ব্রডওয়েস্থ কুইন্স লাইব্রেরীর সামনে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (১২ মার্চ) সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত চলে এ কার্যক্রম। এতে সেবা নেন পাঁচ শতাধিক স্থানীয় বাসিন্দা। সেবার মধ্যে ছিল ফ্রি এভিবডি টেস্ট, কভিড-১৯ ভ্যাকসিন অ্যাপয়েনমেন্ট এবং কাউন্সিলিং। (বাকি অংশ ১৭ পাতায়)

হেলথ টিপস

কিডনি রোগীর খাদ্য তালিকা

তামান্না চৌধুরী: কিডনি এওয়ারনেস মনিটরিং অ্যান্ড প্রিভেনশন সোসাই-টির (ক্যাম্পস) দেওয়া তথ্য অনু-যায়ী, বাংলাদেশে দুই কোটিরও অধিক ---(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

খেলার খবর



এ বছর বিপিএল হচ্ছে না

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও অর্থ-সমৃদ্ধ টি-টুয়েন্টি আসর বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) এ (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ৩০ পাতায়

চট্টগ্রাম সমিতি সদস্য নবায়নের সময় বর্ধিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: চট্টগ্রাম সমিতি উত্তর আমেরিকা ইনক এর সদস্য নবায়ন, নতুন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচীর সময় বর্ধিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার ও রোববার সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের অনুরোধক্রমে ও বর্তমান ---(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সিটির কাছে হস্তান্তরের অপেক্ষায়

টরন্টোয় ভাষা সৌধ নির্মাণ কাজ শেষ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে কানাডার টরন্টোয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সৌধের নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ। হুইল চেয়ারে শহীদ বেদিতে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

১৭ মার্চ কনস্যুলেট অফিস বন্ধ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....

Jaydeb Gain
• Tax Services
• Life Insurance MassMutual
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Accredited Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা ৬৪৯+ Tax নিউইয়র্ক ওমরাহ
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
বিশ্বস্ত পালনকারীরূপে গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
KUWAIT AIRWAYS BRITISH AIRWAYS
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com